হিরণ্যগর্ভ
দশম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা
১লা মাঘ, ১৪২৪

Hiranyagarbha
Volume 10, No. 4
हिरण्यगर्भ
दशम वर्ष, चतुर्थ संख्या
तारिख-१५जनवरी,२०१८

১লা মাঘ, ১৪২৪ | 15th January, 2018

সূচীপত্র a Contents

বাংলা বিভাগ ঃ—

ভগবান কপিল - সংবাদ	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	05
জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	09
গুরুগীতা	যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	10
যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা	শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়	11
জীবনাভাস	শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়	12
ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি জৈগীষব্য	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	14
মহর্ষি উতঙ্কের ভক্তিকথা	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	14
শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী	বৃহৎ কিশোরী ভাগবত	16
শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম বদ্রীনাথধাম ভ্রমণ কথা	স্বামী সংবেদানন্দজী	18
যৌগিক চেতনায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব	অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ রায়	20
কুরুক্ষেত্র দেখে এলাম	শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত	21
রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধা শ্রীশ্রীসতীমায়ের লীলামৃত	শ্রীমতী বীণা চৌধুরী	23
যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	25
গীতা ভাবনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	26
নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	27

হিন্দী বিভাগ ঃ—

भगवान कपिल – संवाद	श्रीमती ज्योति पारेख	29
गुरुगीता	श्रीश्रीमाँ सर्वाणी	33
योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा	श्रीचंद्र पारेख	34
ब्रह्मज्ञ ऋषि जैगीषव्य	श्रीमती ज्योति पारेख	35
श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली	श्रीविमलानन्द	36
ज्ञानगंज के योग प्रसंग पर	श्रीविमलानन्द	38
योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक	श्रीविमलानन्द	39
उन्मेष	श्रीमती सुशीला सेठिया	40
महर्षि उतंक की भक्तिकथा	श्रीमती ज्योति पारेख	43
श्रीश्रीमाँ की प्रथम बद्रीनाथधाम यात्रा	श्रीमती ज्योति पारेख	45

English Section ঃ—

Kapil Muni Imparts Knowledge to Mata Devahuti	Prof. Partha Pratim Chakrabarti	48
Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo	Dr. Barun Dutta	51
Biography of Manicklal Dutta	Dr. Barun Dutta	52
Gems from the Garland of Letters	Sri Arnab Sarkar	54
The Philosophy of Truth	Dr. Barun Dutta	55
Mata Sharbani Trust Annual Report		56

ISBN No. 978-81-935091-3-5 Cover : Bhagwan Kapil

Printed and Published by Dr. Barun Dutta on behalf of Mata Sharbani Trust, Plaza Housing, Vill : Jagannathpur (Shibrampur), P.O. : Ashuti, Pin : 700141, 24 Parganas (South), West Bengal, India. Tel : (033) 2488-1826, website : www.akhanda-mahapeeth.org, Email : akhanda.mahapeeth@gmail.com. Printed at : Rama Art Press, 6/30, Dum Dum Road, Kolkata-700 030, Tel : 2557-4419

Editor : Shri Arnab Sarkar • Associate Editors : Smt. Keya Chakraborty and Shri Mohit Shukla

সম্পাদকীয় / Editorial

ইংরেজী বর্ষশেষের মধ্যরাত্রে আদিগন্ত চরাচর যখন আবৃত হয়ে থাকে কুয়াশার আবরণে, আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী কুজ্ঝটিকায় হয়ে থাকে স্তিমিত, তখন গীর্জায় গীর্জায় সুমধুর ঘন্টাধ্বনি বরণ করে নেয় নববর্ষকে। মহামানব যীশুর শ্রীচরণে আমরা প্রণতঃ হই - নতুন বছরে, নতুন আশায় সঞ্জীবিত হই।

ইংরেজী নববর্ষ আমাদের অন্তরে মুকুলিত করে আধ্যাত্মিক বিমলানন্দের নবমল্লিকা - পৌষ সংক্রান্তির পুণ্যতিথিতে আমরা উদ্‌যাপন করি শ্রীশ্রীগুরুমহারাজগণের অভিষেক-বার্ষিকী। ধূপ-দীপ-পুষ্প-ভক্তিসঙ্গীত আমোদিত আশ্রম-প্রাঙ্গণে শ্রীমন্দিরে আভূমি আনত হয়ে আমরা তাঁদের আশীর্বাদ ও কৃপা প্রার্থনা করি।

হিরণ্যগর্ভের এই সংখ্যাটিতে শ্রীশ্রীমা বিধৃত করেছেন অক্ষরব্রহ্ম-স্বরূপ ভগবান কপিলের জন্মবৃত্তান্ত ও তাঁর আধ্যাত্মিক দর্শন। ব্রহ্মাপুত্র নিত্যসিদ্ধ ঋষি কর্দ্দম ও তদীয় ব্রহ্মবাদিনী পত্নী দেবহুতির কঠোর তপঃপ্রভাবে তাঁদের পুত্ররূপে ভর্গদেবরূপী শ্রীহরি নারায়ণের পঞ্চম কলাবতার কপিলমুনির আবির্ভাব ঘটে। ভগবান কপিল পরমব্রহ্মস্বরূপ, সাংখ্য-যোগাচার্য ও সিদ্ধগণের অধীশ্বর। তিনি দিব্য ও সুপবিত্র, বিশুদ্ধ ও নিষ্পাপ, প্রখর তেজোদ্দীপ্ত অগ্নিস্বরূপ। পরমজ্ঞান যোগের মাধ্যমে, কর্মমূল-বাসনাকে নিবৃত্ত ও জীবকুলের মোক্ষলাভকল্পে সাংখ্যযোগ প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে তাঁর আবির্ভাব। কপিল-দর্শন মতে বিষয়াসক্ত চিত্তই জীবের বন্ধন ও পরমেশ্বর-নিবেদিত চিত্তই জীবের মুক্তির কারক। সুদৃঢ় ভক্তিযোগ, তীব্র বৈরাগ্য ও জ্ঞান অবলম্বনপূর্বক আত্মজ্যোতিস্বরূপ পরমেশ্বরের অনুধ্যান ও তৎসমর্পণ — ইহাই ভগবান কপিল প্রবর্তিত সাংখ্য-দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য।

আজ মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে, শ্রীশ্রীমা বর্ণিত পরমপুরুষ শ্রীশ্রীকপিলের দর্শন-উপদেশ-বিধৃত, গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজাস্বরূপ, হিরণ্যগর্ভের এই বিশেষ সংখ্যাটি শ্রীশ্রীগুরুমহারাজগণের পাদপদ্মে নিবেদন করে আমরা ধন্য হলাম। হে অজ্ঞানান্ধলোক-চক্ষুপ্রকাশক সদ্‌গুরুস্বরূপিণী শ্রীশ্রীমা — আপনার অপার করুণায় আমাদের আধ্যাত্মিক উন্মীলন ঘটুক — ইহাই আমাদের আকুল প্রার্থনা।

— ওঁম্ হরি তৎ সৎ ওঁম্ —

As the mist shrouds the horizons and dims the twinkling stars up in the sky, let the bells chime in the churches to herald the New Year. We bow our heads in reverence to the Lord and enliven ourselves with a fresh resolve for the incoming year !

The New Year also ushers in special joy in our hearts every year as we prepare ourselves to observe the enthronement ceremony of our Guru Maharajas in the Sri Mandir of our Ashram in this month. The aroma of incense and flowers enliven the Ashram ambience as we pay homage to our holy lineage with piety, devotion, hymns and prayers.

In this edition of Hiranyagarbha, Sree Sree Maa has extolled the advent and spiritual philosophy of Bhagwan Kapil. He is an incarnation of Bhargadeva Srihari Narayan and was born to Nitya-siddha sage Kardam and His divine consort Devahuti by virtue of their penance and devotion to Lord Vishnu. Bhagwan Kapil is Parambrahman-incarnate, the expounder of Sankhya Yoga and the Lord of the Siddhas. He is an epitome of virtue, purity and chastity and radiant as a raging fire. He was born with the mission of disseminating the doctrine of Sankhya Yoga to unshackle the mortals from the Karmic cycle and deliverance of the pious in the path of self-realization. According to Him, attachment of the mind to worldly pleasures is the cause of Karmic bondage while its abstinence leads one to spiritual deliverance (Moksha). Profound austerity, spiritual wisdom and surrender to the Lord are the tenets of Sankhya Yoga.

On the auspicious occasion of Makar Sankranti, we feel ourselves blessed to dedicate this special edition of Hiranyagarbha, containing Sree Sree Maa's treatise on Bhagwan Kapil, to His lotus feet. We also offer our humble prayer to Sree Sree Maa to beseech Her compassion towards our spiritual awakening and pious life forward.

ভগবান কপিল - সংবাদ

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

ভগবান কপিল ব্রহ্মাপুত্র কর্দ্দম প্রজাপতির ভার্য্যা দেবহুতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কর্দ্দম ও দেবহুতির কলা, অরুন্ধতী প্রভৃতি নামক নয়টি সহোদরা ভগিনীও ছিল। সরস্বতী নদীর তীরে কর্দ্দম দশ সহস্র বৎসর শ্রীহরির তপস্যা করেন। তপস্যার ফলে শ্রীহরি তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলে তিনি হরির নিকট উপযুক্ত স্ত্রী প্রার্থনা করেন। শ্রীহরি স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা দেবহুতিকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে বলেন। অতঃপর মনু তাঁহার কন্যা দেবহুতির সহিত কর্দ্দমের বিবাহ দেন। কর্দ্দম দেবহুতিকে বিবাহ করিয়া সুখে জীবনযাপন করিতে থাকেন। দেবহুতির পরিচর্য্যায় তুষ্ট হইয়া কর্দ্দম তাঁহাকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন। প্রথমে নয়টি সর্বাঙ্গসুন্দরী রক্তোৎপলের সৌরভ সমন্বিত কন্যা জন্মিবার পর কর্দ্দম সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরমযোগ সাধনা করিয়া পুত্র সন্তান লাভার্থে অরণ্যাশ্রমে গমন করিবেন মনস্থ করেন। ইহাতে কন্যাদায়গ্রস্ত হইবার আশঙ্কায় সাধ্বী স্ত্রী দেবহুতি, তাঁহার সংসার মুক্তির জ্ঞানশিক্ষাইবা কিরূপে সম্পন্ন হইবে সেই চিন্তায় অত্যন্ত চিন্তিত হইলে তখন কর্দ্দম বলেন যে ভগবান বিষ্ণু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ''অক্ষর ভগবান অচিরেই তোমার গর্ভে প্রবেশ করিবেন, সেই কারণে তুমি ইন্দ্রিয় দমন, স্বধর্মাচারণ, তপস্যানুষ্ঠান এবং ধনাদি দানপূর্বক শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানকে ভজনা কর। ঐরূপে তোমার আরাধনায় ভগবান বিষ্ণু আমার যশ বিস্তার করিয়া তোমার পুত্ররূপে জন্ম লইবেন, তিনিই তোমাকে ব্রহ্ম উপদেশ দিয়া তোমার সংসার বন্ধন ছেদন করিবেন।''

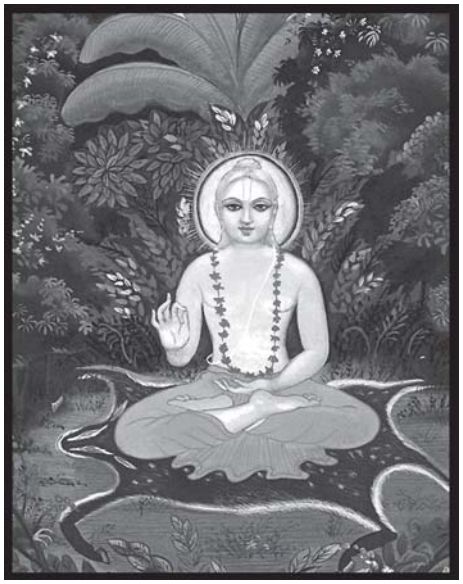

ভগবান কপিল

দেবহুতি ও কর্দ্দমের একনিষ্ঠ তপঃপ্রভাবে শ্রীহরি প্রসন্ন হইলে পরে তখন কর্দ্দমের বীর্য্য আশ্রয়পূর্বক দেবহুতির গর্ভে ভগবান নারায়ণের পঞ্চম অবতার 'কপিল' মুনির জন্ম হইল। কপিলের জন্ম সময়ে আকাশে বর্ষণশীল মেঘসমূহ হইতে বিবিধ বাদ্য শ্রুত হইল, গন্ধর্ব্বগণ গীত গাহিলেন এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিলেন। আকাশ মণ্ডল হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সেই সময়ে ভগবান ব্রহ্মা মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ পরিবৃত হইয়া কর্দ্দমের আশ্রমে আগমন করিলেন। স্বতঃ সিদ্ধজ্ঞান ব্রহ্মা, জানিতে পারিলেন যে বিশেষরূপে সাংখ্যজ্ঞান উপদেশ দিবার জন্যে পরমব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান সত্ত্ব অংশে জন্ম লইয়াছেন। ইহার পর কর্দ্দমকে ব্রহ্মা মরীচি প্রভৃতি ঋষিদের মধ্যে যাহার যেরূপ শীল তদনুসারে কন্যাদিগকে ঋষিগণকে সম্প্রদান করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা দেবহুতিকে বলিলেন যে, ''কপিল শাস্ত্রজনিত জ্ঞান ও পরজ্ঞানরূপ যোগে কর্ম্মমূল বাসনাকে সমূলে উৎপাটিত করিতে সক্ষম। ইনি সিদ্ধগণের অধীশ্বর এবং সাংখ্যাচার্য্য কর্তৃক পূজিত হইয়া লোকে 'কপিল' আখ্যা প্রাপ্ত হইবেন।'' এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা সত্যলোকে গমন করিলেন। অতঃপর কর্দ্দম ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত সকল কন্যাগণের বিবাহ দিয়া জামাতাগণকে কিছুকাল সমাদরে পালন করিলেন। পরবর্তীতে 'ধৃতি' নামক ঋষি কন্যার সহিত কপিলের বিবাহ হইল। সত্ত্বগুণময় কপিলের স্ত্রী ধৃতি সর্বত্র পূজ্যা হন। ইহার পর কর্দ্দম প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অরণ্যযাত্রা করিলেন এবং ভক্তিবলে অচিরেই তিনি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া প্রকৃত ভগবৎ-স্বরূপের দর্শনলাভ করিয়া নিত্যসিদ্ধ হইয়া গেলেন।

'কপিল' অর্থে পিঙ্গল বা অগ্নিবর্ণ। কপিলের জন্মকালীন গাত্রবর্ণে ছিল অগ্নিবর্ণ জ্যোতির ছটা, সেই কারণে তাঁহার নাম হয় 'কপিল'। শ্রীভগবানের ছয় প্রকার অবতার কল্পিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কপিল কূর্ম্মাদি কলাবতার। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে, সর্বভূতময় ভগবান বিষ্ণুর অংশে কপিল-মহর্ষি জগতের মোহ বিনাশের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পরবর্তী কল্পে দেখা যায় যে মহাভারতের

বনপর্বে আছে, ''ভানু অনলের তৃতীয়া পত্নী নিশারোহিনী হইতে অগ্নি ও সোম নামে দুই পুত্র এবং বৈশ্বানর বিশ্বপতি, তন্মধ্যে সন্নিহিত কপিল ঋষি ও অগ্রণী নামক পঞ্চ পাবকের জন্ম হয়। তন্মধ্যে কপিলের বর্ণ শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ, তিনি অন্যান্য হুতাশনের পুষ্টি বর্দ্ধন করেন। তিনি স্বয়ং নিষ্পাপ কিন্তু ক্রোধের উদ্রেক হইলে কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং যতিগণ তাঁহাকে 'কপিল' ঋষি বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। তিনিই 'সাংখ্যযোগ' প্রবর্তক 'কপিল' নামক ঋষি।'' উপরিউক্ত তথ্যে কপিলের উদ্ভব বিষয়ক কিছু জ্ঞানগম্য তত্ত্ব-কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন — ভানু অনল অর্থে ভর্গদেবরূপী সূর্য্যাগ্নির, তৃতীয়া পত্নী অর্থাৎ তৃতীয় কলাংশরূপী নিশারোহিণী (রাত্রিরূপিণী আদিশক্তি) হইতে অগ্নি ও অমৃতস্বরূপ সোম অর্থাৎ সূর্য্য এবং চন্দ্র এবং বৈশ্বানররূপী সর্বভূতময় অগ্নি যিনি সৃষ্টির বিশ্বপতি রূপে পূজিত, সেই বৈশ্বানর অগ্নি সন্নিহিত (অর্থাৎ বৈশ্বানর অগ্নি মধ্যে যাঁহার অধিষ্ঠান), তিনি হইলেন পিঙ্গলবর্ণ কপিল ঋষি এবং তৎসঙ্গে অগ্রণী নামক পঞ্চ পাবকের জন্ম হয়। তন্মধ্যে কপিলের শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ, অর্থাৎ কপিল জগন্নাথ তত্ত্বাধিকারী শুক্লযজুঃ ও কৃষ্ণযজুর্বেদোক্ত তত্ত্ব সমন্বিত সত্ত্বা বিশেষ। তিনিই অন্যান্য পাবকের পুষ্টিবর্দ্ধনকারী তেজশক্তি। তিনি দিব্য এবং সুপবিত্র, তাই বিশুদ্ধ ও নিষ্পাপ কলা। এই সুপবিত্র প্রখর তেজোদীপ্ত অগ্নি ক্ষুব্ধ হইলে পরে কাম্য কর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন এবং বিগ্রহ পরিগ্রহ করেন। তখন তিনি 'কপিল ঋষি' বলিয়া যতিগণ মধ্যে অভিহিত হন। কপিল ঋষির এই প্রকার উদ্ভব কথায় ইহাই স্পষ্ট উল্লিখিত হয় যে কপিল ভর্গদেবরূপী ভগবান বিষ্ণুর অবতার। পরম ভাগবত প্রজাপতি কর্দ্দমের তপঃপ্রভাবে তাঁহার পুত্ররূপে ইনিই অবতার-দেহ ধারণ করিয়াছিলেন।

পিতা কর্দ্দম অরণ্যে যাত্রা করিলে মাতার প্রিয়সাধন করিতে ইচ্ছা করিয়া ভগবান কপিল সেই বিন্দুসরোবর স্থিত আশ্রমেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। কপিল তত্ত্বমার্গের পারদর্শী, সেইজন্য নিষ্কৃয় হইয়া উপবিষ্ট থাকিতেন। একদা দেবহুতি ব্রহ্মার বাক্য স্মরণ করিয়া নিজ পুত্রের নিকট গমনপূর্বক বলিলেন — ''তুমি আদি ভগবান এবং পুরুষ সকলের ঈশ্বর। তুমি অজ্ঞানান্ধলোকের চক্ষুঃপ্রকাশক সূর্য্যের ন্যায় উদিত হইয়াছ। হে দেব! এই দেহে যে 'আমি', 'আমার' ইত্যাদি বোধ জন্মিয়াছে, সেইগুলিতে আমার যে মোহ তাহা তুমি দূরীভূত কর এবং তুমি কুঠার-স্বরূপ হইয়া আমার সংসাররূপ তরু ছেদন কর। আমি প্রকৃতি ও পুরুষকে জানিতে চাই, এইজন্য তোমার শরণ লইলাম।'' এই প্রকার মাতার নিকট মোক্ষ বিষয়ক কথা রতিজনক দেখিয়া কপিলের মনোমধ্যে অতীব আনন্দ উৎপন্ন হইল। তখন তিনি বিভাসিত বদনে বলিতে লাগিলেন —''আত্মনিষ্ঠযোগেই সুখ ও দুঃখ দুইয়েরই সবিশেষ উপরতি হয়। এই কারণে আত্মনিষ্ঠযোগই পুরুষ সকলের নিঃশ্রেয়সের কারণ।'' তখন কপিল সর্বাঙ্গ সম্পন্ন ঐ যোগই মাতার নিকট ব্যাখ্যা করিলেন। ভগবান কপিল বলিলেন —''চিত্তই জীবের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হইলেই জীবের বন্ধন এবং পরমেশ্বরে সংযত হইলেই তাহার মোচন হয়। হে মাতঃ! চিত্ত যখন 'আমি', 'আমার' এইপ্রকার অভিমান উৎপাদক কাম, লোভ, মোহ প্রভৃতি মল-বিরহিত হইয়া পবিত্র হয় তখন পুরুষ জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ভক্তিযুক্ত চিত্ত দ্বারা আত্মাকে প্রকৃতির অতীত, ভেদশূন্য, অদ্বিতীয়, স্বয়ংপ্রকাশ, সূক্ষ্ম, অখণ্ড ও উদাসীন দেখিতে পাইয়া থাকে এবং প্রকৃতিকেও হীনতেজ দেখিতে পায়। মা! অখিলাত্মা ভগবানে ভক্তিযোগই যোগীদিগের ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধির পথ, ইহা ভিন্ন মঙ্গল-জনক পথ আর দ্বিতীয় নাই।'' মাতা দেবহুতি বলিলেন - ''যে ভক্তিবলে অনায়াসে মোক্ষাত্মক পদ সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তুমি সেই ভক্তিতত্ত্ব আমাকে বল। ভগবানের প্রতি লক্ষ্যকারী যে যোগকে তুমি মুক্তির কারণ বলিয়া উল্লেখ করিলে, যাহা হইতে তত্ত্ব সকলের বোধ হয়, সেই যোগ সহজ করিয়া তুমি আমায় জ্ঞাপন কর।'' তখন ভগবান কপিল মাতার অভিপ্রায় অবগত হইয়া যাহাতে তত্ত্বসমূহের অনুক্রম আছে এবং যাহা 'সাংখ্য' নামে অভিহিত, সেই শান্ত ও ভক্তি বিস্তারকারী যোগসকল বলিতে লাগিলেন। কপিল বলিলেন -''হে মাতঃ! যাহাদের দ্বারা শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ের অনুভব হয়, সত্ত্বমূর্তি ভগবান হরির প্রতি সেই সকলের যে স্বাভাবিক বৃত্তি, তাহাকেই নিষ্কামা ভাগবতী ভক্তি বলা হয়।'' ইহার পর তিনি শুদ্ধসত্ত্বময় পুরুষের পক্ষে ভক্তিমার্গের বিভিন্ন অবস্থার বিষয়ে, উহাদের গতির বিষয়ে এবং তাহাদের স্থিতির বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিলেন, যাহা শ্রীমদ্‌ভাগবতে 'মাতৃসমীপে ভগবান কপিলের উৎকৃষ্ট ভক্তি-লক্ষণ বর্ণনে' আছে। তৎপরে ভগবান কপিলের মাতৃসমীপে 'সাংখ্যযোগ কথন' আরম্ভ হয়।

ভগবান কপিল বলিলেন - ''হে মাতঃ! যাহা জানিলে পুরুষ প্রকৃতি সম্বন্ধীয় গুণ হইতে মুক্ত হয় এবং তত্ত্বজ্ঞান সম্ভূত অহঙ্কার-নিবর্ত্তক আত্মদর্শনকে পণ্ডিতেরা যে মুক্তির কারণ বলিয়া থাকেন, সেই তত্ত্বসকলের পৃথক লক্ষণ সকল বলিতেছি। মা! জীবগণের অন্তর্জ্যোতিঃ যে আত্মা, তিনিই পুরুষ। সেই পুরুষ অনাদি এবং প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। তিনি স্বপ্রকাশ, এই বিশ্ব তাঁহার সহিত নিযুক্ত হইয়া প্রকাশ পায়। সেই পুরুষের নিকট বিষ্ণুর শক্তিরূপা অব্যক্তগুণময়ী প্রকৃতি লীলাহেতু উপগতা হইলে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাকে গ্রহণ করেন এবং ঐ প্রকৃতি স্বীয় গুণদ্বারা নিজের অনুরূপা বিচিত্র সৃষ্টি করিতে থাকিলে, তাঁহাকে সেইভাবে অবলোকন করিয়া ঐ পুরুষ জ্ঞানের আবরণরূপা অবিদ্যায় সদ্য মুগ্ধ হন। তৎপরে প্রকৃতির গুণে যে সকল কার্য্য হয়, প্রকৃতিতে বা দেহেন্দ্রিয়াদিতে অধ্যাস হওয়াতে আপনাকে সেই সকল কার্য্যে কর্তা বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। পুরুষ কেবল সাক্ষী মাত্র, তিনি কোন কর্মের কর্তা নহেন। স্বয়ং সুখাত্মক পুরুষের ঐরূপ অবিদ্যাজনিত কর্তৃত্বাভিমান হইলেই জন্ম-মৃত্যু প্রবাহ এবং কর্ম দ্বারা বন্ধন সৃষ্টি হয়। জ্ঞানীগণ বলিয়া থাকেন - কার্য্য, কারণ ও কর্তৃত্ব অর্থাৎ দেহ ইন্দ্রিয় এবং দেবতাগণ — এ সকলের প্রকৃতিই কারণ।''

ইহার পর কপিল প্রকৃতি ও পুরুষের লক্ষণ বর্ণন করিলেন। ভগবান বলিলেন - ''এই বিশ্বের কারণস্বরূপ প্রকৃতি ও পুরুষ মধ্যে যিনি প্রধান, তাঁহার নাম প্রকৃতি। ঐ প্রধানের কার্য্যস্বরূপ চতুর্বিংশতি গণ আছে, তাহাকে পণ্ডিতগণ ব্রহ্ম বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন। ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ — এই পঞ্চ মহাভূত বলিয়া পরিচিত। গন্ধতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র — এই পাঁচটি তন্মাত্র এবং শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ ও বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ — এই দশটি ইন্দ্রিয়; মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত এই চারিটি অন্তরিন্দ্রিয়। এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বই সগুণ ব্রহ্মের সন্নিবেশস্থান। ইহা ছাড়া কাল, পঞ্চবিংশ তত্ত্ব। কেহ কেহ ঈশ্বরের বিক্রমকেই কাল বলিয়া থাকেন। ঐ কাল হইতে প্রকৃতি-সম্ভূত দেহে অহংকার বিমূঢ় জীবের ভয়ের সঞ্চার হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে যাহা হইতে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতির উদ্রেক হয়, সেই ভগবানই 'কাল' বলিয়া বিখ্যাত। যিনি আত্মমায়া দ্বারা ভূতসমূহের অন্তরে নিয়ন্তৃরূপে এবং বহিঃকালরূপে সম্যক প্রকারে সংগ্রথিত আছেন, তিনিই ভগবান, বাহিরে তিনিই কাল। এই কালই পঞ্চবিংশ তত্ত্ব।''

ইহার পর ভগবান কপিল পরমপুরুষ হইতে প্রকৃতির আধারে মহত্তত্ত্বের উদ্ভূতিতে বিশ্ব সৃষ্টির ক্রম এবং জীবের বিকাশ-বিকার বিষয় একে একে বিবৃত করেন, যাহার মধ্যে সেই পঞ্চ বিংশতি তত্ত্বের বিস্তার লক্ষণ বিষয়ের সমস্ত কথা আছে, ঐ মহত্তত্ত্ব প্রকাশ বহুল। উহা কূটস্থ (লয়বিক্ষেপহীন) এবং জগতের অঙ্কুর-স্বরূপ। তৎপরে মহত্তত্ত্বের বিকারে জীবাত্মার দেহ-লক্ষণ কেন্দ্র করিয়া, সত্ত্বগুণযুক্ত স্বচ্ছ রাগাদিরহিত এবং উপলব্ধি স্থান চিত্তের নাম 'বাসুদেব', সেই চিত্তই মহত্তত্ত্বের স্বরূপ। সর্বশেষ কথা কপিল বলিলেন যে যেমন প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রসুপ্ত পুরুষকে জাগরিত করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ চব্বিশ তত্ত্বের দেবতাগণ ক্ষেত্রজ্ঞ-চিত্ত ছাড়া (আত্মা সন্নিবেশিত চিত্ত বিনা) আত্মা নারায়ণকে (বিরাটপুরুষকে) উত্থাপিত বা জাগ্রত করিতে পারেন না। এইহেতু যোগযুক্ত বুদ্ধি, ভক্তি, বৈরাগ্য ও জ্ঞানের দ্বারা এই জীবাত্মাতে সেই পরমেশ্বরকে বিবেচনা পূর্বক চিন্তনরূপ ধ্যান করা প্রয়োজন। কপিলের 'সাংখ্যযোগ' সৃষ্টিতত্ত্বের অন্তর এবং বাহিররূপী প্রকৃতিতত্ত্বকে কেন্দ্র করিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষে পৌঁছানো পর্য্যন্ত অপূর্বভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যেমন, কপিল বলিলেন — ''বিরাট পুরুষের হৃদয় হইতে মন সমুদ্ভূত হয়। ঐ মন হইতে চন্দ্র, তাহা হইতে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে বাক্‌পতি ব্রহ্মার আবির্ভাব হয়। পরে অহঙ্কার, তাহা হইতে রুদ্র, তদনন্তর চিত্ত এবং চিত্ত হইতে চৈত্য অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ আবির্ভূত হইলেন।'' তারপর মাতাকে কপিল 'পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ' বিষয়ে জ্ঞান প্রদান করিলেন। ভগবান বলিলেন - ''পরম পুরুষ পরমাত্মা নির্গুণ, সুতরাং অকর্তা ও অবিকার। দিবাকর সলিলে প্রতিবিম্বিত হইলে যেমন সেই সূর্য্য সলিলধর্মাক্রান্ত হয় না, সেইরূপ ঐ পুরুষ দেহস্থ হইলেও প্রকৃতির গুণজনিত সুখ-দুঃখাদিতে লিপ্ত হন না। কিন্তু সেই পুরুষ যখন প্রকৃতির গুণে অর্থাৎ তজ্জন্যই সুখ-দুঃখাদিতে লিপ্ত হন, তখন তাঁহার আত্মা অহংকারমুগ্ধ হইয়া 'আমি কর্তা' এই অভিমানে অবশ হইয়া, বিকারপ্রাপ্ত হইয়া প্রাসঙ্গিক কর্মদোষে সৎ-অসৎ মিশ্রযোনিতে উৎপন্ন হইয়া সংসার পদবী লাভ করেন। যিনি সংসার পদবী অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করেন তিনি সুদৃঢ় ভক্তিযোগ এবং তীব্র বৈরাগ্য দ্বারা যোগপথ অবলম্বন পূর্বক পরমেশ্বরের ধ্যানে

একাগ্রচিত্ত ও শ্রদ্ধাবান হইয়া অকপট ভাবে ব্রহ্মচর্য্য, মৌনব্রত কিংবা ঈশ্বরার্পিত চিত্ত দ্বারা স্বধর্ম অনুষ্ঠানে রত হইয়া থাকেন।''

ইহার পরই কপিল 'অষ্টাঙ্গযোগ' বিবরণ দিলেন। ইহাকে স্বাবলম্বন যোগ বলা হয়। এই যোগের অনুষ্ঠানে মন প্রসন্ন হইয়া সৎপথে গমন করে। ভগবান কপিল বলিলেন — ''নানাপ্রকার সৎব্রতাদির দ্বারা অসৎপথে প্রবৃত্ত দুর্দ্দমনীয় মনকে ক্রমান্বয়ে বুদ্ধি দ্বারা যোগ-সাধনে নিয়োগ করিবে এবং আলস্য পরিত্যাগ করিয়া প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ুকে জয় করিবে। পরে জিতাসন হইয়া পবিত্র স্থানে কুশ, অজিন, চেল ইত্যাদি আস্তরণ করিয়া আসন করিবে এবং তদুপরি স্বস্তিকাসনে অথবা যাহাতে স্বচ্ছন্দতা লাভ হয়, তেমন আসনে বসিয়া আপনার দেহকে ঋজু করতঃ প্রাণসংযমের অভ্যাস করিবে। প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাস জয় হইলে যোগীব্যক্তির মন শীঘ্রই নির্মল হইবে। ধারণা দ্বারা পাপ দগ্ধ হয়, প্রত্যাহার দ্বারা বিষয় সঙ্গসকল নিবৃত্তি পায় এবং ধ্যান দ্বারা রাগদ্বেষাদি উপশান্ত হইয়া থাকে। এইরূপে মন যখন সম্যক্ প্রকারে নির্মল ও যোগ দ্বারা সমাহিত হইবে তখন নাসাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীভগবানের মূর্তি ধ্যান করিতে হইবে। শ্রীভগবানের মূর্তিতে তাঁহার শ্রীচরণকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ভগবানের চরণারবিন্দই চিরকাল ধ্যানযোগ্য। শ্রীভগবানের ধ্যান করিতে করিতে যোগী সমাধি পর্য্যন্ত যোগপথ আরোহণ করিয়া তখন সে স্বপ্নাদিদেহতুল্য পুত্রাদি দেহে পুনর্বার আসক্ত হয় না। তখন সে আত্মতত্ত্ব অবগত হয়। এমত হইলে পরে যোগী তখন সর্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সকল ভূতকে অনন্যভাবে দর্শন করেন। যোগী ব্যক্তি আত্মপ্রসাদ দ্বারা জীবের বন্ধন-কারণ ও বিষ্ণুর শক্তিরূপা সদসদাত্মিকা এই দুর্নিরূপণীয়া প্রকৃতিকে জয় করিয়া ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন।

তৎপরে কালপ্রভাব ও ঘোর সংসার বর্ণন করিতে গিয়া কপিল মাতা দেবহুতিকে প্রথমে বলিলেন, ''জীবলোকের বিবিধ সংসারের আখ্যান দ্বারাই পুরুষ সর্বপ্রকারে বিগত রাগ হয়। ভগবানের অপর একটি 'কাল' নামক স্বরূপ আছে। ইহা শ্রেষ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-মহাপ্রভাব বিশিষ্ট। যিনি নিষ্কাম ধর্মী, সেই ব্যক্তির অশেষ কর্ম, তাঁহার আত্মা এবং তাঁহার কর্মফল ঈশ্বরেই ন্যস্ত থাকে। তিনি সর্বত্র সমদর্শী এবং কর্তৃত্বাভিমান শূন্য হন। এই প্রকার জীবই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ঈশ্বর অন্তর্য্যামীরূপে সকল ভূতেই প্রবিষ্ট। ভক্তিযোগ এবং যোগ, এই উভয়ের মধ্যে যে কোন একটি দ্বারাই পরম পুরুষকে লাভ করিতে পারা যায়। সর্বনিয়ন্তা পরমাত্মা পরমব্রহ্ম ভগবান প্রধান পুরুষরূপ এবং প্রধান পুরুষ হইতে ব্যতিরিক্ত। যে দৈব হইতে নানা সংসাররূপ কর্মের বিবিধ চেষ্টা হয়, ইহা সেই দৈব। হে মাতঃ! অপনি আরও দেখুন, ভগবানের এই রূপকেই বস্তু সকলের বিভিন্ন স্বরূপের আস্পদ ও আশ্রয় এবং অদ্ভুত কাল বলা যায়। ঐ কাল হইতে মহদাদি অভিমানী জীব সকলের ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। অখিলাশ্রয় ঐ কাল অন্তরে প্রবেশ করিয়া ভূত দ্বারাই ভূত-সমূহকে সংহার করেন। সেই কালই বিষ্ণুর সংজ্ঞা বিশেষ। তিনি সৃষ্টি মধ্যে যজ্ঞের ফলদাতা। তাঁহারই আজ্ঞায় সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি সঞ্চালিত হইতেছে। তাঁহারই আজ্ঞায় এই মহত্তত্ত্ব সপ্তপদার্থে আকৃত হইয়া অহংকারতত্ত্বাত্মক স্বীয় দেহকে লোকরূপে বিস্তার করিতেছে। ঐ কালই হইলেন সকলের আদিকর্তা। তিনি সকলের অন্তকর। তিনি স্বয়ং আদি, অনন্ত ও অব্যয়।''

তৎপরে কপিলদেব সকল জীবের গতি সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান প্রদান করেন। কপিলের এই সকল কথা শ্রবণে তাঁহার জননীর মোহরূপ আবরণ দূরীভূত হইয়া গেল। তখন তিনি সাংখ্যজ্ঞান-প্রবর্তক ভগবান কপিলকে প্রণামপূর্বক স্তব দ্বারা বন্দনা করিলেন। দেবহুতি পরমপুরুষ ভগবান কপিলের স্তব করিলে পর ভগবান কপিল গম্ভীর বচনে মাতাকে বলিলেন,''মা, এই যে পথ উপদেশ দেওয়া হইল সেই পথ দ্বারা অচিরেই জীবন্মুক্তি লাভ করা যায়। সুতরাং আপনি ইহার অনুষ্ঠান করুন।'' তদনন্তর কপিল এইরূপে স্বীয় কমনীয় আত্মলাভের উপায় আত্মবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মবাদিনী মাতার অনুমতি গ্রহণপূর্বক প্রস্থান করিলেন। আর দেবহুতি কপিলোক্ত মার্গ দ্বারা অচিরেই নিত্যমুক্ত পরমব্রহ্ম আত্মস্বরূপ সেই ভগবানকে প্রাপ্ত হইলেন।

—হরি ওঁ তৎ সৎ—

'সত্য' হইল অক্ষয়পদ, যাহা অপরিণামশীল এবং অপরিবর্তনশীল। ইহার প্রকাশরূপ নিত্য ও অনিত্য রূপে প্রতিভাত হয়। সেই পরম সত্যই চিরমঙ্গলময়। **— (শ্রীশ্রীমা সর্বাণী রচিত 'সৃজা' পুস্তক হইতে উদ্ধৃত)**

জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে

শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্তের বিশেষ অনুরোধে ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর ১৮টি পত্রের সাধন মার্গের নিগূঢ় তত্ত্ব ও সাধন প্রণালীর উপর শ্রীশ্রীমায়ের যোগ-ব্যাখ্যা —

ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী প্রসঙ্গে :—

মরমী সাধক ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর গুরুভ্রাতা শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয়কে জ্ঞানগঞ্জের সাধন মার্গের ক্রিয়াযোগের যে সকল নিগুঢ় তত্ত্ব, তথ্য এবং সাধন প্রণালীর বিষয় চিঠিতে উল্লেখ করেছেন তারই কয়েকটি প্রশ্ন :—

৭। পত্র ৯) প্রথম ভাগ —

আপনাকে ১০৯-এর কথা পূর্বে বলিয়াছি। — এই ১০৯ কি ও তার ব্যাখ্যা — (এই বিষয়ে শ্রীশ্রীমা যদি আলোচনা করেন।)

উত্তর — পত্র ৯-এর প্রথম ভাগ — ১০৯ কি ও তার ব্যাখ্যা — ডঃ গোপীনাথজী পত্র নং ৯-এ বলিয়াছেন — ''১০০ পর্য্যন্ত কর্ম, তারপর বোধ, জ্ঞান, ভাব, গুণ, মহাভাব, মহাজ্ঞান, মহাগুণ বা চিৎশক্তি মহামায়া ও চিদ্, চিৎ না — এইগুলি ক্রমশঃ ১০১ হইতে ১০৮ রূপে পরিচিত। — শুদ্ধমায়া অতিক্রান্ত হইবার, সঙ্গে সঙ্গে মহাজ্ঞানের উদয় হয়, যাহার ফলে 'চরণ' দর্শন হয়। চরণ প্রাপ্তিই বস্তুতঃ মহামায়ারূপে স্বরূপ স্থিতি; ইহা ১০৭। ইহার পর 'চিদ্', যাহাকে পুরুষোত্তম বলা যায়।'' যেটি হল 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পদ। মহাযোগীশ্বরগণ কৃপাহীন বা কৃপাযুক্ত যোগসাধন বলে ১০৮-এ স্থিতিলাভ করিলে পুরুষোত্তম যোগে অনন্তকে প্রাপ্ত হন। এই অনন্ত অনন্ত-কোষের মধ্যে অনন্তভাবে অনন্তধারায় ব্যক্ত-অব্যক্তভাবে প্রকটিত হয় যোগীর হৃদ্‌পদ্মে। এখানে কালের গতি নাই, কাল নিত্য। এই অনন্তকোষকে অবগত হওয়াই অনন্তকে ভেদ করা। অর্থাৎ, গোপীনাথজীর ভাষায় ''ইহাকে ভেদ করিতে না পারিলে অনন্তের অন্ত হইয়া ১০৯-এ প্রবেশ অর্থাৎ, একের মধ্যে অনন্তকে সমাবিষ্ট করা সম্ভবপর হয় না।'' অর্থাৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্ মহাভাব সমন্বিত সম্বোধির মধ্যে অনন্ত দিব্য চেতনাকে সমাবিষ্ট করিয়া স্বরূপে স্ববোধে দিব্যকে সত্তায় ধারণ করা। এই অবস্থাই হইল ১০৯। খণ্ড চৈতন্যকে অখণ্ড চৈতন্যে অনুভব করাই পুরুষোত্তমের অনন্তযোগ।

আত্মার কূটস্থ অপরিণাম ভাবটি অক্ষর পুরুষ এবং আত্মার বহুরূপে প্রকাশ বা পরিণামশীল ভাবটিই ক্ষর পুরুষ। এই অক্ষর পুরুষকে আশ্রয় করিয়াই ক্ষর পুরুষের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে। অক্ষর পুরুষই আত্মার সত্যবিম্ব। পুরুষোত্তমের সহিত ঐ অক্ষর পুরুষের বহু সাদৃশ্য আছে। এই অক্ষর পুরুষকে দেখিতে হইলে দিব্যচক্ষুর প্রয়োজন ইঁহার স্থিতি ত্রিকুটীর মধ্যে। তিনি নিত্য, সত্য, অবিনাশী কূটস্থরূপী অক্ষর পুরুষ। ইনিই জীবদেহে আত্মা-নারায়ণ। এই কূটস্থ অক্ষর পুরুষ হইতেও আরও একটি উত্তম পুরুষ আছেন কূটস্থকে দর্শন করিতে করিতে যোগীগণ পরে উত্তম পুরুষের দর্শন লাভ করেন যাঁহাকে শাস্ত্রে 'পরমাত্মা' বলা হয়; ইনি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবন ব্যাপিয়া এবং ত্রিগুণাতীত হইয়াও নিত্য বর্তমান আছেন। ইনি অখণ্ড চৈতন্য স্বরূপ পুরুষোত্তম পরমব্রহ্ম। পুরুষোত্তম যোগে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্মিলন সাধিত হয়। তখন সিদ্ধ যোগীর সত্তায় সাকার, নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ এইরূপ বহুভাবে সত্য-প্রকাশ চিন্ত্যমান হইয়া থাকেন। যোগীশ্বরগণ যাঁহারা তাঁহাকে পুরুষোত্তম রূপে অনুভব করিবার সামর্থ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞাত হইয়াছেন যে মায়াতীত তুরীয় ব্রহ্মই অবস্থাভেদে সগুণ ও নির্গুণভাবে অনন্ত-প্রকাশে প্রকাশমান হন। যোগীগণের হৃদয়পদ্মে পুরুষোত্তমের সেই অনন্ত মহাভাব-সিন্ধুর দিব্য প্রবাহ ধারা প্রতিবিম্বিত হয় অনন্ত চেতনায়, আপন সত্তায় গহনে গভীরে। ইহাকেই অনন্ত-প্রবেশ বলা হয়।

যোগীগণ পরমাত্মার উপাসনা করেন। পরে ঐ যোগীই ভক্ত হইয়া পরমাত্মাকে ভগবান রূপে উপাসনা করেন। ভগবানের নানারূপ। তন্মধ্যে ''শ্রীকৃষ্ণ'' রূপী সচ্চিদানন্দ সনাতন সগুণ বিগ্রহটিই শ্রেষ্ঠতম এবং ইঁহাই পুরুষোত্তম বলিয়া চিহ্নিত। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তমের চারিটি কায়ব্যূহ — বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। ঐ চারিটি কায়ব্যূহ সহযোগে শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম অনন্তভাবে লীলা করিয়া থাকেন। এই নিত্য শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তমের মধ্যেই অনন্ত সমাবিষ্ট হইয়া আছে। যে পরমযোগীশ্বর ঐ নিত্যকৃষ্ণ পুরুষোত্তমে সমাবিষ্ট হন তিনি তাঁহার মধ্যে অনন্তকে সমাবিষ্ট করিতে সক্ষম হন। এই প্রকার পরমযোগীশ্বরকে 'ভগবৎবেত্তা' বলা হয়।

—যোগ প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

গুরুগীতা

(মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ যৌগিক ও সাধারণ অর্থ সম্বলিত)

যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৭)

শ্রীমৎ পরংব্রহ্মগুরুং বদামি
শ্রীমৎ পরংব্রহ্মগুরুং ভজামি।
শ্রীমৎ পরংব্রহ্মগুরুং স্মরামি
শ্রীমৎ পরংব্রহ্মগুরুং নমামি।। ৫৭

শ্রীমৎপরংব্রহ্মগুরুং বদামি, ভজামি, স্মরামি, নমামি চ। ৫৭

সেই গুরু কূটস্থব্রহ্মের পরপারে আছেন বলিয়া তিনি পরব্রহ্ম, তিনি শ্রীমান্ অর্থাৎ জগতের আভাস তাঁহাতে নাই বলিয়া তিনি শ্রীমান্। জগতেরই প্রকাশমানরূপ আছে এবং রূপ আছে বলিয়া উহা বিশ্রী বা কুৎসিৎ রূপবিশিষ্ট বলিয়া কথিত হয়, পরন্তু পরব্রহ্মের রূপ নাই বলিয়া উঁহার রূপকে অপরূপের রূপ বলা হয়, এবং উহাই শ্রীযুক্ত রূপ। এইরূপ গুরুর সহিত কথা কহিতে হইবে, এ কথা ইন্দ্রিয় সাহায্যে বাহ্যোক্ত কথার মত নহে, পরন্তু গুরু নিজবোধরূপ হইয়াছেন বলিয়া, তাঁহারই কথা সাধকের মধ্য দিয়া বাহ্যভাবে প্রকাশিত হইতেছে; সাধক সর্বত্র গুরুরূপই দেখিতেছেন, সুতরাং তাঁহার অন্তর্বহিঃ সমভাব ধারণ করিয়াছে, কারণ তাঁহার বাহ্যোক্তি গুরুরই উক্তি এবং উহা বাহ্যদেশে গুরুকেই বলা হইতেছে। গুরুর নিষ্পত্তি গুরুর নিকট প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া বিষয় সমাধানের জন্য বিষয়-চিন্তা নাই, সুতরাং জগতের ভজনা নাই, এবং সর্বথা ও সর্বদা গুরুই ভজন হইতেছে। সর্বদা গুরুরই ধ্যানে আছেন বলিয়া গুরুরই স্মরণ হইতেছে — এবং অপর কিছুর নহে। সাধক নিজসত্তা গুরুকে অর্পণ করিয়াছে বলিয়া তাঁহাকেই সে নমস্কার করিতেছে।। ৫৭

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি।। ৫৮

ব্রহ্মানন্দং, পরমসুখদং, কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং, দ্বন্দ্বাতীতং, গগনসদৃশং, আদিলক্ষ্যং তৎ ত্বম্ অসি; একং, নিত্যং, বিমলম্, অচলৎ, সর্ব্বদা সাক্ষীভূতং, ভাবাতীতং, ত্রিগুণরহিতং, সদ্‌গুরুং তং নমামি।। ৫৮

তিনি আনন্দ-স্বরূপ বলিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মানন্দ বলা হয়; সে আনন্দের বিরাম নাই এবং নিত্যভাবে অনুভূত হয় বলিয়া, উহাকে ব্রহ্মানন্দ বলা হয়। জগতে লোকে সুখের জন্য ধাবিত হয়, পরন্তু সে সুখ অনিশ্চিত এবং সুখের পর দুঃখ আসিয়া থাকে; পরন্তু এ সুখ নিশ্চিত এবং সুখের বিশেষত্ব আছে বলিয়া ইহাকে অত্যন্তসুখ বলে। (গীতা ৬ষ্ঠ অঃ, ২৮ শ্লোক দেখ), তিনি পরম সুখদাতা বলিয়া তাঁহাকে পরম-সুখদ বলা হয়। 'কেবল' অবস্থাই তাঁহার রূপ হইতেছে (যথা - রেচকং পুরকং ত্যত্বা সুখং যদ্বায়ুধারণং। প্রাণায়ামোহয়মিত্যুক্ত স কেবল ইতি স্মৃত ঃ— ইতি গ্রহযামলঃ) তিনি জ্ঞানমূর্ত্তি - অজ্ঞানরূপ জগতের জ্ঞান সেখানে নাই বলিয়া তিনি জ্ঞানমূর্ত্তি (জ্ঞানমজ্ঞানমজ্ঞানং জ্ঞানম্)। তিনি দ্বন্দ্বাতীত - জগৎসত্তার এবং ব্রহ্মসত্তার পার্থক্য বোধে দ্বন্দ্বভাব হয়, পরন্তু তাঁহার নিকট গেলে জগৎসত্তা ব্রহ্মাঙ্গে লুপ্ত হয়, এবং ব্রহ্ম-ভাবই অবশিষ্ট থাকে, সে কারণ তিনি দ্বন্দ্বাতীত। তিনি শূন্যময় গগন সদৃশ তাঁহারই স্বরূপ কূটস্থব্রহ্মের জীবমধ্যে প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়া কূটস্থ-ব্রহ্মকে শূন্যধাতু বলা হয়। (শূন্যধাতুর্ভবেৎ প্রাণঃ), সেই গগন সদৃশ সৃষ্টির আদিকারণ-স্বরূপ তুমিই জীবের উদ্ধারের জন্য লক্ষ্যোপযোগী বস্তু হইয়াছ। নিত্যভাবে একমাত্র তুমিই আছ (অপর যাহা কিছু আছে তাহা তোমাতে গিয়াই লয় পায় বলিয়া উহারা ভৌতিক দৃশ্য মাত্র) তুমি মলশূন্য বলিয়া বিমল এবং সূক্ষ্মত্ব হেতু অচল (জড়বস্তু চঞ্চল স্বভাব বলিয়া স্থানভ্রষ্ট হয়, এবং অন্যের সহিত সম্বন্ধ বন্ধনে বদ্ধ বলিয়া পরস্পর আকর্ষণের অধীন হইয়া চঞ্চল হয়, পরন্তু সূক্ষ্মবস্তুর নির্লিপ্তভাবে স্থিতি আছে বলিয়া উহা কোনরূপ অকর্ষণী শক্তির অধীন নহে, সুতরাং অচল)। জগতের নিধানস্বরূপে থাকিয়াও জগৎ সম্পর্কে তুমি লিপ্ত নও বলিয়া তুমি সাক্ষীরূপে অবস্থান করিতেছ। গুণের আধার ও ভাবময় পুরুষ কূটস্থব্রহ্ম হইতে ভাবের ও গুণের উৎপত্তি হয়, পরন্তু তুমি ভাবাতীত এবং গুণাতীত। অসৎজগতের সহিত সম্বন্ধ রাখ না বলিয়া তুমিই সৎস্বরূপ গুরু। এমত গুরুকে নমস্কার।। ৫৮ *...ক্রমশঃ*

(কলিকাতা—আদিনাথ-আশ্রম হইতে প্রকাশিত ও
সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত)

যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা

প্রসঙ্গ (৪৪)

বেতড় মালিক পাড়া থেকে একটি ১১-১২ বছরের ছেলে তার বাবা বা মায়ের সাথে আমাদের গুরুমহারাজের কাছে আসত। ছেলেটির একটি চোখের মণির উপর দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে একটা সাদা দাগ ছিল এবং তার জন্যে ছেলেটির দেখতে অসুবিধা হোত। বহু ডাক্তার দেখিয়েও কোন সুরাহা হয়নি। তখন কারো কাছে বাবার কথা শুনে তার বাবা-মা ছেলেটিকে গুরুজীর কাছে নিয়ে এসে তাঁর সামনে বসিয়ে রাখতেন যাতে গুরু-কৃপাতে ছেলেটির দৃষ্টি ঠিক হয়ে যায়। গল্প করতে করতে গুরুজী মাঝে মাঝে ছেলেটির চোখের দিকে দৃষ্টি দিতেন। বেশ কয়েকদিন পর সত্যি সত্যি ছেলেটির চোখের সাদা দাগ মিলিয়ে গেল এবং স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে পেল।

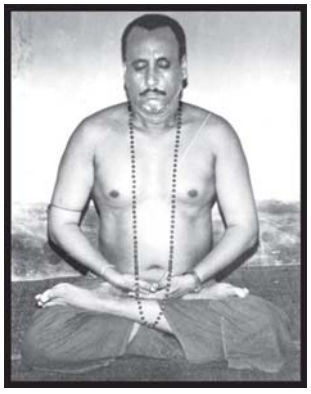

প্রসঙ্গ (৪৫)

সাধনার খুব উচ্চস্তরে অবস্থান করলে কতকগুলি ঘটনা খুব সহজেই ঘটে যায়। গুরুজীর কাছে খবর এলো অরূপদার (অরূপ চক্রবর্তী) মা মারা গেছেন। গুরুজী এবং আমি (বাপি) একটা গাড়ীতে করে অরূপদার বাড়ীর দিকে চললাম। শীতের রাত তখন প্রায় ১২-টার কাছাকাছি হবে, ঠাণ্ডায় চারিদিকে হাল্কা কুয়াশার আস্তরণে যেন আচ্ছাদিত হয়ে রয়েছে; যখন আমরা কলকাতার বেগবাগান অঞ্চলের কাছ দিয়ে যাচ্ছি তখন কোন কারণে আমাদের গাড়িটি দাঁড়িয়ে যায়; হয়তো রোড-ক্রসিং-সিগ্‌ন্যালে অথবা সামনে লরী থাকার জন্য, ঠিক মনে নেই, চারিদিক একদম সুনসান, ফাঁকা। এমন সময় হঠাৎ একটি লোক দুটি মাত্র ফুলের তোড়া নিয়ে আমাদের গাড়ীর সামনে এলো এবং গুরুবাবা যেন প্রস্তুতই ছিলেন, সামান্য পয়সা দিয়ে সেই পুষ্পস্তবক দুটি নিয়ে নিলেন, একটি আমার জন্যে এবং একটি নিজের জন্যে। শ্রীশ্রীবাবার মনের ইচ্ছা ছিল যে অরূপদার মাকে ফুল দিয়ে অন্তিম শ্রদ্ধা জানাবেন। এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে মহাদেবের ইচ্ছাশক্তিবলেই মুহূর্ত মধ্যে সব কাজ আপনা হতেই সংঘটিত হয়ে যায়!

প্রসঙ্গ (৪৬)

যদিও এসব ঘটনা ঠিক বলার নয় তবুও দু-এক কলম লিখতে হচ্ছে। রানীদির বোনের বিয়েতে আমরা সব গুরুভাইবোনেরা নিমন্ত্রিত হয়েছি। গুরুবাবার পরিবারের সবাই গিয়েছেন; আমি (বাপি) তাড়াতাড়ি বিয়ে বাড়ীতে দেখা করে গুরুজীর কাছে এসে বসেছি; গুরুজী কথা বলতে বলতে ঠিক যেমন খেলার মাঠে ধারাভাষ্য হয় ঠিক তেমনি ভাবেই সেই বিয়ে বাড়ীতে সেই মুহূর্তে কি হচ্ছে তার ছবি আমার সামনে তুলে ধরছেন; যেন ঠিক ওনার চোখের সামনে মাইক্রোফিল্মের মতো ছবি মানসপটে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। পরবর্তীকালে গুরুভাইদের নিকট থেকে শোনা ঘটনার বিবরণের সাথে গুরুজীর মানসপটে প্রতিফলিত সব ঘটনার প্রতিচ্ছবি হুবহু মিলে গিয়েছিল।

সিদ্ধ মহাত্মাদের দূরদর্শন, দূরশ্রবণ শক্তি প্রখর থাকে। উপরের ঘটনা সাধারণ জীবনের ঘটনা হলেও দেখা এবং বোঝা যাচ্ছে যে, যে কোন অবস্থায়ই সিদ্ধযোগীগণ তাঁদের যোগ সিদ্ধিকে ইচ্ছামাত্রেণ অনায়াসে ব্যবহার করতে সক্ষম হন। যোগসিদ্ধ মহাত্মার ক্ষেত্রে এইগুলি খুবই স্বাভাবিক।

প্রসঙ্গ (৪৭)

শ্রীশ্রীবাবা যোগী মহেশ্বর হয়েও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে লুকিয়ে রাখতেন। একসময় বাকসাড়ার বহুলোক এবং বাবার নিকটে যাঁরা আসতেন তাঁরা জানতেন যে বাবার দেওয়া মাদুলিতে অব্যর্থ কাজ হয়। বাবার কাছে কেউ কোন প্রতিকার চাইলে বাবা তাদের মাদুলি দিতেন। সেইজন্য গুরুবাবা আমাকে (বাপি), অসীমদাকে, গোপালকে, মিঠুনকে কাজে লাগাতেন। আমাদের কাজ ছিল বাবার নির্দেশ অনুযায়ী বাগানে গিয়ে মাটি, ছোট ইটের টুকরো কিম্বা শুকনো পাতা তার মধ্যে পুরে ছোট করে কাটা কাঠের টুকরো দিয়ে মাদুলির মুখ বন্ধ করে তাদের দিয়ে দেওয়া। তারা জানতেও পারত না যে মাদুলির মধ্যে কি উপকরণ আছে। বাবার আশীর্বাদে সেই মাদুলি দেওয়ার পর তাদের মনের মত কাজ হত। এইরকম বাবার কাছে গুরুস্বামী বলে এক সরল সাদাসিধে মাতাল তামিল লোক আসত। সে খুব মাদুলিতে বিশ্বাস করত। একবার কোনও একটা রোগের কারণে সেই গুরুস্বামীকে বাবা একটি আমাদের তৈরী করা মাদুলি দেন। হঠাৎ কিছুদিন বাদে

তার মনে হয় যে এই সব বুজরুকি, এতে কিছুই কাজ হচ্ছে না, সে তখন রেগে গিয়ে মাদুলি হাত থেকে খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং লাঠি দিয়ে আঘাত করে। হঠাৎ দেখে যে সেই মাদুলি থেকে ফিন্‌কী দিয়ে লাল রক্ত (যেমন পাঁঠা বলির রক্ত ফিন্‌কী দিয়ে ছুটে যায়) বেরিয়ে তার গায়ে ভর্তি হয়ে গেছে। এই দেখে গুরুস্বামী ভয়ে, অপরাধে কেঁদে ফেলে। সেইদিনই রাত্র ১০-টার সময় বাবার বাড়ীতে এসে দরজা খুলতে বলে। দরজা খোলা না হলে গুরুস্বামী বাড়ী চলে যায়। পরদিন সকালে গুরুবাবার কাছে এসে পায়ে পড়ে খুব কাঁদতে থাকে এবং নিজের অপরাধ স্বীকার করে। সদাশিব গুরুবাবা যেন কিছুই হয়নি এই ভাব নিয়ে তখন তার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেন।

সদ্‌গুরু যাকে কর্মের ভার অর্পণ করেন তার কর্মের পিছনে সদ্‌গুরুর শক্তিই পূর্ণমাত্রায় থাকে। সিদ্ধমহাত্মাগণের দৃষ্টির সান্নিধ্যে থাকলে অনেক প্রকার দুর্যোগ হতে ত্রাণ পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন অনন্ত করুণার আধার; মহাত্মারা জীব গোষ্ঠীকে না জানিয়ে কৃপা করেন। যিনি মহাত্মা তিনি স্থূল বাহ্যিক জগৎ থেকে কিছুই নিতে আসেন না, তিনি সবার অলক্ষ্যে জগতের কল্যাণ সাধন করেন। আমাদের পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবাও একজন জগৎকল্যাণকারী গুপ্ত মহাত্মা ছিলেন। *...ক্রমশঃ*

—পিতৃচরণাশ্রিত শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, শিবপুর, হাওড়া

জীবনাভাস

মহাবতার বাবাজী মহারাজের শিষ্য শ্রীমাণিকলাল দত্তের জীবনী

(৪)

জন্মকুণ্ডলী ও বাল্যকাল— *(পূর্ব প্রকাশিতের পর...)*

শ্রীশ্রীত্রৈলঙ্গ স্বামীর ও অন্যান্য মহাপুরুষদের দৈববাণীকে বর্ণে বর্ণে সফল ও সার্থক করিয়া বাংলা ১২৯৭ সালে শুভ ১৯শে আষাঢ় (ইংরাজী ১৮৯০) কৃষ্ণপক্ষীয় প্রতিপদ তিথি বুধবার পূর্বাষাঢ় নক্ষত্রে রাত্রি ১ ঘটিকা ৫০ মিনিট সময়ে মাণিকলাল দত্তের পুণ্য আবির্ভাব ঘটে।

জন্মকুণ্ডলী অনুযায়ী তাঁহার ছিল মীন লগ্ন, ধনুরাশি, নরগণ ও ক্ষত্রিয়বর্ণ। 'শ্রীভবতারণ দত্ত' ছিল তাঁহার রাশিগত নাম। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাঁহার জন্মচক্রটির প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মাণিকলাল দত্তই ছিলেন তাঁহার পিতামাতার সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে সর্বাগ্রজ। তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতা ভগিনীগণের নাম 'বংশ পরিচয়' তালিকায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। মাণিকলাল দত্তের তৃতীয় ভ্রাতা রাস-পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই কারণেই রাসবিহারী দত্ত নামে পরিচিত ছিলেন। রাসবিহারী পবিত্র দিনে জন্মিয়াছিলেন সত্য কিন্তু

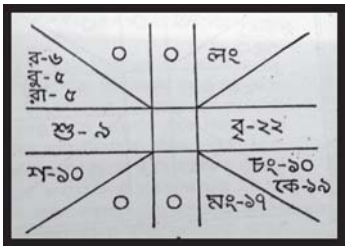

জন্মচক্র প্রতিলিপি

জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী পিতা শ্যামাচরণ তাঁহার ঐ পুত্রের জন্মের পরই লগ্ন, রাশি, নক্ষত্র, গণ ও আনুষাঙ্গিক সব কিছু বিচার করিয়া ইহাই মন্তব্য করিয়াছিলেন যে ঐ পুত্রের জন্ম অত্যন্ত অশুভজনক। এমনই অদৃষ্টের বিড়ম্বনা ও বিধিলিপি যে পিতামহ কালিচরণ দত্ত (কালিমুক্তাওয়ালা) ঐ দিনই সর্বত্যাগী হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যান।

সন্তানদের শিক্ষা ব্যাপারে মাণিকলালের মাতাঠাকুরাণীর কর্ত্তব্যের ত্রুটি ছিল না। বিশেষতঃ স্বামী শ্যামাচরণ সাধু-ভাবাপন্ন হইয়া অধিকাংশ সময়ই আশ্রমে আশ্রমে দিনপাত করিতেন বলিয়া সন্তানদের শিক্ষা ও আনুষাঙ্গিক সর্বপ্রকার দায় দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবে তাঁহার উপরেই বর্তাইয়াছিল। মাণিকলাল চুঁচুড়াস্থিত 'Some Training Academy' হাইস্কুলে আট বৎসর একাদিক্রমে অধ্যয়ন করিয়া উক্ত বিদ্যালয় হইতে 'Entrance' পাশ করেন। পুনঃ কোন কলেজে তিনি বিদ্যার্জন করিয়াছিলেন কিনা তাহার সঠিক বিবরণ আমার অজ্ঞাত। যাহা হউক ইংরাজী ভাষায় তাঁহার ছিল অসাধারণ বুৎপত্তি। তাঁহার ইংরাজী ভাষার ব্যবহার শ্রবণ করিয়া ও তাঁহার বিভিন্ন রচনায় ইংরাজী শব্দ ও ভাষার আলঙ্কারিক প্রয়োগ হইতে মনে হয় ঐ ভাষায় তাঁহার জ্ঞানের পরিধি যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ইংরাজী ভাষার সুনিপুণ ব্যক্তির সহিতই মাত্র তুলনীয়। আমরা অবশ্য কদাপি

তাঁহার শিক্ষায়তনের পরিমাপে তাঁহার জাগতিক বিদ্যার পরিমাণ জিজ্ঞাসা করিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করি নাই এবং সে প্রশ্ন মানসপটে কদাপি উদিত হয় নাই।

বাল্যকাল হইতে মাণিকলালের দুইটি বিষয়ে অসাধারণ প্রবণতা দৃষ্ট হইয়া ছিল। চিত্র অঙ্কনে তাঁহার যেমন পটুতা ছিল, তেমনি দক্ষতা ছিল ধনুতে তীর সংযোজন করিয়া তাহার দ্বারা লক্ষ্যবস্তুকে ভেদ করিবার। চিত্র অঙ্কনে তিনি এতই সুনিপুণ ছিলেন যে কিশোর বয়সেই তৎকালীন তাঁহার পরিচিত সংঘ ও সমিতি সমূহের জন্য, তাহাদের সখের থিয়েটারের অভিনয় উপযোগী বড় বড় দৃশ্যপট অঙ্কন করিয়া সেইগুলিকে বর্ণে বৈচিত্র্যে অতীব মনোরম ও মনোগ্রাহী করিয়া তুলিতেন। নিজ অঙ্কিত মানুষের চিত্রপট দূরে স্থাপন করতঃ তীর দ্বারা অতি সহজেই তাহার চক্ষুবিদ্ধ করিয়া লক্ষ্যভেদে তাঁহার একাগ্রতা ও অভ্রান্ততা সততই প্রমাণ করিতেন। তিনি একদা প্রসঙ্গতঃ বলিয়াছিলেন যে ঐ বয়সকাল হইতেই তিনি ''মায়ের' সহিত কথাবার্তা বলিতেন। এইভাবে নানা ঘটনার মাধ্যমে তাঁহার দিব্য জীবনের স্ফুরণ পরিলক্ষিত হইত।

মাণিকলালের পঞ্চমভ্রাতা বৃন্দাবন দত্ত অতীব সাধু প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি ছিল তাঁহার অপরিসীম আনুগত্য। তিনি আজীবন কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া তাঁহার অগ্রজের নিরন্তন সেবা যত্নেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন। মাণিকলালের জাগতিক ও যৌগিক জীবনের চিরসাথী সদ্য প্রফুল্লিত ঐ মানুষটির চিত্তের প্রসন্নতা, স্বভাবের নম্রতা ও সুমধুর ব্যবহার, মাণিকলালের সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্যক্তিকে মুগ্ধ করিত। এই সদা অনুগত ভ্রাতা আমৃত্যু স্বহস্তে আপন অগ্রজের জন্য রন্ধনাদি সম্পন্ন করিয়া দাদার ভোজনান্তে নিজে ভোজন করিয়া আপন কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হইতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিয়া রাখি যে তৎকালীন 'ইষ্ট- ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতে' যে বিভাগে তাঁহার অগ্রজ চাকুরীসূত্রে যুক্ত ছিলেন, তিনিও সেইখানেই নিযুক্ত ছিলেন। কর্মশেষে দিনান্তে পুনরায় চুঁচুড়ায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া দাদার নিমিত্ত জলযোগ ও নৈশকালীন আহারের উদ্যোগ করিতেন। ইহাই ছিল তাঁহার নিত্যকর্ম। সদা হাস্যমুখ, গলাবন্ধ খাকি জীন কাপড়ের কোট পরিহিত; শান্ত, সরল ও দোহারা চেহারার এই উদার মানুষটির বিষয়ে যাহা প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ হইতে অবহিত আছি মাত্র তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। মাণিকলাল সাধারণতঃ রাত্রে দুই আড়াই ঘটিকার পূর্বে নিদ্রা যাইতেন না। কারণ গভীর নিশীথে যখন সমস্ত পৃথিবী সুসুপ্তিতে আচ্ছন্ন, পার্থিব জীবনের মুখর কোলাহল যখন স্তিমিত তখন প্রায়ই তাঁহার নিকট অলৌকিক, মহাপুরুষ তাঁহার পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের নির্দেশাবলী ও অমৃতবাণী আসিত, যাহার জন্য তিনি অধীর প্রতীক্ষায় ধ্যানযুক্ত থাকিতেন। ইহা ব্যতীত ছিল তাঁহার বিবিধ প্রকার যোগক্রিয়া। আর ঐ সময়ে দ্বিতলের শয়নকক্ষে দাদার শয্যাশিয়রে বৃন্দাবন অতি অনুগতভাবে শ্রান্তি-ক্লান্তিহীন অবস্থায় অপেক্ষা করিতেন। নিদ্রামগ্ন দাদার শয্যাশিয়রে ঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়া তিনি নিজের নিদ্রার আয়োজন করিতেন। পুনরায় অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া দাদার আপ্যায়ন ও ভোজ্যবস্তু প্রস্তুতির জন্য তাঁহাকে উদ্যোগী হইতে হইত। এইভাবে তিনি মুখ্যতঃ পরম শ্রদ্ধাস্পদ দাদার সেবা যত্নেই নিজেকে উৎসর্গ করিয়া কালাতিপাত করিতেন। মাঝে মাঝে তিনি যে কথাটি ব্যক্ত করিতেন তাহা হইল, ''আমি দাদাকে বলি যে আমার জন্য একটি সোজা ছোটখাট সিঁড়ি করে দিও, অত তোমার জটিল জ্ঞান বিজ্ঞান ও যোগবিদ্যা গ্রহণ করতে পারব না।'' কোনো সময় কাহাকেও বলিতেন, ''দাদার কাছে এসো না; পুড়ে যাবে; তোমায় তো আমি চিনি, এ জিনিস পারবে না।''

ভগবৎ বাক্য, কি স্বদেশের, কি বিদেশের, কি ভারতীয়, কি ইংরাজ সকলকেই ঈশ্বর বাক্য পরিবেশন - সেবায় তৃপ্তিদান করা, তাঁহাদের বিভিন্ন তত্ত্বমূলক প্রশ্নের মীমাংসা ও সমাধান সাধনই ছিল মাণিকলালের জীবনের একমাত্র ব্রত। আর সেই কারণেই তাঁহার গৃহে ভক্ত ও যোগযুক্ত পুরুষদের আগমন ছিল এক নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এক একদিন এমন ঘটনাও বিরল ছিল না, যেদিন সকাল সাতটা হইতে রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত অগণিত ভক্তবৃন্দের আগমন ঘটিত ও তাঁহারা মাণিকলালের সহিত বিরামহীন ধর্ম্মালোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, আর অনুগত ভ্রাতা বৃন্দাবন তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রয়োজনানুযায়ী চা, জলযোগ ও সোডার সরবৎ পরিবেশনে তাঁহাদের পরিচর্যা করিতেন। মাণিকলালের জীবনে — তাঁহার এই অনুজের অভাবনীয় আনুগত্য ও অনন্য অবদান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

...ক্রমশঃ

—শ্রীমাণিকলাল দত্তের শিষ্য,

শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়

পুরাণ কথা

ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি জৈগীষব্য

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

মহাভারতের শল্যপর্বে আছে, আদিত্য-তীর্থে তপস্বী অসিতদেবল সব সময়ে ব্রহ্মচর্য্য ও ধর্মকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দিনাতিপাত করিতেন। সেই সময় একদিন জৈগীষব্য নামক এক মহর্ষি দেবলের আশ্রমে আসিয়া যোগনিরত হইয়া বসবাস করিতে থাকেন এবং তথায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি শুধু মাত্র দেবলের ভোজনের সময় তাঁহার সমীপস্থ হইতেন। একদিন দেবল জৈগীষব্যকে দেখিতে পাইলেন না। তখন মহর্ষির খোঁজে তিনি সমুদ্রে গিয়া দেখিলেন যে জৈগীষব্য পূর্বাহ্নেই তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। স্নান সমাপন হইলে পরেও আশ্রমে ফিরিয়া দেবল দেখিলেন যে তাঁহার পূর্বেই জৈগীষব্য নীরবে সেখানে উপবিষ্ট আছেন। তখন জৈগীষব্যের শক্তিপরীক্ষা করিবার জন্য মন্ত্রজ্ঞ দেবল ব্যোম-মার্গে উত্থিত হইয়া দেখিলেন যে অন্তরীক্ষচারী সিদ্ধগণ জৈগীষব্যের পূজারত রহিয়াছেন। অতঃপর তিনি আরও দেখিলেন যে জৈগীষব্য স্বর্গলোক, পিতৃলোক, যমলোক ও চন্দ্রলোক প্রভৃতি বহু ঊর্ধ্বলোক বিচরণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সিদ্ধরা দেবলোকে জানাইলেন যে জৈগীষব্য শাশ্বত ব্রহ্মলোকে গিয়াছেন, সেখানে দেবলের যাইবার ক্ষমতা নাই। তখন দেবল নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিয়া মহর্ষি জৈগীষব্যকে দেখিয়া তাঁহার নিকট মোক্ষধর্ম শিক্ষা করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন দেবল ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন, মোক্ষধর্ম ও গার্হস্থ ধর্মের মধ্যে মোক্ষ ধর্মই শ্রেষ্ঠ। তখন তিনি জৈগীষব্যের নিকট মোক্ষধর্ম শিক্ষা ও গ্রহণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন।

হরিবংশে আছে, প্রজাপতি হিমালয়ের স্ত্রী মেনকাগর্ভসম্ভূত কন্যা উমাকে মহাদেব, পর্ণাকে মহর্ষি অসিতদেবল এবং একপাটলাকে মহর্ষি জৈগীষব্য বিবাহ করেন। লিঙ্গপুরাণ মতে বরাহকল্পের সপ্তম দ্বাপরে জৈগীষব্য একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য ছিলেন। এই সময়ে শতক্রতু (ইন্দ্র) ব্যাস নামে বিখ্যাত ছিলেন। জৈগীষব্যের সারস্বত, মেঘবাহন (সুমেধা), মেঘ (বসুবাহু) ও সুবাহন নামে যোগমার্গ অবলম্বনকারী ব্রহ্মবাদী চারি তনয় ছিল। ইহাভিন্ন মহর্ষি জৈগীষব্যের অন্যতম প্রধান ছয়জন (শঙ্খ, মনোহর, কৃষ্ণ, কৌশিক, সুমনা ও বেদবাদ) ব্রহ্মজ্ঞ শিষ্য ছিল। ভাগবতে আছে, মহর্ষি জৈগীষব্যের উপদেশে যযাতি বংশীয় নৃপতি বিষ্বক্সেন যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। কূর্মপুরাণ মতে বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তম কলিযুগে জৈগীষব্য মহাদেবের অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহর্ষি কপিল, জৈগীষব্য ও পঞ্চশিখ মুনিকে যোগ সম্বন্ধীয় পরমজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন।

(*সহায়ক গ্রন্থ—মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ*)

কৃষ্ণ কথা

মহর্ষি উতঙ্কের ভক্তিকথা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

মহাভারতের আদিপর্বে আছে, বেদজ্ঞ মহর্ষি আয়োধধৌম্যের বেদ, আরুণি ও উপমন্যু নামে তিনজন শিষ্য ছিলেন। তন্মধ্যে বেদের শিষ্য ছিলেন উতঙ্ক। বেদ গুরুকুলে বাসকালে কষ্ট পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে কোন কর্মে নিয়োগ বা আত্মশুশ্রূষা করিতে আদেশ করিতেন না। একদা তিনি যাজন কার্য্যের নিমিত্ত স্থানান্তরে প্রস্থান করিবার কালে, শিষ্য উতঙ্ককে তাঁহার অনুপস্থিতির সময়ে গৃহের সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিবার ভার অর্পণ করেন। ইতিমধ্যে উতঙ্কের গুরুপত্নী উতঙ্ককে এক অসঙ্গত প্রস্তাব করেন কিন্তু উতঙ্ক সেই অন্যায় প্রস্তাবে অসম্মতি জানান। মহর্ষি গুরু বেদ গৃহে ফিরিয়া আসিলে উতঙ্কের নিকটে আদ্যোপান্ত সমস্ত কিছু শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতি অতীব সন্তুষ্ট হন এবং ''তোমার সকল মনোরথ সফল হউক'' বলিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার আদেশ প্রদান করেন। উতঙ্ক গুরুদক্ষিণা দিতে প্রার্থনা জানাইলে বেদ তাহাকে গুরুপত্নীর নিকট যাইতে আদেশ করেন। গুরুপত্নী তখন পৌষ্য নরপতির স্ত্রীর কর্ণাভরণ চারি দিন মধ্যে প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে উতঙ্ক পৌষ্য নরপতির স্ত্রীর নিকট কর্ণভূষণ প্রার্থনা করিলে সমস্ত কারণ অবগত হইয়া তিনি উতঙ্ককে তাঁহার কর্ণ কুণ্ডল প্রদান করিলেন, কিন্তু তথা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে স্নানার্থে জলাশয়ে

গমন করিলে পরে দিগম্বর সাধুবেশী নাগরাজ তক্ষক তাহা অপহরণ করেন। পরে উতঙ্ক দেবরাজ ইন্দ্র এবং অগ্নিদেবের সহায়তায় তাহা নাগলোক হইতে উদ্ধার করিয়া গুরুপত্নীকে প্রদানপূর্বক গুরুদক্ষিণাস্বরূপ ঋণ হইতে মুক্ত হন।

আবার, মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বে আছে যে মহর্ষি উতঙ্ক অতিশয় গুরুভক্ত ছিলেন। তাঁহার গুরু মহর্ষি গৌতম তাহার নানাবিধ সদ্‌গুণ লক্ষ্য করিয়া তাহার প্রতি এত প্রীত ছিলেন যে তিনি অন্যান্য শিষ্যগণকে গৃহে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেও উতঙ্ককে সর্বদা নিজের কাছে রাখিতেন। সুদীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস করা সত্ত্বেও উতঙ্ক নিজ বয়োবৃদ্ধির বিষয় অনুভব করিতে পারেন নাই। অবশেষে হঠাৎ একদিন ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি অতিশয় দুঃখিত হইয়া গুরুর নিকট অনুযোগ করিয়া বলিলেন, ''আপনি আমার বয়োকনিষ্ঠ কত শত শিষ্যকে গৃহে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন কিন্তু আমাকে এখনও অনুমতি প্রদান করিতেছেন না কেন?'' গৌতম বলিলেন, ''আমি তোমার সেবায় অতিশয় প্রীত ছিলাম বলিয়াই তোমাকে গৃহে গমন করিতে অনুমতি দিই নাই। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে গৃহে গমন করিতে পার।'' এই বলিয়া গৌতম মৌন হইলে উতঙ্ক বলিলেন, ''ভগবন, আপনাকে কি গুরুদক্ষিণা দিব?'' গৌতম বলিলেন, ''বৎস, তুমি আমাকে পরিতুষ্ট করিয়াছ, তাহাই তোমার গুরুদক্ষিণা। তুমি যদি ষোড়শবর্ষীয় যুবা হও তবে তোমাকে আমার কন্যা দান করিব, সে ভিন্ন আর কেহই তোমার তেজ ধারণ করিতে পারিবে না।'' উতঙ্ক তখনই যোগবলে যুবা হইয়া গুরুকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং গৌতমের আদেশ লইয়া গুরুপত্নীকে বলিলেন, ''আপনাকে কি দক্ষিণা দিব বলুন।'' বারংবার অনুরোধের পর অহল্যা বলিলেন, ''সৌদাস রাজার মহিষী যে দিব্য মণিময় কুণ্ডল ধারণ করেন সেইটি আনিয়া দাও।'' উতঙ্ক কুণ্ডল আনিতে গিয়াছেন শুনিয়া গৌতম দুঃখিত হইয়া অহল্যাকে বলিলেন, ''সৌদাস বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষস হইয়াছে, তাহার কাছে উতঙ্ককে প্রেরণ করা উচিত হয় নাই।'' শুনিয়া অহল্যা বলিলেন, ''আমি তাহা জানিতাম না। তোমার আশীর্বাদে উতঙ্কের কোনও অমঙ্গল হইবে না।''

গুরুপত্নী অহল্যার প্রার্থনায় উতঙ্ক সৌদাস রাজার পত্নী মদয়ন্তীর কুন্ডল গ্রহণ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। মৃগচর্মের উত্তরীয়তে কুণ্ডল বাঁধিয়া উতঙ্ক দ্রুতবেগে গৌতমের আশ্রম অভিমুখে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে ক্ষুধা পাওয়ায় তিনি একটি বিল্ববৃক্ষে উঠিয়া ফল পাড়িতেছিলেন, সেই সময় কুণ্ডলসহ তাঁহার উত্তরীয় ভূমিতে পতিত হইলে ঐরাবত বংশজাত এক সর্প কুণ্ডলদ্বয় অপহরণ করিয়া নাগলোকে প্রবেশ করে। বহু চেষ্টায় উতঙ্ক তাহা উদ্ধার করিতে না পারিয়া যখন বিষণ্ণ বদনে ফিরিবার জন্যে উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন দেব হুতাশন অশ্বরূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হন এবং উতঙ্ককে কুণ্ডল উদ্ধার করিতে সাহায্য করিয়া প্রস্থান করেন। তৎপরে উতঙ্ক অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া গুরুগৃহে ফিরিয়া গেলেন এবং অহল্যাকে 'কুণ্ডল' প্রদান করিলেন। সৌদাস মহিষী মদয়ন্তীর সেই কুণ্ডলটি ছিল 'দিব্য কুণ্ডল'। সেই কুণ্ডল সর্বদা সুবর্ণ ক্ষরণ করিত, রাত্রিকালে নক্ষত্র ও তারাগণের প্রভা আকর্ষণ করিত, ধারণ করিলে ক্ষুধা-পিপাসা এবং অগ্নি, বিষ প্রভৃতির ভয় দূর হইয়া যাইত।

মহর্ষি উতঙ্ক অতিশয় গুরুভক্ত ও তপোনিষ্ঠ ছিলেন। ত্রিলোক ভ্রমণ করিয়া তিনি দিব্য কুণ্ডল আনিয়াছিলেন; তপস্যার ফলে তাঁহার অসাধারণ প্রভাব হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে পরে শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব নিজ পিতৃদেবকে দর্শন করিবার জন্যে হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকা গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে মহর্ষি উতঙ্কের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উতঙ্ক যখন বাসুদেবের নিকট শুনিলেন যে কৌরবগণ যুদ্ধে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইয়াছেন, তখন তিনি খুব ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বাসুদেবেরই অবহেলায় কৌরবকুল বিনষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া তাহাকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। পরে বাসুদেব তাঁহার নিকট অধ্যাত্মতত্ত্ব কীর্তন করিলে মহর্ষি উতঙ্ক শাপ প্রদান হইতে নিবৃত্ত হইলেন। অতঃপর উতঙ্কের প্রার্থনায় বাসুদেব তাঁহাকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করাইলেন এবং উতঙ্ককে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে উতঙ্ক বলিলেন যে মরুভূমিতে খুবই জলাভাব। অতএব তিনি যেন সহজেই মরুভূমিতে জল-লাভ করিতে পারেন। উতঙ্কের ভক্তি আপ্লুত প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া ভগবান বাসুদেব প্রার্থিত বর প্রদান করিলেন। কিছুকাল পরে একদা পিপাসার্ত হইয়া জল অনুসন্ধান করিতে করিতে মহর্ষি উতঙ্ক এক ভীষণাকার চণ্ডালকে দেখিতে পাইলেন। সেই চণ্ডাল অবিরত মূত্র পরিত্যাগ করিতেছিল। উতঙ্ককে পিপাসার্ত দেখিয়া চণ্ডাল তাঁহাকে নিজ মূত্র পান করিতে বলিল। উতঙ্ক

বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়াও ঐ ঘৃণিত কর্ম করিতে অসম্মত হওয়ায় চণ্ডাল সহসা অন্তর্হিত হইল। তখন উতঙ্ক, উহা বাসুদেবেরই মায়া, ইহা বুঝিতে পারিয়া দুঃখিত হইলেন। কিছুকাল পরে বাসুদেব তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলে তখন উতঙ্ক বলিলেন, ''ব্রাহ্মণকে চণ্ডালের মূত্র পান করিতে বলা একান্ত অন্যায় হইয়াছে।'' ইহার উত্তরে বাসুদেব বলিলেন যে ঐ চণ্ডাল প্রকৃতপক্ষে ছদ্মবেশী ইন্দ্র। বাসুদেবের অনুরোধে ঐরকমভাবে তিনি উতঙ্ককে অমৃত পান করাইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু উতঙ্ক চিত্তের সন্দিগ্ধতা দোষে ও বুদ্ধির চঞ্চলতায় সেই অমৃতপানের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। অতঃপর বাসুদেব উতঙ্ককে বলিলেন যে ভবিষ্যতে তৃষ্ণার্ত হইয়া জল প্রার্থনা করিলেই মরুভূমিতে জলধর সমুদয় আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে জল প্রদান করিবে। ভূমণ্ডলে ঐ মেঘ 'উতঙ্ক মেঘ' বলিয়া খ্যাত হইবে। মহর্ষি উতঙ্ক প্রভাসতীর্থে 'উতঙ্কেশ্বর' নামে এক শিবলিঙ্গ স্থাপনা করিয়া অর্চনা করেন। মহর্ষি উতঙ্কের অনুরোধে মনুবংশীয় বৃহদশ্বের পুত্র কুবলয়াশ্ব ধুন্ধুরাক্ষসকে বধ করিয়াছিলেন।

পুরাণে একই ঋষির নাম সত্য-যুগ হইতে দ্বাপর-যুগ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে আমার পরমারাধ্যদেব শ্রীশ্রীবাবাকে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন - ''পুরাণের যুগে অধিকাংশই আত্মজ্ঞানী ঋষি ছিলেন। সেই সমস্ত প্রাজ্ঞ ঋষিগণের সন্তান হইয়া যখন যে ঋষি জন্মগ্রহণ করিত তাঁহার পূর্বজন্মের নামই রাখা হইত।'' এই ভিত্তিতে উতঙ্ক ঋষির কথা এস্থলে পরিবেশিত হইল।

(সহায়ক গ্রন্থ ঃ মহাভারত)

শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী

শ্রীঅমরেন্দ্র চন্দ্র শ্যামের গ্রন্থনায়, 'অখণ্ড মহাপীঠ' দ্বারা প্রকাশিত ভগবান শ্রীশ্রীকিশোরী মোহনের জীবনী গ্রন্থ 'বৃহৎ কিশোরী ভাগবত'-এর অন্তর্গত ভগবান কিশোরী মোহনের অমূল্য আধ্যাত্মিক উপদেশ সমৃদ্ধ পত্রাবলীর থেকে নিম্নলিখিত পত্রটি উদ্ধৃত করা হল।

পত্র নং (৮)

ওঁ

কাশীধাম

১লা ফাল্গুন, ১৩৪২

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা - পরম কল্যাণীয়াষু,

এক্ষণে মুক্তির জন্য পন্থা তোমাকে বলিতেছি, যদ্দারাও জ্ঞানোদয়ে মুক্তিলাভ হয়। পাতঞ্জল দর্শন অগ্রে যোগ বিষয়ে বলিয়া পরে বলিলেন — ঈশ্বর প্রণিধানাদ্ধা। ইহার অর্থ — ঈশ্বরে বিশিষ্ট ভক্তিযোগে আরাধনা দ্বারা জ্ঞানোদয়ে মুক্তিলাভ হয় এবং যোগীগণ যোগের দ্বারা যে সকল বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য লাভ করেন তৎসমস্ত ভক্তিযোগে ঈশ্বরারাধনা দ্বারা লব্ধ হয়। তদ্বিষয়ে উক্ত দর্শনে বলিয়াছেন — 'সমাধি সিদ্ধিরীশ্বর প্রণিধানাৎ।' অর্থাৎ সমাধিদ্বারা যোগী যে সকল সিদ্ধি লাভ করেন। ঈশ্বর-প্রণিধান দ্বারা তৎসমস্তেরই লাভ হয়।

অষ্টাঙ্গযোগ পথকে পুরুষকার পথ বলা যায়। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের আশ্রয় লইয়া যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করিতে হয়। তন্মধ্যে চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকিলে যোগের বহিরঙ্গ পাঁচটি সাধন করিতে হয়। চিত্ত একাগ্র হইলে যোগের অন্তরঙ্গ শেষ তিনটির অভ্যাস করিতে হয়। অগ্রে জড়তত্ত্বে ধ্যান-সমাধি দ্বারা আত্মতত্ত্ব দর্শন করিতে হয়। যোগ পথাবলম্বীদিগের ঈশ্বর আরাধনা আছে বটে, তাহা যোগের বহিরঙ্গ উপরি উক্ত নিয়মের অন্তর্গত। ভক্তি পথাবলম্বীদিগের ভক্তি-যোগে ঈশ্বরারাধনাই অন্তরঙ্গ সাধন। যাহাদিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস প্রবল তাহাদিগের ভক্তি-যোগে ঈশ্বরারাধনা করাই শ্রেয়। ভক্ত উপাসক ঈশ্বরারাধনা দ্বারা তাঁহার কৃপা-লাভ করেন। ঈশ্বর কৃপায় তাহাদিগের ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি সাধন সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যে সিদ্ধিলাভ হয়। অবশেষে জ্ঞানোদয়ে মুক্তি-লাভ হয়। অষ্টাঙ্গ-যোগীর যোগসাধন করিতে করিতে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হয়। পাতঞ্জল যোগদর্শনে নয় প্রকার যোগবিঘ্নের উল্লেখ আছে। যথা — ব্যাধি, স্থান, প্রমাদ, সংশয়, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তি দর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব, অনবস্থিতত্ব। এই সমস্ত বিঘ্নের মধ্যে কোন একটি বিঘ্ন উপস্থিত হইলে যোগী আর যোগ-সাধন করিতে পারেন না। ভক্তিমার্গে উপাসকদিগের এই সকল

বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। যদিও কখনও উপস্থিত হয়, তাহা ঈশ্বর কৃপায় অচিরাৎ নাশপ্রাপ্ত হয়।

যোগীদিগের যোগ-সাধনে স্তরে স্তরে সোপান আরোহণের ন্যায় উত্থিত হয়। কোনও স্তরের সাধনা না করিয়া ঊর্দ্ধস্তরে যাইবার সাধ্য নাই। কিন্তু ভক্তিমার্গের উপাসকের সে নিয়ম নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে তিনি তাঁহার ভক্তকে অনেক স্তর উল্লঙ্ঘন করিয়া লইয়া যাইতে পারেন। তাঁহার ইচ্ছা হইলে তাঁহার ভক্তকে নির্বাণ বা কৈবল্যমুক্তি দিতে কতক্ষণ লাগে?

তাঁহার সঙ্কল্পবলে সকল কার্য্যই সিদ্ধ হয়। তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার উপরে আত্মসমর্পণ করেন এবং কি ঐহিক কি পারমার্থিক সকল কার্য্যে তাঁহার উপরে নির্ভরতা রাখেন। এইজন্য ভক্তগণ তাঁহার বিশেষ কৃপাভাগী হয়েন। তাঁহার অধীনে থাকিয়া ভক্তদিগের হৃদয়ে বল ও ভরসার সঞ্চার হয়। তাহারা নির্ভয়ে সর্বত্র বিচরণ করেন। তাহাদের উপর ঈশ্বরের সদাই বিশেষ দৃষ্টি। শ্রীমদ্ভগবৎ গীতায় বলিয়াছেন— 'অনন্যশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে। তেষাম্ নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং।'—'ভক্তের প্রয়োজনীয় বস্তুর আহরণ ও সংরক্ষণ তাঁহার দ্বারা হইয়া থাকে।'

যিনি কামনা লইয়া তাঁহার আরাধনা করেন, তিনিও ধন্য, কারণ আরাধনা করিতে করিতে শীঘ্রই তাঁহার কামনা ছুটিয়া যায় এবং তিনি তখন নির্মল চিত্তে অহৈতুকি ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের উপাসনা করেন। তখন ভক্ত কিছুই চাহেন না। তিনি জানেন, ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই তিনি করিবেন। আমার সে চিন্তায় প্রয়োজন কি? ভক্ত কিরূপে তাঁহার উপাসনা করিবে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে তাহা বুঝিতে পারিবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আছে —

'পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ।।
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
সর্ব্ব-ধর্ম্মাণ্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহংত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।
মচ্চিত্ত সর্ব্ব দুর্গানি মৎ প্রসাদাৎ তরিষ্যসি।'

এই সমস্ত শ্লোকের অর্থ বুঝিয়া লইবে। সর্ব্বধর্ম্মাণ্ ইত্যাদি শ্লোকে তিনি তাঁহার শরণাপন্ন ভক্তকে উদ্ধার করিবেন, অর্জুনকে বলার ছলে সকলের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আশ্বাস বাণী প্রচার করিয়াছেন। ঐ প্রতিজ্ঞা অনুসারে নিঃসহায় কলিযুগের জীবের উপর তিনি অজস্র কৃপা বর্ষণ করিতেছেন এবং ভক্তগণের নিকট তাঁহার অপূর্ব লীলা প্রকটিত করিয়াছেন। তিনি আবির্ভূত হইয়া শিক্ষা, উপদেশ স্বয়ং দিতেছেন এবং ভক্তগণের সাধন করাইয়া দিতেছেন। ঐ লীলা কাহিনী শ্রবণে চিত্তের মলিনতা নাশপ্রাপ্ত হয় এবং অভক্তও শীঘ্রই ভক্ত হইয়া তাঁহার আরাধনায় তৎপর হয়েন। কলিযুগের জীবের পক্ষে ভক্তিযোগে আরাধনার পথই যে শ্রেয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পরব্রহ্ম একাধারেই সগুণ, নির্গুণ। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা করা কঠিন। এজন্য সগুণ ব্রহ্মের আরাধনা করিতে করিতে চিত্ত নির্মল হইয়া উঠে ও নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনার যোগ্যতা লব্ধ হয়। পরে তাঁহার কৃপায় নির্গুণ উপাসনা দ্বারা জ্ঞানোদয়ে মুক্তি লাভ হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যেখানে তত্ত্বতঃ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে সেখানে পরব্রহ্মের স্বরূপতত্ত্ব নির্গুণ সচ্চিদানন্দ রূপত্বই লক্ষিত হইয়াছে। যথা—'জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ। ততো মাং তত্ত্বাতা জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং।' স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইয়া কৈবল্য-মুক্তি বা নির্বাণ মুক্তি লাভ করা এতৎ সমস্তই ঈশ্বরের কৃপাবলে ভক্ত লাভ করেন।

এক্ষণে ব্রহ্মের সগুণত্ব কিরূপ লিখিতেছি। তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বান্তর্যামী, বিশ্ব নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, জীবের কর্ম্মফল দাতা, শ্রুতির বক্তা, জগতের শাসনকর্ত্তা ও একচ্ছত্র অধিপতি। সর্বতো পরিব্যাপ্ত থাকিয়া প্রত্যেক জীবদেহের হৃদ্পদ্মে ও অন্যান্য পদ্মে অবস্থিত এবং জীবের সমস্ত দেহে পরিব্যাপ্ত এবং জড়জগতেও পরিব্যাপ্ত, সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরাত্মা, সত্য সঙ্কল্পবান, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্ত্তা, জগতের উপাদান কারণ, পূর্ণ, এক, অদ্বিতীয় জীবগণের রক্ষাকর্ত্তা ও উদ্ধার কর্ত্তা, সশক্তি সচ্চিদানন্দরূপ। তিনি পূর্ণকাম হইয়াও লীলাবশতঃ সৃষ্টি করেন। এই জীব-জগৎ ও জড়-জগৎ তাঁহার লীলাভূমি।

তাঁহার মূর্ত্তি নাই, আকার নাই, ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার চক্ষু নাই তবুও তিনি দর্শন করেন, তাঁহার কর্ণ নাই, তবুও তিনি শ্রবণ করেন। শ্রুতি বলিয়াছেন — 'পশ্যত্যচক্ষুঃ, শৃণোত্যকর্ণঃ।' তিনি সদা সর্বত্র অবস্থান করিয়া সকলই জানিতেছেন। তিনি নিত্যসিদ্ধ, নিত্যমুক্ত কস্মিনকালে তাঁহার

বন্ধন ছিল না, নাই ও থাকিতে পারে না। তাঁহার স্বরূপ অনাদি তাঁহার শক্তিও অনাদি। তিনি অনন্ত, তাঁহার মহিমাও অনন্ত। তাঁহার মহিমা কেহই সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করিতে পারে না। আমি সংক্ষেপে কিছু কিছু বলিলাম তাঁহাতে নির্দ্দয়তা বা পক্ষপাতিত্ব দোষ নাই। তিনি কর্মফল দাতা বলিয়া জীবের ভোগাদিতে বৈষম্য দৃষ্ট হয়।

তুমি এই সকল বাক্যের ধারণা কর। কখনও কল্পনা করিও না, তুমি তাঁহার ভজন যে করিতেছ, তিনি তাহা জানেন না। তিনি নির্দ্দয় ও পক্ষপাতী এরূপ কল্পনাও করিও না। তিনি সদা নির্দ্দোষ, এজন্য তাঁহার উপর কোন দোষারোপ করিবে না। ভগবদ্‌গীতায় বলিয়াছেন — 'নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম।' তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই ত্রিকালবেত্তা। অতএব ঐ প্রকার দোষাবহ কল্পনা কদাচ চিত্তে স্থান দিও না। তাঁহাকে উপরিউক্ত ভাবে সদা চিন্তা কর। তাঁহাকে ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত আরাধনা করিলে সকলেই তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারেন। তুমিও কৃপা লাভ করিতে পারিবে। তুমি কিছু কিছু কৃপা লাভ করিয়াছ। পরে আরো কৃপা লাভ করিবে। *...ক্রমশঃ*

(*'বৃহৎ কিশোরী ভাগবত' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত*)

ভ্রমণ

শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম বদ্রীনাথধাম ভ্রমণ কথা

(৭)

আমরা সকল পথ অতিক্রম করে বদরীক্ষেত্রেই বিচরণ করতে থাকি। সেই পথে হনুমান চটি ছাড়া আর কোনো নামকরা ধর্মীয় স্থান পড়বে না, তা গাড়ীর চালকের নিকট হতে জানতে পেরেছিলাম। আকাশের চেহারা তখন কখনো ভালো আবার কখনো অস্ত যাওয়া সূর্যের আলোকে মেঘে ঢেকে ফেলছে। কখনো আলোয় ঝল্‌মল্ আকাশস্পর্শী তুষার শিখর। আবার কোথাও পাতালমুখী ঘোর অন্ধকারময় উপত্যকা। কোথাও পর্বতকে কেন্দ্র করে নির্জন গহন অরণ্য তারই মাঝে কত নৃত্যরতা নির্ঝরিণী পাহাড়ের বুকের উপর দিয়ে নীচে নেমে আসছে, সেই দৃশ্যের আনন্দ মনকে টানে গিরি শিখরের আরও কাছে যাওয়ার জন্য। তাইতো গাড়ী পথে চলেছিলাম নীলকণ্ঠ পাহাড়কে লক্ষ্য করে চড়াইয়ের পাহাড়ী পথ ধরে তার পদতলে অবস্থানকারী নর-নারায়ণ পর্বতের কোলে পৌঁছাতে। পথে যেতে হনুমান চটির পবনপুত্র বীর হনুমানজীর মন্দির অতিক্রম করে উঠে আসতে থাকি বদ্রীনাথধামের উদ্দেশ্যে। সূর্য্যাস্তের পর সন্ধ্যে লাগো লাগো, বদরীক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে সুশৃংখলভাবে নিয়ে আসায়, সেই সময় চারিদিক হয়ে উঠেছিল আলোয় ঝল্‌মল্। রাস্তা-ঘাট, দোকান-পাট থেকে আরম্ভ করে পরমেশ্বর শ্রীশ্রীবদ্রীনাথজীর মন্দির ও তৎসংলগ্ন এলাকা সমূহ। এমন সময় আমরাও মাতৃসঙ্গে সেই মহাতীর্থস্থানে উপস্থিত হয়েছিলাম। সেই বিষ্ণুতীর্থস্থান, ধর্ম পিপাসু মানুষজন, সাধু-সন্ত, তপস্যায় আকৃষ্ট ধার্মিক ও জ্ঞানীগুণীজনেদের নিকট অতীব আকর্ষণীয় ও পুণ্যফল আহরণের বিশেষ ভূমি, যাকে প্রাচীন কালে বহু ঋষি, মুনি ও মহাত্মাগণেরা শ্রেষ্ঠ 'তপোভূমি' এবং 'ভূ-বৈকুণ্ঠ' বলে আখ্যা দিয়েছেন। এছাড়া সেখানকার তপোভূমির স্থান-মাহাত্ম্যও বিরাট। সংস্কৃতে একটি শ্লোকে বলা আছে :—

নীলকণ্ঠ পাহাড়

''বহুনি সন্তি তীর্থানি দিবি ভূমৌ রসাতলে।
বদরী সদৃশং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।।''

ইহার অর্থ, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে বহু তীর্থ আছে কিন্তু বদরীতুল্য তীর্থ হয়নি, হবেও না।

আরও একস্থানে বলা আছে যে 'বদরীং ভগবান্ বিষ্ণুর্ণ মুঞ্চতি কদাচন' অর্থাৎ, শ্রীহরি বদরী তীর্থ কদাচ পরিত্যাগ করেন না।

সুতরাং উপরি উল্লিখিত শ্লোকের মাধ্যমে আমরা সকলে জানতে পারি যে, সত্যই সুদূর হিমালয়ের শ্রেষ্ঠ তীর্থ বদরীনাথধামের শ্রীশ্রীনারায়ণজীর অপার কৃপা মিশ্রিত দেবভূমি ও মোক্ষভূমির গুরুত্ব বড়ই গভীর উপলব্ধির বিষয়। যে কোন ধার্মিক ও ভক্তপ্রাণা মানুষ কোন প্রকারে তাঁর শ্রীচরণতলে পৌঁছাতে পারলে, তিনি তাহার মনঃকষ্ট লাঘব

ঠিকই করবেন। সেই তীর্থের আকর্ষণে আমাদের গাড়ীটিকে চালক পূর্বের ঠিক করে রাখা হোটেলের গেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে, তাদের সঙ্গে কথা বলতে থাকে। ততক্ষণে আমরা মালপত্র নামিয়ে হোটেলের দোতলায় পৌঁছে যাই। দেবভূমি স্পর্শ করতেই আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠি। গুরুভাই পার্থদা হোটেলেই আসা মন্দিরের এক পুরোহিত মহাশয়কে বলে মন্দিরে পূজা দেওয়া ও দর্শনের ব্যবস্থা করে ফেলেন। সেই তীর্থধামে বেশ ঠাণ্ডা অনুভব করবার ফলে ব্যাগ থেকে শীতবস্ত্র বার করে গায়ে চাপা দি। হোটেলের ঘর ও বিছানাগুলি ছিল স্যাঁতস্যাঁতে, যেন হালকা বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়ার মতন। এঘর ওঘর করতে গিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের ঘরের জানালা থেকে দেখি, অলকানন্দার ওপারে শ্রীশ্রীবদ্রীনাথজীর মন্দিরখানি দেখা যাচ্ছে। মন্দিরটি বড়ই সুন্দর ভাবে আলো দিয়ে সাজানো ও মাথার চূড়ার উপর দেওয়া রয়েছে একটি উজ্জ্বল বাতি, যা চারিদিকে আলো দিচ্ছে। সেখান হতে দাঁড়িয়েই হাত জোড় করে শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই। সেই সময় পার্থদা এসে আমাদেরকে বলেন এখনই মন্দির যেতে হবে। মন্দিরের পুরোহিত মহাশয় (সেখানে রাওয়ালজী বলেই প্রচলিত) সন্ধ্যারতির পূর্বেই যেতে বলেছেন। তিনি সেখানে অর্থাৎ মন্দিরের ভিতরে থাকবেন। তাঁর কথা মতন শীঘ্রই আমরা শ্রীশ্রীমায়ের সাথে হোটেল থেকে যাত্রা করি মন্দির প্রাঙ্গণের দিকে। পথটি উতরাই হয়ে চলেছিল স্বর্গগঙ্গা অলকানন্দার ব্রীজের দিকে। ধেয়ে আসা অলকানন্দার জলের আওয়াজ যেন তীর্থ যাত্রীদের কাছে আতঙ্কের বিষয় হয়ে রয়েছে। চেহারাও যেন ভয়ঙ্কর রূপের প্রতীক, পাহাড়ের অসমান গায়ে মান-সম্মানের ধাক্কা খেতে খেতে যেন কোমলতায় উগ্রতা এসে গেছে। আমরা ব্রীজ পেরিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি। শুরুতেই প্রায় একফুট উঁচু সিঁড়ি উঠতে বেশ কষ্ট হয়েছিল। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে তা ছিল বড়ই অসুবিধাজনক পদযাত্রা, যা 'অনভ্যাসের ফোঁটায় কপাল চড় চড় করে' এইরকম ব্যাপার। কিছুদূরে ছিল ঋষিগঙ্গার মিলনস্থল, পাশেই তপ্তকুণ্ড এবং গরুড়দেবের (শ্রীনারায়ণজীর বাহন) গুহা রয়েছে। রাওয়ালজী মন্দিরে প্রবেশ ও বদ্রীনাথজীর সন্ধ্যারতি দেখার জন্য মোটা টাকার দক্ষিণা সহযোগে টিকিট কেটে রেখেছিলেন। আমরা শ্রীশ্রীমায়ের সাথে মন্দিরের পাশের গেট দিয়ে প্রবেশ করে দেখি ভক্তসমাগমে মন্দির ভর্তি হয়ে রয়েছে। ভিতরে শ্রীবদ্রীনাথজীর অনুরূপ একটি বিগ্রহ মন্দির প্রাঙ্গণে সিংহাসনে রেখে পূজার্চনা করা হয়ে থাকে, তাও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। ভীড়কে উপেক্ষা করে কিভাবে শ্রীশ্রীবদ্রীনাথজীর নিকট পৌঁছে পূজা দেওয়া যাবে এইসব কথা আলোচনা চলাকালীন, শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় আমরা হঠাৎ রাওয়ালজীর সাথে গর্ভগৃহে প্রবেশ করে যাই। শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশ মতন মাতৃসঙ্গে আসা দুই নারায়ণ শিলাদ্বয়কে মন্দিরের প্রধান রাওয়ালজী নিজ হাতে নিয়ে, বিষ্ণুতীর্থের আদি দেবতা শ্রীশ্রীনারায়ণের স্পর্শ করিয়ে ও তাঁর শ্রীচরণে পূজা দিয়ে শিলাদ্বয়কে শ্রীশ্রীমায়ের হাতে তুলে দেন। গুরুমা ছিলেন গর্ভগৃহের মূল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, আর আমরা ছিলাম সেই দরজার চৌকাঠের পাশে গুরুমার পায়ের কাছে বসে, যা শ্রীশ্রীবদ্রীনাথজীর আসনের একেবারেই নিকটস্থ স্থানে। শ্রীশ্রীবদ্রীনাথজীর শ্রীচরণতলে বসে তাঁকে দর্শন করার এবং আমাদের আশ্রম হতে গুরুমার নিয়ে যাওয়া নারায়ণ শিলাদ্বয়ের পূজা দেখার এইরূপ সুবর্ণসুযোগ (যা শ্রীবিষ্ণুতীর্থের দেবতা চতুর্ভূজ শ্রীনারায়ণের সঙ্গে নারায়ণ শিলাদ্বয়ের মিলন) হয়তো গুরুমাতার আশীর্বাদ ও সেই তীর্থের তীর্থদেবতার কৃপায় আমাদের সম্ভব হয়েছিল বলে মনে করি। রাওয়ালজীর হাত হতে শ্রীবদ্রীনাথজীকে পরানো তুলসীপাতার মালার কিছু অংশ এবং চরণামৃত পেয়ে আমরা আন্তরিকভাবে বড়ই আনন্দিত হয়েছিলাম। সেখানের সিংহাসনের রাজদেবতা শ্রীবদ্রীনাথজী বহু দামী রত্নখচিত অলঙ্কার সহযোগে রাজবেশ পরিধান করে ও রাজমুকুট ধারণ পূর্বক অতি অপূর্ব সাজে সুসজ্জিত অবস্থায় উপবিষ্ট হয়ে ছিলেন। তাঁর প্রতি পলকহীন চোখে চেয়ে থাকার মতন অবস্থা হয় আমাদের। সুগন্ধি চন্দন ও কস্তুরীর সৌরভে মন্দির ছিল সদাই ভরপুর, ঘিয়ের প্রদীপের প্রজ্জ্বলিত আলোয় মন্দিরের শোভা এবং ধ্যানগম্ভীর পরিবেশখানি ছিল সুন্দরতম। মন্দিরে পূজা চলাকালীন দেখতে পাই শ্রীশ্রীমায়ের দৃষ্টি ছিল দেব বিগ্রহের প্রতি স্থির। যেন দেবভূমির দেবতার সঙ্গে দেবীর আত্মজ্যোতির আদান প্রদানের যে মিলন, এটি তারই শুভক্ষণ। সেখানে মূলবিগ্রহের ডান পাশে আছেন ধনাধিপতি কুবের ও উদ্ধব। বাঁ পাশে রয়েছেন নর-নারায়ণ ঋষি ও দেবর্ষি নারদ, আর আছেন শ্রীশ্রীমাতা মহালক্ষ্মী। এছাড়া শ্রীনারায়ণজীর বাহন গরুড়দেবের একটি রূপোর মূর্তি রয়েছে ঠিক বিগ্রহের সামনেই। আকুলভাবে প্রার্থনা জানাই শ্রীশ্রীবদ্রীনাথজীকে, তিনি যেন আমাদের গুরুমার (শ্রীশ্রীমায়ের) নির্মাণ করা

শিবরামপুরের জগন্নাথপুর গ্রামের লক্ষ্মী ও জনার্দ্দনজীউ-এর মন্দিরে, যুগ যুগ ধরে সদাই জাগ্রত হয়ে থাকেন এবং প্রতিষ্ঠা দিবসের সময় তাঁর করুণাময় রূপের উপস্থিতির জন্য। একাগ্র চিত্তে প্রার্থনা জানানোর সময় অন্তরে ক্ষণিকের স্পন্দনের মাধ্যমে এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি উপলব্ধি করেছিলাম, যা তাঁর শ্রীচরণে আমার প্রার্থনা পৌঁছানোর এক সংকেত-ধ্বনি বলা যেতে পারে, তৎক্ষণাৎ প্রফুল্ল হয়ে উঠেছিল মন।

সময়টা তখন ছিল সন্ধ্যারতির, তাই মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ রাওয়ালজীর কথা মতন আমরা শ্রীশ্রীবদ্রীনাথজীর শ্রীচরণে প্রণাম জানিয়ে বাইরে আসি মন্দিরের প্রদক্ষিণ প্রাঙ্গণে। সেই প্রাঙ্গণেই রয়েছেন মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শিবাবতার আদি শঙ্করাচার্য্যের একটি বিগ্রহ, যেটি নিত্য পূজিত। মন্ত্রপাঠ ও বদরীবিশালজীর জয়ধ্বনিতে সদাই যেন মুখরিত হয়ে রয়েছে, হিমালয়ের দেবভূমি শ্রীবিষ্ণুতীর্থের সেই মন্দির প্রাঙ্গণ। সুদীর্ঘ পথের তীর্থযাত্রার ফলে শ্রীশ্রীমায়ের শরীরে ক্লান্তির ভাব আসায় ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরতি দেখার আগ্রহ না থাকায়, তিনি রাওয়ালজীকে বলে দিতে বলেছিলেন যে, যাঁরা টাকা পায়সার অভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরতি দেখতে পাচ্ছেন না তাঁদেরকে যেন আমাদের জন্য কাটা টিকিটগুলি দিয়ে দেওয়া হয়। মঙ্গলময়ীর সকলের জন্য চিন্তা মঙ্গলার্থে সর্বসময়, তাও লক্ষ্য পড়ে। এরপর আমরা মন্দিরের এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে ফিরে আসার পথে আলো-অন্ধকারের মধ্যে পিছনের নারায়ণ পর্বতের উপর সাধু-সন্ন্যাসীদের ছোট বড় আশ্রমের আলোগুলি দেখতে পাই। বিশাল উঁচু পর্বতের পাকদণ্ডী পথেই সেখানে ওঠানামা হয়ে থাকে। রাত্রিবেলায় আশ্রমের ঘরগুলিতে বাতিগুলি যেন জোনাকি পোকার মতন মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে দেখা যাচ্ছিল। মন্দির হতে আসার পথে আমরা শ্রীশ্রীবদ্রীনাথজীর কয়েকটি ছবি কিনে ও খাওয়া-দাওয়া সেরে সকলে ফিরে আসি হোটেলে। *...ক্রমশঃ*

—মাতৃচরণাশ্রিত স্বামী সংবেদানন্দজী

যৌগিক চেতনায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব

অন্তিম পর্য্যায়—

ঋষিরুবাচ—

শ্লোক :— *বঞ্চিতাভ্যামিতি তদা সর্ব্বমাপোময়ং জগৎ।*
বিলোক্য তাভ্যাং গদিতো ভগবান্ কমলেক্ষণং।।
আবাং জহি ন যত্রোর্ব্বী সলিলেন পরিপ্লুতা।।৭৩।।

শব্দার্থ :— বঞ্চিতাভ্যাং - বঞ্চিত হয়ে, আপোময়ং - জলময়।

বাংলা শ্লোকার্থ :— ঋষি বললেন, সেই অসুরদ্বয় নিজেদের বঞ্চিত ভেবে এবং সমগ্র জগৎ জলমগ্ন দেখে কমললোচন বিষ্ণুকে বলল, পৃথিবী যেখানে জলমগ্ন নয়, সেখানে আমাদের বধ কর।

যৌগিক ব্যাখ্যা :— স্থূল জীব-জীবনের প্রতিনিধি স্বরূপ মধুকৈটভ এতদিন অস্থায়ী ইন্দ্রিয় ভোগ সুখে মগ্ন থাকায় ভগবত আনন্দ থেকে বঞ্চিত ছিল। সাধারণ মানুষও এইভাবে ইন্দ্রিয় জনিত সুখকে প্রকৃত সুখ ভেবে নিমগ্ন থাকে। কিন্তু মহামায়ার প্রভাবে আত্মস্বরূপের বিকাশে অনুভব করে যে এই স্থূল আনন্দ প্রকৃত আনন্দ নয়। তাই মধুকৈটভ এখানে আনন্দময়ীর আনন্দ আস্বাদনে মুগ্ধ হয়ে বিষ্ণু হস্তে তাদের নিধন স্বীকার করে নিয়ে বলে যে, তাদের এমন স্থানে বধ করা হোক যেখানে উর্ব্বী বা পৃথিবী সলিল পরিপ্লুতা নয়; যেখানে একমান শরীররূপ রস বা আনন্দ প্রবাহিত, সেখানেই তাদের বিলীন করে দেওয়া হোক।

ঋষিরুবাচ—

শ্লোক :— *তথেত্যুক্ত্বা ভগবতা শঙ্খ-চক্র-গদাভৃতা।*
কৃত্বা চক্রেণ বৈ ছিন্নে জঘনে শিরসী তয়োঃ।।৭৪।।

শব্দার্থ :— তথেত্যুক্ত্বা - তাই হোক, এই বলে; শিরসী - মস্তক দুটি; জঘনে - জঙ্ঘাদেশে; চক্রেণ - চক্রদ্বারা; ছিন্নে - ছিন্ন করেন।

বাংলা শ্লোকার্থ :— ঋষি বললেন, শঙ্খ-চক্র-গদাধারী ভগবান বিষ্ণু ''তাই হোক'', বলে আপন জঙ্ঘা দেশে তাদের মাথা রেখে ছেদন করলেন।

যৌগিক ব্যাখ্যা :— শঙ্খ নাদশক্তির সূচক, চক্র হচ্ছে বিষ্ণুর হস্তস্থিত সুদর্শন চক্র যা কালশক্তির প্রতীক, গদা সংহার শক্তির প্রতীক। সুতরাং শঙ্খ-চক্র-গদাধারী অর্থে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্তা। শঙ্খনাদ প্রণব নাদের প্রতীক, যা থেকে বিশ্বজগতের সৃষ্টি। চক্রবৎ সংসার গতির প্রতীক বিষ্ণু হস্তের চক্র এবং যে শক্তি প্রভাবে সংসার চক্রের প্রলয় হয়, তাই

বিষ্ণুর গদাস্বরূপ।

আধ্যাত্মিকভাবে মধুকৈটভের মস্তক ছেদনকে যোগীর ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ বলা হয়। এই অবস্থায় যোগী অনুভব করেন, পার্থিব জগৎ সংসার ও স্থূল কামনা-বাসনা সবই তাঁর নিজস্ব। এই বোধে সংযতচিত্ত সাধনরত যোগী সাধনার চূড়ান্ত শীর্ষে অতীন্দ্রিয় স্তরে ভগবৎভাবে সংলীন হন।

ঋষিরুবাচ—

শ্লোক :— *এবমেষা সমুৎপন্না ব্রহ্মণা সংস্তুতা স্বয়ম্।*
প্রভাবমস্যা দেব্যাস্তু ভূয়ঃ শৃণু বদামি তে।।৭৫।।

শব্দার্থ :— সমুৎপন্না - আবির্ভূতা; সংস্তুতা - বিশেষ রূপে স্তুতা হয়ে; প্রভাবমস্যা - তাঁর অর্থাৎ দেবীর মাহাত্ম্য।

বাংলা শ্লোকার্থ :— ঋষি বললেন, ব্রহ্মার স্তবে মহামায়া স্বয়ং এইভাবে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। এই দেবীর মাহাত্ম্য আবার বলছি, মন দিয়ে শোন।

যৌগিক ব্যাখ্যা :— যোগী যখন মন, বুদ্ধি ও প্রাণের স্থিরত্বে একাগ্রতা নিয়ে মহামায়া জগজ্জননীর স্তব স্তুতি ও আরাধনায় নিমগ্ন হন, তখন হৃদয়ে দেবীদর্শন জনিত দিব্য অনুভূতি লাভ করেন। এই সময় সকল সংশয়ের অবসানে যোগীর হৃদয়গ্রন্থি স্পন্দিত হয়ে ভেদের সূচনা হয়।

এইভাবে দেখা যায়, সুরথ ও সমাধি গুরুরূপী মেধা ঋষির আশ্রয় নিয়ে মহামায়ার কৃপাধন্য হলেন। তাঁরা অনুভব করলেন, মনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব সর্ব্বতোভাবে পরিহার করে দেবীর উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করতে পারলেই তাঁর কৃপালাভ সুগম হয়। পরম দয়াল গুরু সুরথ সমাধিকে দেবীর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়ে বললেন, মহামায়া এইভাবে উৎপন্না হয়ে সুপ্রসন্না হন। কিন্তু দেবীর এই উৎপন্ন হওয়া বা আবির্ভাবের সঙ্গে তাঁর মহত্বের ব্যাপকতা অনুধাবন করতে না পারলে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে জানা যায় না। সেই হেতু ঋষিবর দেবীর আরও মাহাত্ম্য বর্ণনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুরথ সমাধিকে সে সব মনোযোগ দিয়ে শুনতে নির্দেশ করলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে সাধনশীল যোগীকে মায়া-মোহ ও কামনা-বাসনা বিস্মৃত হয়ে নিজ হৃদয়ে জগৎজননীর প্রসন্নতা লাভ করতে হবে। তবেই আত্মানুসন্ধানের প্রকৃত সার্থকতায় মানবজীবন পূর্ণ সফল ও ধন্য হবে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ সমাপ্ত

ওঁ নমোশ্চণ্ডিকায়ৈ

—অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ রায় (অবসরপ্রাপ্ত)
বহরমপুর কলেজ, মুর্শিদাবাদ

কুরুক্ষেত্র দেখে এলাম

(৩)

কাম্যকতীর্থ দেখে এবার চললাম 'ভদ্রকালী মন্দির' দেখতে। ঝাসী রোডের উপর এটি অবস্থিত। একটু দূরে 'স্থানু শিবমন্দির'। হরিয়ানার একমাত্র সতীপীঠ। এখানে সতীমাতার ডান পায়ের গোড়ালি পতিত হয়েছিল। বিজয়া দশমীর দিন এখানে বিশাল মেলা বসে। এখানেই শিশু কৃষ্ণকে নিয়ে নন্দবাবা ও মা যশোদা তাঁর মস্তক মুণ্ডন করাতে নিয়ে আসেন। এই মন্দিরে পাণ্ডবরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে যুদ্ধজয়ের জন্য মা কালীর পূজা দিতে এসেছিলেন এবং অর্জুন দুর্গাস্তোত্র পাঠ করেছিলেন এখানে।

মাতা ভদ্রকালী

ভদ্রকালী মন্দির দেখে গেলাম একটু দূরে থানেশ্বরের 'স্থানীশ্বর মহাদেবের' মন্দিরে। বহু প্রাচীন সুন্দর ভগবান স্থানুশিবের মন্দিরটি সরোবরের তীরে অবস্থিত। এই সরোবরের কয়েক ফোঁটা জলের স্পর্শে রাজা ভেন তাঁর কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্তি পান। কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের নিয়ে এই মন্দিরে এসে ভগবান স্থানুর পূজা অর্চনা করেন এবং যুদ্ধ জয়ের আশীর্বাদ লাভ করেন। পুরাণে স্থানুশিবের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। এই মন্দিরে প্রবেশে সব পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এই থানেশ্বরের অধিপতি হলেন স্থানু ভগবান।

'কুবের তীর্থটি' ভদ্রকালী মন্দিরের পাশেই সরস্বতী নদীর তীরে। যক্ষপতি কুবের এখানে বিশাল যজ্ঞ করেন।

'দধিচী তীর্থটি' কুবের তীর্থের কাছেই। মার্কণ্ডেয় তীর্থে ঋষি মার্কণ্ডেয়র আশ্রম ছিল। এই স্থানে তিনি সাধনা করে আত্মজ্ঞান এবং পরমপদ লাভ করেন। আশ্রমের সরোবরে

যাত্রীরা স্নান করে পূজা অর্চনা করে থাকেন।

'সোমতীর্থ', এখানে চন্দ্র তপস্যা করে ব্যাধিমুক্ত হয়েছিলেন। এখানে স্নান এবং সোমেশ্বর মহাদেবের পূজা করলে রোগমুক্ত হয়।

এরপর আমি চললাম মহাভারতের সেই বিখ্যাত স্থান পিতামহ ভীষ্মের শরশয্যা দেখতে। অর্জুন পিতামহ ভীষ্মকে শরাঘাতে বিদ্ধ করে তাঁর অন্তিম শরশয্যা তৈরী করেছিলেন এবং মাটিতে বাণ মেরে ভূগর্ভ থেকে জল তুলে ভীষ্মকে তা পান করিয়েছিলেন। এটিও থানেশ্বরে অবস্থিত। এই মন্দিরে শ্বেতপাথরের শরশয্যায় ভীষ্ম শুয়ে আছেন। খুব সুন্দর মূর্তি। বাঁধানো চত্তর ছেড়ে নীচে সিঁড়ি দিয়ে নেমে লোহা দিয়ে ঘেরা চৌকো একটা কূপ। পাথর দিয়ে বাঁধানো। প্রায় চার ফুট নীচে টলটল করছে কূপের জল। থানেশ্বরের কাছে 'নাভিকমল মন্দির'। ভগবান বিষ্ণুর নাভিকমল থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়। সেই উৎপত্তির বিগ্রহ মূর্তির মন্দির এটি। বাঁধানো সরোবর ও ঘাট। চৈত্রমাসের কৃষ্ণাচতুর্দশীর দিন এখান থেকে কুরুক্ষেত্রের সাত ক্রোশ পদযাত্রা শুরু হয়। বিশ্বের সৃষ্টি এখান থেকেই শুরু হয়।

পিতামহ ভীষ্মের শরশয্যা

'কালেশ্বর মহাদেব মন্দির', এটি থানেশ্বর যাবার সময় রাস্তার বাম দিকে পড়ে। খুব প্রাচীন মন্দির। এর পূর্ব দিকে বাঁধানো ঘাট, স্থানু তীর্থের দক্ষিণে এই শিব মন্দিরটি। কঙ্কররূপী মহারুদ্র এই মহালিঙ্গের স্থাপন করেন। এই শিবলিঙ্গ অর্চনায় সর্ব পাপ নাশ হয় এবং মুক্তিলাভ হয়। শোনা যায় রাবণও এই রুদ্র দেবের পূজা করেছিলেন।

দূরের দর্শনীয় তীর্থস্থানগুলি ঘুরে এবার আমি ব্রহ্মসরোবর ও তৎসন্নিহিত তীর্থস্থান ও মন্দিরগুলি দেখতে এলাম। প্রথমে এলাম শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে। বেশ উঁচু মন্দিরটি। রাস্তা থেকে অনেকগুলি সিঁড়ি বেয়ে প্রায় দোতলা সমান উঁচু মন্দিরে উঠতে হয়। এই মন্দিরটি সন্নিহিত সরোবরের রাস্তার অপর পারে পশ্চিম দিকে অবস্থিত। মন্দিরের গর্ভগৃহে খুব সুন্দর লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগল মূর্তি। এই মন্দিরটি সিদ্ধ মহাত্মা বাবা শিবগিরি 'চোল' (Chol) স্থাপত্য অনুরূপে নির্মাণ করেন। এখানে সাধু ও তীর্থযাত্রীদের বিনামূল্যে ভোজনের ব্যবস্থা আছে।

লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির দেখে গেলাম 'সন্নিহিত সরোবর তীর্থ' দেখতে। সরোবরের ঘাটটি লাল মার্বেল পাথরে বাঁধানো। নারদ পুরাণ মতে এই সরোবর স্বয়ং ব্রহ্মা তৈরী করেন। সূর্য গ্রহণের দিন এই সরোবরে স্নান করলে ১০০ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। সব ইচ্ছা পূর্ণ হয়। আর প্রতি অমাবস্যার দিন পৃথিবী এবং স্বর্গে যত তীর্থ, নদ, কুণ্ড, ঝরণা, সরোবর এবং অন্যান্য পবিত্র স্থান আছে তা এখানে এসে মিলিত হয়। এখানে ধ্রুব নারায়ণজীর মন্দিরে সুন্দর চতুর্ভুজ নারায়ণ এবং ধ্রুবজীর মূর্তি স্থাপিত আছে। এখানে পূর্ব দিকে বিশাল ২৬ ফুট উঁচু হনুমানজীর মূর্তি দণ্ডায়মান আছেন। এখানে বামন দ্বাদশী তিথিতে বিশাল মেলা বসে। সন্নিহিত সরোবরের কাছে বাবা কালী কমলীওয়ালা ক্ষেত্রের প্রকাণ্ড আশ্রম আছে। এখানে কৃষ্ণ, অর্জুন ও মহাদেবের মূর্তি আছে। যাত্রীদের থাকারও ব্যবস্থা আছে।

'গৌড়ীয় মঠ' সন্নিহিত-সরোবরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। মঠের ভিতরে রাধাকৃষ্ণের সুন্দর যুগলমূর্তি আছে।

'গীতাভবন', এটি ১৯২১ সালে রেওয়ারের মহারাজ নির্মাণ করেন। ভবনটি রাজপ্রাসাদের মতন দেখতে। ভিতরে শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেব এবং মা দুর্গার মার্বেল পাথরের বিগ্রহ আছে।

'দুঃখ ভঞ্জনেশ্বর মহাদেব মন্দির' এটি সন্নিহিত তীর্থের উত্তর-পূর্ব তীরে অবস্থিত । এই প্রাচীন মন্দিরটি জীর্ণ অবস্থা থেকে নতুন করে আমূল সংস্কার করা হয়। জ্ঞানী ধর্মাত্মা ও সাধারণ মানুষের চেষ্টায় সকাল সন্ধ্যায় প্রচুর ভক্তদের ভীড় জমে আরতি দেখতে। বিশেষ করে শ্রাবণ ও কার্তিক মাসে ভক্তরা মহাদেবের পূজা, অভিষেক এবং ব্রত খুব নিষ্ঠার সঙ্গে করে থাকেন। কারণ ঐ সময় ভগবান শিব ঐ স্থানে প্রকট হয়ে ওঠেন।

...ক্রমশঃ

—মাতৃচরণাশ্রিত শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত

সংশোধনী : পূর্ব প্রকাশিত ১ম খণ্ডে শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়াবাবার জন্মস্থান লোনা কাডারি-র পরিবর্তে লোনা চামারি পড়তে হবে।

রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধা শ্রীশ্রীসতীমায়ের লীলামৃত

(৮)

বাপজীর অলৌকিক শক্তির কয়েকটি ঘটনা : —

লবণাক্ত জলকে মিষ্টি জলে পরিণত করা — বাপজী একবার চম্পাখেড়ি গ্রামে গিয়াছিলেন শ্রীভাগবত পারন সপ্তাহ উপলক্ষ্যে। তথায় তিনি সমস্তদিন ভাগবত শুনিতেন এবং রাত্রে জঙ্গলে গিয়া ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতেন। প্রাতঃকালে জঙ্গল হইতে আসিয়া গৃহের বহিঃস্থিত একটি কুঁয়োর নিকট আসিলেন হাত-পা ধুইবার জন্য তখন সেই স্থানের লোকজনেরা বলিল, ''এই কুঁয়োর জল এতই লবণাক্ত যে ইহা হাত মুখ ধুইবার অযোগ্য।'' বাপজী তাহাদের কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, ''না,না, এই জলে এখন আর নুন নাই, ইহা অত্যন্ত মিষ্টি জল এবং সুস্বাদু।'' তখন লোকেরা জল তুলিয়া দেখিল যে, যথার্থই কুঁয়োর জল অতি মিষ্ট হইয়াছে। তখন তাহারা হাত জোড় করিয়া বাপজীকে কৃতজ্ঞতা জানাইলে বাপজী বলিলেন, ''জল দেবতাকে কৃতজ্ঞতা জানাও। এই জল সকল মানুষ এবং পশুরাও প্রয়োজনে ব্যবহার করিবে। ইহার অন্যথা করিলে কিন্তু ইহা আবার লবণাক্ত হইয়া যাইবে।'' তখন হইতে দূর দূর গ্রাম হইতে বড় বড় ট্যাঙ্কি বোঝাই করিয়া লোকেরা উটের পিঠে বা ট্রেনে করিয়া জল লইয়া যাইতে লাগিল। ফলে জলস্তর অত্যন্ত নীচে নামিয়া গেল এবং ছিটে-ফোঁটা জল মিলিতে লাগিল। এই সংবাদ বাপজীকে জানানো হইল। তখন তিনি আসিয়া পুনরায় ধূপ জ্বালাইয়া জলদেবতার পূজা করিলেন তখন দেখা গেল ঠিক কুঁয়োর উপরেই এক খণ্ড কালো মেঘের সঞ্চার হইল এবং তাহা হইতে এত বর্ষণ হইল যে কুঁয়োটি কানায় কানায় ভর্ত্তি হইয়া গেল। ইহার পর হইতে সকলেই জল নিলেও কখনোই তাহা শেষ হইত না।

ভোপালগড়ে কামধেনু — ভোপালগড়ে একটি গোশালা উদ্‌ঘাটন করিতে বাপজীকে তথায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সেই সময় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবার সময় কাঁচা দুগ্ধের প্রয়োজন হইল। কিন্তু ভুলক্রমে সমস্ত দুগ্ধই জ্বাল দেওয়া হইয়াগিয়াছিল এবং সকল গরুদেরই চরাইবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। তখন সেই মুহূর্তেই কাঁচা দুগ্ধের প্রয়োজন ছিল। যখন সকলে মহা চিন্তিত হইয়া ভাবিতে লাগিল দুগ্ধের ব্যবস্থা কিভাবে সম্ভব হইবে! বাপজী তখন কিছুদূরে দণ্ডায়মান একটি বাছুরকে দেখাইয়া বলিলেন, ''উহার বাঁট হইতে দুগ্ধ সংগ্রহ কর।'' সকলে অবাক হইয়া রহিল দেখিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, ''যাও না, দেখই না চেষ্টা করে।'' তখন একটি ঘটি লইয়া তাহার বাঁটে চাপ দিতেই দুগ্ধ বাহির হইয়া ঘটিটি পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া সকলে পরম বিস্ময়ে ইহাকে বাপজীরই পরম কৃপা বলিয়া অনুভব করিলেন। এই বাছুরটি কোনদিনই মা হয় নাই, অথচ সুদীর্ঘ ১৮ বৎসর এক ঘটি করিয়া নিয়মিত দুধ দিয়া যাইত। বাপজীর দেহত্যাগের ৬ মাস পরে এই কামধেনুটি মারা যায়।

দর্শনরামজীর জীবনদান — দর্শনরাম নামে এক সাধু মেবারের রামস্নেহী সম্প্রদায়ের মঠের মহান্ত ছিলেন। তিনি নিরাকার সাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, এই পদ তাঁহার সাধনার পক্ষে প্রতিকূল এবং বাধা স্বরূপ। তাই তিনি ঐ পদ ত্যাগ করিয়া সর্বস্ব ছাড়িয়া তিনি সাধনার জন্য বাহির হইলেন। এই ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি বাপজীর সান্নিধ্যে আসিলেন এবং তথায় থাকিয়া চাতুর্মাস্য ব্রত করিবার সংকল্প করিলেন। এই সময় অনেক ভক্তরা তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন। বাপজী যখন শিব মন্দিরে থাকিতেন তখনই দর্শনার্থীদের সঙ্গে তিনি দেখা করিতেন। চাতুর্মাস্য ব্রত যখন প্রায় শেষ হইবার মুখে তখন তাঁহার ভক্তগণ বাপজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে শিব মন্দিরে যাইতে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন, ''পড়ে থাকা এক খণ্ড পাথরকে দেখিতে যাইবার কি প্রয়োজন?'' তাঁহার কথা শুনিয়া বাপজী শুধু একটু হাসিয়াছিলেন। ভগবান অহংকার সহ্য করেন না। সেই দিনই রাত্রিতে দর্শনরামজীকে সাপে দংশন করিল এবং ভোরের দিকে তাঁহার মৃত্যু হইল। ভক্তরা তাঁহার দেহকে ঘিরিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। বাপজীও এই ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। বাপজী শুধু বলিলেন, ''জয় শংকর''। তারপরেই দেখা গেল দ্রুত দর্শনরামজীর মধ্যে প্রাণের সঞ্চার

হইল। ভক্তরা কৃতজ্ঞচিত্তে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া শংকরজীর প্রতি প্রণাম জানাইতে লাগিলেন এবং বাপজীর প্রতি চির কৃতজ্ঞ রহিয়াছিলেন।

অমরনাথ তীর্থদর্শন — ইতিপূর্বে বাপজী উত্তরাখণ্ডের সব তীর্থই পর্যটন করিয়াছিলেন। সব তীর্থই তিনি পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এইবার তিনি নগ্ন-পায়ে অমরনাথ যাত্রার সংকল্প করিয়া বাহির হইলেন। পরিধানের একটি মাত্র বস্ত্র ব্যতীত তাঁহার সহিত অন্য কোনো গরম বস্ত্রাদি বা কম্বল কিছুই ছিলনা। সুদীর্ঘ পথ তিনি নগ্ন-পায়ে বরফের উপর দিয়া চলিয়াছিলেন। অমরনাথ শিবলিঙ্গের নিকটবর্তী স্থানে একটি ঝর্ণা ছিল, যাহা একেবারে বরফগলা জল। লোকেরা তাহাতে হাত ঠেকাইতে ভয় পাইত। বাপজী সেই জলে দাঁড়াইয়া স্নান করিয়াছিলেন।

নেপালে পশুপতিনাথ দর্শন — বাপজী যখন বাসে করিয়া ভক্তসঙ্গে নেপালে পশুপতিনাথ দর্শন করিতে যাইতেছিলেন, তখন ডাকাতদলের জীপ আসিয়া তাঁহাদের বাসকে কোণঠাসা করিয়া ফেলিল। তাহারা বাসচালককে গাড়ী থামাইতে বলিল। সে তখন ভীত হইয়া পড়িল। বাপজী তখন তাহার পৃষ্ঠদেশে একটি হাল্কা চাপ দিয়া বলিলেন, ''বাস থামাবে না, দ্রুত বেগে চালাও।'' তখন সে এত তীব্রবেগে ঐ পাহাড়ী রাস্তায় বাসটি চালাইয়া লইয়া আসিল দেখিয়া সকলে তাহাকে বাহবা দিতে লাগিল। বাস চালক তখন বলিলেন, ''এরূপ কার্য্য করা আমার সাধ্য নহে, বাপজী আমার পিঠে হাত রাখিয়া আমার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত এই পাহাড়ী রাস্তায় এত তীব্র বেগে গাড়ী চালানো অসম্ভব ব্যাপার।''

১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বন্যা এবং লুনী নদীর প্রবাহ — ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের সর্বব্যাপী বন্যায় লুনী নদীর (গঙ্গা) তীরে অবস্থিত শিবমন্দির ও তাহার পার্শ্ববর্তী ভক্তদের নির্মিত আবাসস্থলও দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। এই নির্মাণকার্য্যে বাপজী বারংবার নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন নদীতে যে কোনো সময় জলস্ফীতি হইতে পারে সেই জন্য এখানে এত আবাসস্থল না করাই ভাল।'' কিন্তু বাপজীর কথায় ভক্তরা গুরুত্ব না দিয়া বহু গৃহ নির্মান করিয়াছিল। এই জন্য বাপজীর নাম করিয়া তাহারা লোকেদের নিকট যাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিত। যে বাপজী জীবনে কখনো দান পরিগ্রহ করেন নাই, বরঞ্চ যথাসাধ্য দান করিয়া গিয়াছেন তিনি এই সমস্ত কারণে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। নিষেধ করিলেও ভক্তরা তাঁহার কথায় গুরুত্ব দিত না। ইহার ফলে নদীতীরে অনেক জঞ্জাল জমা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৭৩-এর সর্বব্যাপী বন্যায় সেই সমস্ত জঞ্জাল ভাসাইয়া নিয়া তো গেলই, সেই সঙ্গে তাহাদের গৃহও সব জলে পূর্ণ হইয়া গেল। এই বন্যা আসার এক সপ্তাহ পূর্বে বাপজী তাহাদের নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। কিছু লোক চলিয়া গিয়াছিল, আবার অনেকেই তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া রহিয়া গিয়াছিল। বাপজীর বিশেষ ভক্তগণ যাহারা মন্দিরে থাকিতেন, তাহাদের তিনি বলিলেন, চানার বস্তা, কিছু কাঠ এবং শিবের অলংকারাদির ট্রাংক ছাতের উপরে রাখ।'' ভক্তরা তাহাই করিলেন। ইহার পরেই প্রবল বন্যায় সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহা স্ফীত হইতে হইতে শিবের কণ্ঠ পর্যন্ত উঠিল। সেই সঙ্গে ভাসিয়া আসিল মাটির স্তর। বাপজীর নির্দেশে মন্দিরস্থিত প্রায় ৭০ জন লোক ছাতে চলিয়া গেল। বন্যার জল প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ স্থিত হইয়া রহিল। তখন আটার গোলা করিয়া ঘি মাখাইয়া কাঠে সেঁকিয়া তাহাই খাওয়া হইতে লাগিল। শেষের দুই দিন শুধুই চানা আহার চলিল। আটার গোলা বানাইবার সময় বাপজী লক্ষ্য করিলেন বন্যার জলে একটি কুকুর আসিয়া মন্দির পার্শ্বস্থিত একটি খেজুর গাছে আশ্রয় লইয়াছে এবং খাবারের দিকে চাহিয়া আছে। বাপজী তখন প্রথম গোলাটি তাহার উদ্দেশ্যে ছুঁড়িয়া দিলেন, সে তাহা পরমানন্দে খাইয়া ফেলিল। তারপর দ্বিতীয়, তৃতীয় গোলা দিবার সময় একটি গোলা জলে পড়িয়া গেলে সে নামিয়া সেটি উঠাইয়া খাইয়া ফেলিল। তখন বাপজী বলিলেন, ''শংকর নারায়ণ ভোগ গ্রহণ করিয়াছে, এখন তোমারা সকলে খাও।''

এই সময় ত্রাণকার্য্য তদারকি করিতে রাজস্থানের জনৈক মন্ত্রী নৌসেনাদের সহিত হেলিকপ্টার করিয়া শিব মন্দিরের ছাতে অবতরণ করিয়াছিলেন। বন্যাপীড়িত কিছু লোককে নিরাপদ আশ্রয়ে লইয়া যাওয়া হইল। বাপজীকে দেখিয়া কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন না করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, ''এই যে বৃদ্ধা, তোমার এই মন্দিরের মেরামতির জন্য দশ হাজার টাকা দিয়াছি। আর কি চাও?'' উত্তরে বাপজী শান্তভাবে বলিলেন, ''আমাকে যিনি দেন, তাঁর হাজার হাত, তুমি আর আমাকে কি দিবে?''

ইহার পর মন্দিরের জমা জঞ্জাল সাফ করিয়া দিল ভক্তেরা। বাপজীর গুফা পরিষ্কার করিয়া তথায় শ্বেতপাথরের টালি বসানো হইয়াছিল বাপজীর অনুমতি না লইয়াই।

ইহাতে বাপজী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, ''তোমরা এই স্থানটির পবিত্রতা নষ্ট করিয়া দিয়াছ, এই গুহার কোণে কোণে কৃষ্ণনাম জীবন্তরূপে বিরাজ করেন, তোমরা সেগুলি উপেক্ষা করিয়া এই কার্য্য করিলে।'' তখন হইতে বাপজী ঐ গুহা ত্যাগ করিয়া একটি কুঠীতে থাকিতে লাগিলেন। তিনি চিরদিনই নির্জনতা পছন্দ করিতেন। তাঁহার পাশের ঘরে ভুরোজী নামে এক ভক্তসাধক থাকিতে লাগিলেন। কুঠীর চারিদিকে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হইল। কিছুদিন পরে ভুরোজীর দেহান্ত হইলে বাপজীর সুরক্ষার জন্য কুঠীর চারিধারে সুউচ্চ প্রাচীর তুলিয়া দেওয়া হইল। এইখানেই বাপজী তাঁহার জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত ছিলেন আর শিবমন্দিরের দেখাশোনা করিবার জন্য মহারাজ শ্রীনাথজী নামে এক সাধককে তাঁহার গুহার উপরে একটি কক্ষ নির্মিত করিয়া দিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। বাপজী প্রত্যহ একবার কাকিসার সঙ্গে দেখা করিয়া প্রনাম করিয়া আসিতেন। তখন তিনি মন্দিরের পশ্চাতে গোয়ালঘরেও গিয়া একবার দেখিয়া আসিতেন। সেখানে গিয়া গরুদের গুড় দিতেন নিজের হাতে। প্রত্যেক গরুকে বাপজী একটি করিয়া নাম দিয়াছিলেন। সেই নাম ধরিয়া ডাকিলেই সে নৃত্য করিতে করিতে আসিয়া বাপজীর পা চাটিত। এইভাবে প্রতিটি গরুই আসিয়া বাপজীকে ঘিরিয়া ধরিত। তখন যদি কাহারো গায়ে তিনি গোবরলিপ্ত দেখিতেন, তখন নিজেই তাহা পরিষ্কার করিয়া দিতেন।

...ক্রমশঃ

—মাতৃচরণাশ্রিতা শ্রীমতী বীণা চৌধুরী

যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে

প্রশ্ন ৪১ : বুদ্ধি কাহাকে বলে? বুদ্ধির বিভিন্ন পর্য্যায় কি কি?

উত্তর : অন্তঃকরণের যে শক্তি বলে যে কোন বিষয়কে সংশয়হীন ভাবে উপলব্ধি করা যায় তাহাই 'বুদ্ধি' নামে পরিচিত। সাধারণতঃ মনের শক্তিই হইতেছে সংকল্প করা। কিন্তু শুধুমাত্র সংকল্পের দ্বারাই কোন কর্ম সম্ভব হয় না, বা কোন ইচ্ছাকে সফল করা যায় না। কারণ অন্তঃকরণের (মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত) সংকল্পাত্মিকা বৃত্তি হইল বহুমুখী, যাহা বহুক্ষণ একভাবে অবস্থান করিতে পারে না। কিন্তু এক অবস্থায় অবস্থান করিতে না পারিলে প্রকৃতপক্ষে আমরা চিন্তনের সহায়তায় কোন গঠনমূলক কার্য্যই করিতে পারি না। অন্তঃকরণের যে শক্তি দ্বারা মনের সংকল্পকে কার্য্যে পরিণত করা যায় সেই স্থির সংকল্পের নাম 'বুদ্ধি'। বুদ্ধি অন্তঃকরণ বা মনের একাগ্র অবস্থা। জগতে বাহ্য বিষয়গুলিতে বুদ্ধির যে গতি হয় তাহা স্বভাবতঃ অস্থির কারণ বাহ্যিক জগতের যাহা কিছু বিষয় আছে তাহা স্থির নয় কালগতিতে অনিত্য বস্তু এবং পরিণামশীল চঞ্চল। একমাত্র আত্মাই চিরস্থির নিত্য অপরিণামী বস্তু। এইকারণে মনের (চিত্তের) যে গতি ব্রহ্মমুখী হয় অর্থাৎ আত্মমুখী হয় এবং তাহাতেই স্থির থাকে (বা আটকাইয়া যায়), তাহা ব্রহ্মসহিতই তল্লীন হয়, উহাকেই স্থির বুদ্ধি বলে। এই বুদ্ধি প্রজ্ঞারূপী। তাই স্থির বুদ্ধিতে সত্তায় জ্ঞানের উন্মেষ হয়। বুদ্ধি সমাধিজ্ঞানে পরিপক্ক হইলে বোধিতে রূপান্তরিত হইয়া যায়।

প্রশ্ন ৪২ : ভগবানে 'আত্মসমর্পণ' হয় কোন অবস্থায়?

উত্তর : 'আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারো ঘরে' — অর্থাৎ, সাধনা করিতে করিতে যতদিন না মন-বুদ্ধিকে আত্মজ্যোতির মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া যায়, ততদিন সাধকের সাধনমার্গে আশাপ্রদ উন্নতি সাধন হইয়াছে বলা যায় না। যাঁহারা প্রকৃতই জ্যোতিষ্মীতে স্থির হইয়াছেন তাঁহারাই যোগমার্গে উন্নতিলাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রত্যাহার সিদ্ধ হইয়া ধারণা ও ধ্যান পরিপক্ক অবস্থালাভ করে। তখন শুধুমাত্র আত্মতত্ত্ব বা ভগবৎ-বিষয়েই মন ধাবিত হয়; এই অবস্থায় আত্ম-সমর্পণ প্রধান লক্ষণ রূপে ব্যক্তিত্বে ফুটিয়া উঠে। ক্রিয়ার পরাবস্থা ব্যতীত মন-বুদ্ধি কাহারও ভগবানে অর্পিত হইতে পারে না। ভগবানে অর্পিত চিত্ত সাধকের মানসিক কল্পনাজনিত মনের কোনও মলিনতা থাকে না। ক্রিয়ার পরাবস্থায় স্বভাবতঃ মন ও বুদ্ধি স্থির হইয়া

যায়। এমতাবস্থায় সংসারে অনাসক্ত হৃদয়ে সাধক সাংসারিক সকল কর্মই সাধিত করিতে পারেন। ক্রিয়ার পরাবস্থায় স্থির বুদ্ধি সম্পন্ন উন্নত যোগীর একপ্রকার সূক্ষ্ম আভ্যন্তরিক সংস্কারহীন চিত্ত হয়, এবং তাহা হইতে যে সকল বৃত্তির উদয় হয়, সেই বৃত্তির প্রভাবে তাহারা যে সকল কর্মে প্রবৃত্ত হন, তাহাতে ধর্ম, অধর্ম অথবা উভয়াত্মক কোনও সংস্কারই থাকে না। ইহাই যোগীর নির্মল চিত্ত। ইহা সমাধিতে স্থিতি অবস্থা হইতে উৎপন্ন হয়। সর্বসাধারণ চিত্ত কর্মাশয় জনিত কারণে উৎপন্ন হয় কিন্তু যোগীর চিত্ত কর্মাশয় রহিত। এই অবস্থাতে তীব্র বৈরাগ্যভাব হয় এবং সেই বৈরাগ্যের তেজেই যোগীর হৃদয় ভগবৎচরণে সমর্পিত হইয়া যায়। সংযমকে লইয়া দৃঢ়ভাবে সাধন ক্রিয়া করিতে করিতে একসময় কূটস্থের আত্মজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া যোগীর হৃদয় ভগবানের অস্তিত্বের প্রকাশের মহিমায় আপ্লুত হইয়া ভগবানে 'আত্মসমর্পণ' অবস্থালাভ করে।

—শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

গীতা ভাবনা

(৩২)

রামকৃষ্ণ হয়ে ওঠার পরে কেশব সেন, বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, মহেন্দ্র কবিরাজ, চুনী, লাটু, নিত্যগোপাল, তারক, নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, রামবাবু, বলরাম, নিরঞ্জন, মাস্টার, কিশোরী, অধর, নিতাই, শরৎ, শশী প্রভৃতি অসংখ্য ভক্তকে নিয়ে যে রামকৃষ্ণ মণ্ডল গড়ে উঠল সেখানে উনিশ শতকের রামমোহন (১৮৭৯ খ্রী), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিশির ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন, দুর্গাচরণ ডাক্তার, রাধিকা গোস্বামী প্রভৃতি অনেকেই এসেছেন তত্ত্বালোচনা শুনতে। এনাদের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা যেমন আসতেন তেমনি পাশ্চাত্য শিক্ষিতরাও আসতেন। এনাদের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। বিখ্যাত বাঙালী বেদজ্ঞ পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী সমগ্র ভারতে বৈদিক হিসাবে স্বীকৃত ছিলেন এবং এ্যশিয়াটিক সোসাইটির হয়ে অনেক বৈদিকগ্রন্থ সম্পাদনাও করেছেন। দক্ষিণ-ভারতীয়রা তাঁকে বেদ ব্যাখ্যাকার সায়ণাচার্যের অবতার বলে মনে করতেন। তাঁর সঙ্গেও রামকৃষ্ণের শাস্ত্রালোচনা হয়েছে। এই পর্যায়ের শশধর পণ্ডিত, নারায়ণ শাস্ত্রী, গৌরী পণ্ডিত, বর্ধমান রাজসভা পণ্ডিত, পদ্মলোচন পণ্ডিত, দীনবন্ধু পণ্ডিত, শ্যামাপদ ইত্যাদির নামও করতে হয়। আমেরিকার কুক সাহেব, ভক্ত উইলিয়ামস্ ইত্যাদিও আসতেন। তা ছাড়া বিভিন্ন শাস্ত্র কথকেরাও কালী বাড়ীতে শাস্ত্রালোচনা বা কথকতা করতেন। কথকতার ধারায় গৌরকথা ও কৃষ্ণকথা ইত্যাদির প্রাধান্য থাকত আর পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষিতদের আলোচনায় ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবে মূর্তি উপাসনা, সাকার, নিরাকার, ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ ইত্যাদির আলোচনার সঙ্গে শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতির বেদান্তধারা, সবিকল্প - নির্বিকল্প সমাধি, সর্বধর্ম সমন্বয় প্রভৃতির আলোচনাও চলত, রামকৃষ্ণের নানা বিষয়িনী বিদ্যার অনেকত্ব হয়েতো এসব আলোচনার মধ্যে নিহিত আছে। ঠাকুরের কাছে থিওজপিস্টরাও আসতেন আবার কীর্ত্তন বাদীরাও আসতেন।

এসব ভক্তদের সঙ্গে মাস্টার মশাই অর্থাৎ কথামৃতের শ্রী ম-ও ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী ঠাকুরকে দেখতে যান। এর পরেও তিনি অনেকবার গেছেন এবং ঠাকুরের কাছে বিভিন্ন আলোচনাকে লিপিবদ্ধ করেছেন কথামৃতে। এখন রামকৃষ্ণকথার প্রধান উপাদান এই কথামৃত। যুক্তিবাদী শিক্ষক হলেও তাঁর ভিতরে মূলতঃ ভক্তিভাবই কাজ করত সেকথা ভাগবতের গোপীগীতার শ্লোকের অনুসরণে রাখা কথামৃত নামটিই বলে দেয়। তিনি কিছু পরে ঠাকুরের ভক্ত হয়ে ওঠেন, কথামৃতকার ডায়রির আকারে মূল আলোচনা লিখতেন এবং তাতে তারিখ দেওয়া থাকত। ফলে রামকৃষ্ণের সঙ্গে কবে কার আলোচনা হয়েছে এবং তার বিষয় সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা সেখান থেকে পাওয়া যায়। বিভিন্ন গানের কলি, সংস্কৃত শ্লোক প্রভৃতির হদিশ এখান থেকে পাওয়া যায়, গীতার তত্ত্ব ও শ্লোকও তিনি সন্নিবিষ্ট করেছেন। গবেষক সন্দেহ করতে পারেন এতে কথা অংশ ও অমৃত অংশের পরিমাণ কতটা? *...ক্রমশঃ*

— অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(সংশোধনী - *পূর্ব প্রকাশিত ৩১ তম পর্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম একস্থানে রামকুমার পরিবর্তে ভুলক্রমে ক্ষুদিরাম মুদ্রিত হওয়ায় আমরা ক্ষমাপ্রার্থী)*

নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা

(৩০)

দেবতা বিষ্ণু— (*পূর্ব প্রকাশিতের পর...*)

বিষ্ণুর পদক্ষেপের মধ্যে যে বিশেষ তাৎপর্য্য লুকিয়ে আছে তা আমরা আগেই বলেছি। ঔর্ণবাভ, যাস্কাচার্য, সায়ণাচার্য প্রভৃতি তাঁদের আলোচনায় সেই সব তাৎপর্যকে তুলে ধরেছেন। পাশ্চাত্যের ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি সেই ভাবধারাকেই গ্রহণ করেছেন। বিষ্ণু তাঁর তিনটি পদক্ষেপের দ্বারা ত্রিভুবন অধিকার করেছিলেন। পৌরাণিক বামন অবতারের বৃত্তান্তে তারই বিতত রূপকে আখ্যানের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়েছিল। সেই পুরাণ কথার বিন্যাস পরে হবে, এখন জানাই যে ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর দুটি পদক্ষেপের কথা মানুষ জানলেও তৃতীয় পদক্ষেপের কথা তারা জানে না বলে ঋগ্বেদের ঋষি জানিয়ে ছিলেন। শুধু মানুষ নয় আকাশের অনেক উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া পক্ষীদেরও সেই তত্ত্ব বোধগম্য হয় না —

দ্বে ইদস্য ক্রমণেস্বর্দৃশোহভিখ্যায় মর্ত্যো ভুরণ্যতি।
তৃতীয়মস্য নকিরা দধর্ষতি বয়শ্চন পতয়ন্তঃ পতত্রিণঃ।।

(ঋক্ সং ১/১৫৫/৫)

অর্থাৎ, মানুষেরা স্বর্গদর্শী বিষ্ণুর দুই পদক্ষেপ কীর্তন করে ও প্রাপ্ত হয়। মানুষেরা তাঁর তৃতীয় পদক্ষেপ বিষয়ে কোন ধারণাই করতে পারে না। এমন কি পাখাযুক্ত উড়ন্ত পাখীরাও সেই তৃতীয়পদ প্রাপ্ত হয় না।

কেন বিষ্ণুর সেই তৃতীয় পদক্ষেপ লোকবুদ্ধির অগোচর? একথা আলোচনা করতে গিয়ে সায়ণাচার্য্য যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন সেকথা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। তাঁর ভাষ্যের বক্তব্য হল — অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হল ভূলোক বা পৃথিবী এবং বৃষ্টিপড়ার জন্য অন্তরীক্ষও প্রসিদ্ধ। এই দুই জায়গায় বিষ্ণুর দুটি পদক্ষেপ ঘটেছে। তাঁর তৃতীয় পদক্ষেপ ঘটেছে দ্যুলোকে। কোন মানুষই তার বুদ্ধির দ্বারা সেই লোকের বিষয়ে বুঝতে পারেন না। কেবল মানুষেরাই নয় মরুদ্‌গণও তা জানতে পারেন না। বিষ্ণুর তিনটি পদক্ষেপ যদি কর্কট-ক্রান্তির উত্তরায়ণ, মকর-ক্রান্তির দক্ষিণায়ন বা বিষুবরেখা হয় তাহলে মধ্যবর্তী বিষুবরেখায় সূর্যের অবস্থান বিন্দুটি সঠিক ভাবে বোঝা মুশকিল। কারণ বিষুববিন্দুটি নির্ণয় করা কঠিন। যাঁরা জ্যোতিষের দৃষ্টিতে ব্যাপারটি বুঝতে চান তাঁরা সূর্যের বা বিষ্ণুর এই পদক্ষেপের স্থানটির হিসাব দিয়েছেন — দক্ষিণায়ন শুরু হবার আগের দিন সূর্যের অবস্থান বিন্দুটি বিষ্ণুর একটি পদক্ষেপ, শরতে বিষুবরেখার অবস্থান দ্বিতীয় পদক্ষেপ এবং দক্ষিণায়নের শেষ দিন সূর্যের অবস্থান বিন্দু তৃতীয় পদক্ষেপ। সূর্যের এই ত্রিবিধ পদক্ষেপের জন্য বেদে বিষ্ণুকে বলা হয়েছে ত্রিবিক্রম। ঋগ্বেদের ১/১৫৪/২ মন্ত্রে সুন্দর একটা উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটি ঋষি ব্যক্ত করেছেন —

প্রতদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ।
যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা।।

অর্থাৎ, যেহেতু বিষ্ণুর তিন পদক্ষেপে সমস্ত ভুবন অবস্থান করে তাই ভয়ঙ্কর হিংস্র গিরিশায়ী অরণ্য জন্তুর মত বিষ্ণুর বিক্রমকে লোকে প্রশংসা করে। ঋষির মতে বিষ্ণুর এই পরিক্রমা সিংহের মত। সিংহ যেমন পর্বতের দুর্গম প্রদেশে বিরাজ করে তেমনি সূর্যও পর্বতের উপরে বিরাজ করেন। শত্রুদের ভীতি সৃষ্টি করেন। শত্রুবধ ইত্যাদি হিংস্র কর্মের তিনি স্রষ্টা, মন্ত্রের 'কুচরঃ' শব্দটিকে সায়ণ অন্য আর এক প্রকারে ব্যাখ্যা করেছেন 'কুৎসিত্‌হিংসাদিকর্তা দুর্গমপ্রদেশে গন্তা বা'। বিষ্ণুর এই সিংহভাবের বর্ণনা থেকে অশোকস্তম্ভের চতুর্মুখ সিংহযুক্ত ও পাদপীঠে চক্রশোভিত মূর্তিটির কল্পনা এসেছিল বলে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেছেন। ভারতের প্রতীকচিহ্ন ভাবনার ক্ষেত্রে তাহলে বেদের এই মন্ত্রটির বিশেষ প্রভাব আছে বলে স্বীকার করতে হয়।

...ক্রমশঃ

— অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আশ্রমের আগামী অনুষ্ঠানসূচী

দোল পূর্ণিমা — ২ রা মার্চ, শুক্রবার
আধ্যাত্মিক সভা — ১৮ই মার্চ রবিবার
অন্নপূর্ণা পূজা — ২৫শে মার্চ রবিবার
রাম নবমী — ২৫শে মার্চ রবিবার
নববর্ষ — ১৫ই এপ্রিল, রবিবার

আশ্রম সংবাদ

২১শে সেপ্টেম্বর থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর — আশ্রমের ২৬-তম নবরাত্রি ব্যাপী দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। নিত্য পূজা, যজ্ঞ ও ভোগ-প্রসাদ বিতরণের কর্মসূচী অতি সুষ্ঠভাবেই সম্পন্ন হয়। পঞ্চমীর দিন সকালে শ্রীশ্রীমা প্রায় পাঁচশতরও অধিক গ্রামবাসীকে বস্ত্রবিতরণ করেন। বস্ত্রের সঙ্গে দেওয়া হয় মিষ্টি ও বিস্কুটের প্যাকেট। সন্ধ্যায় মন্দিরে অপূর্ব এক

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পণ্ডিত শ্রীগিরিধারী নায়েকের 'ওড়িসি আশ্রমের' শিক্ষার্থীদের দ্বারা এক মনোগ্রাহী নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। হিরণ্যগর্ভের পূর্ববর্তী সংখ্যাটিও প্রকাশিত হয় এইদিন সন্ধ্যায়। সপ্তমীর দিন সন্ধ্যায় শ্রুতিমধুর সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীশ্রীমা ও গুরুভ্রাতা ও ভগিনীগণ। তারপর নৃত্য প্রদর্শন করেন শিশু শিল্পীরা। মহাষ্টমী তিথিতে শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ীবাবার তিরোধান তিথি উপলক্ষ্যে ভাণ্ডারার আয়োজন করা হয়। অগণিত ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। নবমী তিথিতে দ্বিপ্রহরে অগণিত ভক্তজন মধ্যে শ্রীশ্রীদুর্গা দেবীর মহাপ্রসাদ বিরতণ করা হয়।

১লা অক্টোবর-৫ই অক্টোবর — হরিদ্বারের রোড়ী বেলওয়ালা নিবাসী মহাত্মা টাটবাবা এই কয়েকদিন অখণ্ড মহাপীঠ আশ্রমে অতিবাহিত করেন। তাঁর পূত সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য হয় আশ্রমবাসীগণের।

৫ই অক্টোবর — শ্রীশ্রীকোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে শ্রীযজ্ঞনারায়ণ-দার পৌরহিত্যে অত্যন্ত সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয় শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-জনার্দ্দনজীউর আরাধনা ও যজ্ঞ।

১৮ই অক্টোবর — এইদিন সকালে শ্রীশ্রীমা বস্ত্রাদি বিতরণ করেন অগণিত দুঃস্থ ও দরিদ্র গ্রামবাসীর মধ্যে। বস্ত্রের সঙ্গে প্রত্যেককে একটি করে মিষ্টি ও বিস্কুটের প্যাকেট দেওয়া হয়।

১৯শে অক্টোবর — দীপাবলীর সন্ধ্যায় বিভিন্ন রঙের বাতির আলোকে ও রঙ্গোলিতে সজ্জিত হয়ে উঠেছিল আশ্রম। অমানিশার মধ্যরাত্রে শ্রীশ্রীমা নিজে আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত দেবী তারাকালিকার পূজা করেন।

২৯শে অক্টোবর — এইদিন জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মন্দিরে ভোগ নিবেদিত হয়।

৪ঠা নভেম্বর — রাসপূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীরাধামাধবের ভোগ নিবেদন ও প্রসাদ বিতরণ হয় দ্বিপ্রহরে। সন্ধ্যায় অপূর্ব ভজন পরিবেশন করেন স্বয়ং শ্রীশ্রীমা।

১৯শে নভেম্বর — অখণ্ড মহাপীঠ আশ্রমের বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজিত হয়।

২১শে-২৪শে নভেম্বর — শ্রীশ্রীমা কিছু ভক্তসহ রাজস্থানের উদয়পুর থেকে শ্রীনাথজীর মন্দির দর্শনে গিয়েছিলেন।

২৭শে ও ২৮শে নভেম্বর — ২৭শে নভেম্বর অষ্টমী তিথির প্রভাতে ভক্তনিবাস ও অন্নপূর্ণাক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে পূজা ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এইদিন শ্রীশ্রীমা নিজহস্তে শিশুদের প্রসাদ পরিবেশন করেন। সন্ধ্যায় এক সুন্দর ভক্তিগীতির অনুষ্ঠান হয়। ২৮শে নভেম্বর সকালে লক্ষ্মীজনার্দ্দনজীউদেবের পূজার্চ্চনা ও প্রসাদ বিতরিত হয়।

৩রা ডিসেম্বর — এইদিন শ্রীশ্রীমা শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ করেন বহু দুস্থ গ্রামবাসীর মধ্যে।

৯ই ডিসেম্বর — শ্রীশ্রীসারদা মায়ের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে এইদিন আশ্রমে বহু ভক্ত সমাগম হয়। শ্রীশ্রীমাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে হোটরের 'মহিলা ও শিশু' আশ্রমের মেয়েরা। প্রথমে আশ্রমের গুরুভ্রাতা ও ভগিনীগণ একটি শ্রুতিমধুর সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশন করেন। তৎসহ হোটর আশ্রমের সাধ্বী প্রভানন্দময়ী ও শ্রীমতী নীলিমা হালদার সুন্দর কয়েকখানি ভক্তিগীতি শোনান। তারপর হোটরের শিশুশিল্পীরা গোপাল ভাঁড় নাটকটি পরিবেশন করে দর্শকদের আনন্দ প্রদান করে।

১১-১৬ই ডিসেম্বর — এইকয়দিন শ্রীশ্রীমা বারাণসী আশ্রম পরিদর্শনে যান।

২৫শে ডিসেম্বর — এইদিন সন্ধ্যায় আধ্যাত্মিক সভার ২৫তম পর্বে কঠোপনিষদ্ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখলেন শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান ডাঃ বরুণ দত্ত।

৩১শে ডিসেম্বর — এইদিন সকালে সৎসঙ্গে শ্রীশ্রীমা স্বয়ং ক্রিয়াযোগের উপর প্রবচন দেন।

भगवान कपिल - संवाद

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

भगवान कपिल ने ब्रह्मापुत्र कर्दम प्रजापति की भार्या देवहुति के गर्भ से जन्मग्रहण किया था। कर्दम और देवहुति से कला, अरुन्धती प्रभृति नामक नौ कन्याएं थी। सरस्वती नदी के तट पर ऋषि कर्दम ने दस हजार वर्षों तक श्रीहरि की तपस्या की थी। तपस्या के फलस्वरूप हरि उनके समक्ष आविर्भूत हुए, उन्होंने हरि से उपयुक्त स्त्री के लिए प्रार्थना की। श्रीहरि ने स्वायंभूव मनु की कन्या देवहुति को स्त्रीरूप में ग्रहण करने के लिए कहा। अतः मनु ने अपनी कन्या देवहुति के साथ कर्दम का विवाह दिया। कर्दम देवहुति से विवाह कर सुख से जीवन यापन करने लगे। देवहुति की परिचर्या से संतुष्ट होकर कर्दम ने उन्हें दिव्य-ज्ञान प्रदान किया। सर्वप्रथम नौ सर्वांग सुन्दरी रक्तोत्पल के सौरभ समन्वित कन्याओं के जन्म लेने के पश्चात् कर्दम संसार परित्याग कर परमयोग की साधना कर पुत्र की प्राप्ति के लिए अरण्याश्रम में गमन करेंगे ऐसा मनस्थ किया। इस पर साध्वी स्त्री देवहुति को अपने संसार मुक्ति के लिए ज्ञान-शिक्षा किस प्रकार से सम्पन्न होगी तथा कन्यादान कैसे होगा इस आशंका से चिन्तित होने पर तब कर्दम ने कहा, भगवान विष्णु ने उन्हें कहा था, ''अक्षर भगवान जल्दी ही तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे, अतः तुम इन्द्रिय दमन, स्वधर्माचारण, तपस्यानुष्ठान एवं धनादि दान पूर्वक श्रद्धा सहकार से भगवान का भजन करो। इस प्रकार तुम्हारी आराधना से भगवान विष्णु मेरे यश का विस्तार कर तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लेंगे। वे ही तुम्हें ब्रह्म-उपदेश देकर तुम्हारे संसार बंधन का छेदन करेंगे।'' देवहुति और कर्दम के एकनिष्ठ तप के प्रभाव से श्रीहरि प्रसन्न हुए उसके पश्चात् कर्दम के वीर्य का आश्रयपूर्वक देवहुति के गर्भ से भगवान नारायण के पंचम अवतार 'कपिल' मुनि का जन्म हुआ। कपिल मुनि के जन्म के समय आकाश में वर्षणशील मेघसमूह से विविध वाद्य श्रुत हुए; गंधर्वों ने गीत गाए एवं अप्सराओं ने नृत्य किए। आकाशमण्डल से पुष्पवृष्टि होने लगी। उसी समय भगवान ब्रह्मा मरीचि आदि ऋषियों ने परिवृत होकर कर्दम के आश्रम में आगमन किया। स्वतः-सिद्ध ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा ने यह जाना कि विशेषरूप से सांख्यज्ञान उपदेश देने के लिए ही परमब्रह्म स्वयं भगवान ने सत्त्व-अंश के साथ जन्म लिया है। इसके पश्चात् कर्दम को ब्रह्मा मरीचि आदि ऋषियों के मध्य जिसका जैसा शील उसके तदनुसार कन्यायों को ऋषियों को सम्प्रदान करने के लिए कहा। ब्रह्मा ने देवहुति से कहा कि, ''कपिल शास्त्रजनित ज्ञान और परज्ञानरूप योग के द्वारा कर्ममूल वासना को समूल उत्पाटित करने में सक्षम होगें। ये सिद्धों के अधीश्वर एवं सांख्याचार्य द्वारा पूजित होकर लोक में 'कपिल' नाम से आख्या प्राप्त करेंगे।'' अतएव कर्दम ने ब्रह्मर्षिगणों के साथ समस्त कन्यायों का विवाह कर दिया एवं जमाताओं का कुछ समय के लिए समादर भाव से पालन किया। परवर्तीकाल में 'धृति' नाम की ऋषि कन्या के साथ कपिल का विवाह हुआ। सत्त्वगुणमय कपिल की स्त्री घृति सर्वत्र पूजित हुई। इसके पश्चात् कर्दम ने प्रव्रज्या ग्रहण कर अरण्य-यात्रा की एवं भक्तिबल से जल्दी ही उन्होंने ब्रह्मसाक्षात्कार प्राप्त किया प्रकृत भगवत् स्वरूप का दर्शन लाभ कर नित्यसिद्ध हो गए।

'कपिल' का अर्थ पिंगल या अग्निवर्ण; कपिल का जन्मकालीन गात्रवर्ण था अग्निवर्ण ज्योति की छटा, इसी कारण उनका नाम हुआ 'कपिल'। श्रीभगवान के छः प्रकार के अवतार माने जाते हैं। उनमें से कपिल थे कूर्म्मादि कलावतार विष्णुपुराण में वर्णित हैं सर्वभूतमय भगवान विष्णु के अंश से कपिल महर्षि जगत् के मोह के विनाश के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे। परवर्ती कल्प में देखा जाता है कि महाभारत के वनपर्व में है, 'भानु अनल की तृतीया पत्नी निशारोहिणी से अग्नि और सोम नाम के दो पुत्र एवं वैश्वानर विश्वपति, उनमें सन्निहित कपिल ऋषि और अग्रणी नामक पंच पावक का जन्म हुआ। उन सभी में कपिल का वर्ण शुक्ल और कृष्णवर्ण, उन्होंने अन्यान्य हुताशन का पुष्टि वर्द्धन किया। वे स्वयं निष्पाप किन्तु क्रोध का उद्रेक होने पर काम्य कर्मों का अनुष्ठान करते हैं एवं यतिगण उनका 'कपिल' ऋषि कहकर कीर्तन करते हैं। वे ही 'सांख्ययोग' प्रवर्तक 'कपिल' नामक ऋषि।'' उपर्युक्त तथ्यों में कपिल के उद्भव विषयक कुछ ज्ञानगम्य तत्त्वों का उल्लेख मिलता है। जैसे - भानु अनल अर्थ से भर्गदेवरूपी सूर्याग्नि की, तृतीया पत्नी अर्थात् तृतीय कलांशरूपी निशारोहिणी (रात्रिरूपिणी

आदिशक्ति) से अग्नि और अमृत स्वरूप सोम अर्थात् सूर्य एवं चन्द्र एवं वैश्वानर रूपी सर्वभूतमय अग्नि जो सृष्टि के विश्वपति रूप में पूजित है, वही वैश्वानर अग्नि सन्निहित (अर्थात् वैश्वानर अग्नि में जिसका अधिष्ठान), वे हुए पिंगलवर्ण कपिल ऋषि एवं अग्रणी नामक पंच पावक का जन्म हुआ। उनमें कपिल का शुक्ल और कृष्णवर्ण, अर्थात् कपिल जगन्नाथ तत्त्वाधिकारी शुक्लयजुः और कृष्णयजुर्वेदोक्त तत्त्व समन्वित सत्ता विशेष, वे ही अन्यान्य पावक की पुष्टि वर्द्धनकारी तेजशक्ति। वे दिव्य एवं सुपवित्र, इसीलिए विशुद्ध और निष्पाप कला। यह सुपवित्र प्रखर तेजोदीप्त अग्नि क्षुब्ध होने के पश्चात् काम्य कर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त होती है एवं विग्रह परिग्रह करती है। तब वे 'कपिल ऋषि' कहकर यतिगण में अभिहित होती है। कपिल ऋषि के इस प्रकार उद्भव प्रसंग से यही स्पष्ट उल्लिखित होता है कि कपिल भर्गदेवरूपी भगवान विष्णु के अवतार थे। परम भागवत प्रजापति कर्द्दम के तपः प्रभाव से उनके पुत्ररूप में उन्होंने ही अवतार देह धारण किया था।

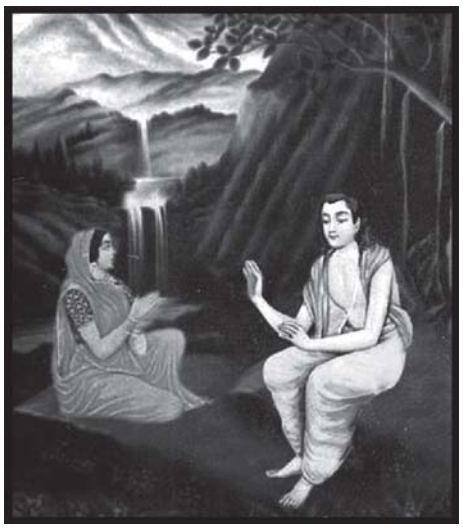

भगवान कपिल व माता देवहुति

पिता कर्द्दम के अरण्य में जाने के बाद माता के लिए प्रिय-साधन करने की इच्छा से भगवान कपिल उस बिन्दु सरोवर स्थित आश्रम में ही अवस्थान करने लगे। कपिल तत्त्वमार्ग के पारदर्शी, अतएव निष्क्रिय होकर उपविष्ट रहते थे। एकबार देवहुति ने ब्रह्मा का वाक्य स्मरण कर अपने पुत्र के निकट गमनपूर्वक कहा –''तुम आदि भगवान एवं समस्त पुरुषों के ईश्वर हो। तुम अज्ञानान्ध लोगों के चक्षुः प्रकाशक सूर्य के सदृश उदित हुए हो। हे देव! इस देह में जो 'मैं', 'मेरा' इत्यादि बोध का जन्म हुआ है, उनमें मेरा जो मोह है उसे तुम दूरीभूत करो एवं तुम कुठार स्वरूप होकर मेरे संसाररूपी तरू का छेदन करो। मैं प्रकृति और पुरुष को जानना चाहती हूँ, इसी कारण तुम्हारी शरण में आयी हूँ।'' इस प्रकार माता की मोक्ष विषयक जिज्ञासा देखकर कपिल के मन में अतीव आनन्द उत्पन्न हुआ। तब वे आनन्दित होकर बोलने लगे –''आत्मनिष्ठ योग द्वारा ही सुख और दुःख उभय की ही सविशेष उपरति, होती है। इसी कारण से आत्मनिष्ठ योग ही समस्त पुरुषों के निःश्रेयस का कारण है।'' तब कपिल ने सर्वांग सम्पन्न इस योग की माता के निकट व्याख्या की। भगवान कपिल ने कहा –''चित्त ही जीव के बंधन और मुक्ति का कारण है। चित्त विषय से आसक्त होने पर जीव का बंधन एवं परमेश्वर से संयत होने से ही उनका मोचन होता है। हे मातः! चित्त जब 'मैं', 'मेरा' इस प्रकार अभिमान उत्पादक काम, लोभ, मोह इत्यादि मल-विरहित होकर पवित्र होता है, तब पुरुष ज्ञान, वैराग्य एवं भक्तियुक्त चित्त द्वारा आत्मा को प्रकृति के अतीत, भेदशून्य, अद्वितीय, स्वयंप्रकाश, सूक्ष्म, अखण्ड और उदासीन देखता है एवं प्रकृति को हीनतेज (तेजहीन) देखता है। माँ! अखिलात्मा भगवान का भक्तियोग ही योगियों का ब्रह्मज्ञान सिद्धि का पथ है, इसके अतिरिक्त मंगलजनक पथ द्वितीय और नहीं है।'' माता देवहुति ने कहा, ''जिस भक्तिबल से अनायास ही मोक्षात्मक पद सर्वतोभाव से प्राप्त हुआ जा सकता है तुम उसी भक्तितत्त्व को मुझ से कहो। भगवान के प्रति लक्ष्यकारी जिस योग को तुमने मुक्ति का कारण कहकर उल्लेख किया, जिससे समस्त तत्त्वों का बोध होता है, वही योग सहज भाव में तुम मुझे ज्ञापन कराओ।'' तब भगवान माता के अभिप्राय को समझते हुए जहाँ से तत्त्वसमूह का अनुक्रम है एवं जो 'सांख्य' नाम से अभिहित है, वही शान्त और भक्ति विस्तारकारी समस्त योग सुनाने लगे। कपिल ने कहा – ''हे मातः! जिसके द्वारा शब्द-स्पर्शादि विषयों का अनुभव होता है, सत्त्वमूर्ति भगवान हरि के प्रति उन सभी की जो स्वाभाविक वृत्ति है, उन्हें ही निष्कामा भागवती भक्ति कहा जाता है।''इसके पश्चात् उन्होंने शुद्ध सत्त्वमय पुरुष के पक्ष में भक्तिमार्ग की विभिन्न अवस्थाओं के विषय पर, उनकी गति के विषय एवं उनके स्थिति के विषयों पर विस्तारित व्याख्या की, जो श्रीमद् भागवत् में ''मातृसमीप भगवान कपिल के उत्कृष्ट भक्ति-लक्षण वर्णन में'' है। तत्पश्चात् भगवान कपिल का मातृसमीप 'सांख्ययोग कथन'

आरम्भ होता है।

भगवान कपिल ने कहा –''हे मात:! जिसको जानने से पुरुष प्रकृति सम्बंधी गुण से मुक्त होता है एवं तत्त्वज्ञान सम्भूत अहंकार निवर्तक आत्मदर्शन को पण्डितलोग जिस मुक्ति का कारण बताते है, उन सभी तत्त्वों के पृथक समस्त लक्षण बता रहा हूँ। माँ! जीवों की अन्तर्ज्योति जो आत्मा है, वे ही पुरुष है। वही पुरुष अनादि एवं प्रकृति से भिन्न है। वे स्वप्रकाश; यह विश्व उनके साथ नियुक्त होकर प्रकाश पाता है। उन्हीं पुरुष के निकट विष्णु की शक्तिरूपा अव्यक्त गुणमयी प्रकृति लीला हेतु उपगता होने पर वे यद्रेच्छाक्रम में उन्हें ग्रहण करती है एवं यह प्रकृति स्वीय गुणद्वारा अपने अनुरूप विचित्र सृष्टि करते रहने से उसको उसी भाव में अवलोकन कर यह पुरुष ज्ञान के आवरणरूपी अविद्या से सद्य मुग्ध होते है। तत्पश्चात् प्रकृति के गुण से जो सकल कार्य होते हैं, प्रकति में या देहेन्द्रियों में अध्यास होने से अपने को वे समस्त कार्य का कर्त्ता समझकर अभिमान करने लगते है। पुरुष केवल साक्षी मात्र, वे किसी भी कर्म के कर्त्ता नहीं है। स्वयं सुखात्मक पुरुष के इस प्रकार अविद्याजनित कर्तृत्वाभिमान होने से ही जन्म-मृत्यु प्रवाह एवं कर्मद्वारा बंधन की सृष्टि होती है। ज्ञानीगण कहते है – कार्य, कारण और कर्तृत्व अर्थात् देह, इन्द्रिय एवं देवतागण – इन सभी की प्रकृति ही कारण है।''

इसके पश्चात् कपिल ने प्रकृति और पुरुष के लक्षणों का वर्णन किया। भगवान ने कहा - ''इस विश्व के कारण स्वरूप प्रकृति और पुरुष के मध्य जो प्रधान है, उसका ही नाम प्रकृति है। इस प्रधान के कार्य स्वरूप चतुर्विंशतिगण है, उन्हें पण्डितगण ब्रह्म कहकर बोध करते है। भूमि, जल, तेज वायु और आकाश - ये पंचमहाभूत कहकर परिचित है। गंघतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, शब्दतन्मात्र - ये पाँच तन्मात्र एवं श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण और वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ - ये दश इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ये चार अन्तरिन्द्रिय ये चतुर्विंशति तत्त्व ही सगुण ब्रह्म का सन्निवेश स्थान है। इसके अतिरिक्त काल पंचविंश तत्त्व। कोई-कोई ईश्वर के विक्रम को ही काल मानते है। इस काल से प्रकृति सम्भूत देह में अहंकार विमूढ़ जीव में भय का संचार होता है। फिर कोई-कोई कहते है कि जहाँ से त्रिगुण के साम्यावस्थारूप प्रकृति का उद्रेक होता है, वही भगवान ही 'काल' कहकर विख्यात है। जो आत्ममाया द्वारा भूतसमूह के अंतर में नियन्तृरूप से एवं बहि:काल रूप से सम्यक प्रकार से संग्रथित है, वे ही भगवान, बाहर में वे ही काल है। यह काल ही पंचविंश तत्त्व है।''

इसके पश्चात् भगवान कपिल ने परम पुरुष से प्रकृति के आधार में महत्तत्त्व के उद्भव से विश्व सृष्टि के क्रम एवं जीव के विकास-विकार विषय एक-एक करके विवृत किए, जिसके मध्य पंचविंशति तत्त्व का विस्तार-लक्षण के विषय के बारे में कहा गया है। यह महत्तत्त्व है प्रकाश बहुल। वह कूटस्थ (लय-विक्षेपहीन) और जगत् के अंकुर स्वरूप। तत्पश्चात् महत्तत्व के विकार से जीवात्मा का देहलक्षण केन्द्र करके सत्त्वगुणयुक्त स्वच्छ रागादिरहित और उपलब्धिस्थान चित्त का नाम 'वासुदेव'; वह चित्त ही महत्तत्त्व का स्वरूप है। सर्वशेष में कपिलदेव ने कहा कि, ''जैसे प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धि प्रसुप्त पुरुष को जागरित करने में समर्थ नहीं होते, तद्रूप चौबिस तत्त्व के देवतागण क्षेत्रज्ञ-चित्त बिना (आत्मा सन्निवेशित चित्त बिना) आत्मा नारायण को (विराट् पुरुष को) उत्थापित या जाग्रत नहीं कर पाते। इसके लिए योगयुक्त बुद्धि, भक्ति, वैराग्य और ज्ञान के द्वारा इस जीवात्मा में उस परमेश्वर को विवेचनापूर्वक चिन्तन रूप में ध्यान करने का प्रयोजन है।'' कपिल के 'सांख्ययोग' में सृष्टितत्त्व के अन्तर एवं बाह्य रूपी प्रकृतितत्त्व को केन्द्र कर क्षेत्रज्ञ पुरुष तक पहुँचने पर्यन्त अपूर्वभाव से व्याख्या हुई है। जैसे, कपिल ने कहा – 'विराट् पुरुष के हृदय से मन समुद्भूत होता है। इस मन से चन्द्र, उससे बुद्धि एवं बुद्धि से वाक्पति ब्रह्मा का आविर्भाव होता है। उसके पश्चात् अहंकार, उससे रुद्र, तदनन्तर चित्त एवं चित्त से चैत्य अर्थात् क्षेत्रज्ञ आविर्भूत हुए। तत्पश्चात् कपिल ने माता को 'पुरुष और प्रकृति के भेदज्ञान द्वारा मोक्षलाभ' विषय पर ज्ञान प्रदान किया। भगवान ने कहा - ''परम पुरुष परमात्मा निर्गुण, अतएव अकर्ता और अविकारी। दिवाकर सलिल में प्रतिबिम्बित होने पर जैसे वही सूर्य सलिल धर्माक्रान्त नहीं होता, उसी प्रकार यह पुरुष देहस्थ होने पर भी प्रकृति के गुण जनित सुख-दु:खादि में लिप्त नहीं होता, किन्तु वही पुरुष जब प्रकृति के गुण अर्थात् तदुपन्न सुख-दु:खादि में लिप्त हो जाता है, तब उसकी आत्मा अहंकारमुग्ध होकर 'मैं कर्त्ता' इस अभिमान से अवश होकर, विकार प्राप्त होकर प्रासंगिक कर्म

दोष से सत्–असत् मिश्रयोनि में उत्पन्न होकर संसार–पदवी लाभ करती है। जो संसार–पदवी अतिक्रम करने की इच्छा करते हैं वे सुदृढ़ भक्तियोग एवं तीव्र वैराग्य द्वारा योगपथ अवलम्बनपूर्वक परमेश्वर के ध्यान में एकाग्र चित्त और श्रद्धावान होकर अकपट भाव से ब्रह्मचर्य, मौनव्रत किंवा ईश्वरार्पित चित्त द्वारा स्वधर्म अनुष्ठान में रत होकर रहते है। इसके पश्चात् ही कपिल ने 'अष्टांगयोग' का विवरण दिया। इसे स्वावलम्बन योग कहते है। इस योग के अनुष्ठान से मन प्रसन्न होकर सत्पथ की ओर गमन करता है। भगवान कपिल ने कहा –''नाना प्रकार सत्व्रतादि के द्वारा असत्पथ पर प्रवृत्त दुर्दमनीय मन को क्रमान्वय बुद्धि द्वारा योगसाधन में नियोग करो एवं आलस्य परित्याग कर प्राणायाम द्वारा प्राणवायु को जय करो। बाद में जितासन होकर पवित्र स्थान में कुश, अजिन, चेल इत्यादि आस्तरण कर आसन करके एवं तदुपरांत स्वस्तिकासन अथवा जिसमें स्वच्छन्दता मिले, वैसे आसन में बैठकर अपनी देह को ऋजुकरत: प्राणसंयम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम द्वारा श्वास जय होने से योगीव्यक्ति का मन शीघ्र ही निर्मल होता है। धारणा द्वारा पाप दग्घ होते है, प्रत्याहार द्वारा समस्त विषय निवृत्ति पाते है एवं ध्यान द्वारा राग–द्वेषादि उपशान्त होते है। इस प्रकार मन जब सम्यक प्रकार से निर्मल और योग द्वारा समाहित होगा तब नासाग्र में दृष्टि रखकर शंख–चक्र–गदा–पद्मधारी श्रीभगवान की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। श्रीभगवान की मूर्ति में उनके श्रीचरण को ही लक्ष्य करना चाहिए। भगवान के चरणारबिन्द ही चिरकाल ध्यानयोग्य है। श्रीभगवान का ध्यान करते–करते योगी समाधि पर्यन्त योगपथ आरोहण कर तब वे स्वप्नादि–देह–तुल्य पुत्रादि देह में पुन: आसक्त नहीं होती। तब वह आत्मतत्त्व से अवगत होता है। ऐसा होने के पश्चात् योगी तब सर्वभूत में आत्मा को एवं आत्मा में समस्त भूत को अनन्यभाव से दर्शन करते है। योगी व्यक्ति आत्मप्रसाद द्वारा जीव के बंधनकारण और विष्णु की शक्तिरूपा सदसदात्मिका इस दूर्निरूपणीया प्रकृति को जय कर ब्रह्मस्वरूप में अवस्थिति करते है।

तत्पश्चात् काल–प्रभाव और घोर संसार का वर्णन करते हुए कपिल ने माता देवहुति को सर्वप्रथम कहा, ''जीवलोक के विविध संसार के आख्यान द्वारा ही पुरुष सर्व प्रकार से विगतराग होता है। भगवान का दूसरा एक 'काल' नामक स्वरूप है। यह श्रेष्ठातिश्रेष्ठ – महा प्रभाव विशिष्ट। जो निष्काम धर्मी, उन व्यक्ति के अशेष कर्म, उनकी आत्मा एवं उनके कर्मफल ईश्वर में ही न्यस्त रहते है। वे सर्वत्र समदर्शी एवं कर्तृत्वाभिमान शून्य होते है। इस प्रकार जीव ही श्रेष्ठ कहकर प्रतिपन्न होते है। ईश्वर अन्तर्यामी रूप से समस्त भूतों में प्रविष्ट है। भक्तियोग एवं योग, इन उभय के मध्य ही किसी एक के द्वारा ही परम पुरुष को प्राप्त किया जा सकता है। सर्वनियन्ता परमात्मा परमब्रह्म भगवान प्रधान पुरुषरूप एवं प्रधान पुरुष से व्यतिरिक्त। जिन दैव से नाना संसाररूप कर्म की विविध चेष्टा होती है, यही वह दैव है। हे मात:! आप और भी देखिए, भगवान के इस रूप को ही वस्तुओं के विभिन्न स्वरूप के आस्पद और आश्रय एवं अद्भूत काल कहा जाता है। इस काल से महदादि अभिमानी जीवों को भय उत्पन्न होता रहता है। अखिलाश्रय यह काल अन्तर में प्रविष्ट होकर भूत द्वारा ही भूत–समूह का संहार करता है। यह काल ही विष्णु संज्ञा विशेष। वे सृष्टि के मध्य यज्ञ के फलदाता है। उनकी ही आज्ञा से समग्र विश्वप्रकृति संचालित होती है। उनकी ही आज्ञा से यह महत्तत्त्व सप्तपदार्थों में आकृत होकर अहंकारतत्त्वात्मक स्वीय देह को लोकरूप में विस्तार करता है। यह काल ही हुए सभी के आदिकर्त्ता। वे सभी के अन्तकर, वे स्वयं अनादि, अनन्त और अव्यय।''

उसके पश्चात् कपिलदेव ने समस्त जीवों के गति–सम्बंध में विस्तारित ज्ञान प्रदान किया। कपिल से यह समस्त कथा श्रवण करने के उपरांत उनकी जननी का मोहरूप आवरण दूरीभूत हो गया। तब उन्होंने सांख्यज्ञान–प्रवर्तक भगवान कपिल को प्रणाम पूर्वक स्तव द्वारा वंदना की। देवहुति के परमपुरुष भगवान कपिल को स्तव करने के पश्चात् भगवान कपिल ने गम्भीर वचन में माता से कहा, ''माँ, जिस पथ का उपदेश दिया गया है उस पथ द्वारा जल्दी जीवन्मुक्ति लाभ की जा सकती है। इसलिए आप इसका अनुष्ठान करिए।'' तदनन्तर कपिल देव ने इस प्रकार स्वीय कमनीय आत्मप्राप्ति के उपाय का आत्मविद्या द्वारा प्रदर्शन कर ब्रह्मवादिनी माता की अनुमति ग्रहणपूर्वक प्रस्थान किया। और देवहुति कपलिोक्त मार्ग द्वारा जल्दी ही नित्यमुक्त परमब्रह्म आत्मस्वरूप उन भगवान को प्राप्त हुई।

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

गुरुगीता

(मूल अन्वय, बंगानुवाद व यौगिक और साधारण अर्थ सम्मिलित)

योगीराज श्रीहरिमोहन बन्धोपाध्याय

(१७)

श्रीमत् परंब्रह्मगुरुं वदामि। श्रीमत् परंब्रह्मगुरुं भजामि।
श्रीमत् परंब्रह्मगुरुं स्मरामि। श्रीमत् परंब्रह्मगुरुं नमामि।।५७

श्रीमत् परंब्रह्मगुरुं वदामि, भजामि, स्मरामि, नमामि च।।५७

वह गुरु कूटस्थब्रह्म के परे (परपार) है इसीलिए वे परब्रह्म हैं, वे श्रीमान् अर्थात् जगत् का आभास उनमें नहीं है, इसीलिए वे श्रीमान् हैं। जगत् का ही प्रकाशित रूप हैं एवं रूप है इसीलिए वह कुश्री अथवा कुत्सित् रूप विशिष्ट कहा जाता है, परंतु परब्रह्म का रूप नहीं होता है, उसके रूप को अरूप का रूप कहा जाता है एवं वही श्रीयुक्त रूप है। ऐसे गुरु के साथ वार्ता करनी होगी, यह बात इन्द्रिय-सहायक वाह्योक्त बात की तरह नहीं है, परन्तु गुरु निजबोधरूप हुए हैं इसीलिए उनके ही वचन साधक के माध्यम से वाह्यरूप में प्रकाशित हो रहे हैं। साधक सर्वत्र गुरु रूप ही देख रहा है, अतएव उसने अन्तर्वहि: समभाव धारण किया है, कारण उसकी वाह्योक्ति गुरु की ही उक्ति है एवं वह वाह्यिक भाव में गुरु को ही कही जा रही है। गुरु की निष्पत्ति गुरु के निकट ही प्रकाशित हो रही है इसीलिए विषय-समाधान के लिए विषय-चिन्तन नहीं है, अतएव जगत् का भजन नहीं है एवं सर्वथा व सर्वदा गुरु का ही भजन हो रहा है। सर्वदा गुरु के ही ध्यान में है इसलिए गुरु का ही स्मरण हो रहा है। – एवं दूसरा और कुछ नहीं। साधक ने निज सत्ता गुरु को अर्पण कर दिया है इसलिए उनको ही वह नमस्कार कर रहा है।। ५७

ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षम्।
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षीभूतं
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि।।५८

–ब्रह्मानन्दं, परमसुखदं, केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं, गगनसदृशं, आदिलक्षं तत् त्वम् असि; एकं, नित्यं, विमलम् अचलं, सर्वदा साक्षीभूतं, भावातीतं, त्रिगुणरहितं, सद्गुरुं तं नमामि।। ५८

वे आनन्दस्वरूप है, इसलिए उसको ब्रह्मानंद कहा जाता है। उस आनन्द का विराम नहीं हैं एवं नित्यभाव में अनुभूत होते है इसलिए उनको ब्रह्मानंद कहा गया है। जगत् में सुख के प्रति लोग धावित होते हैं, परन्तु यह सुख अनिश्चित है। सुख के पश्चात् दु:ख आता है, परन्तु वह (ब्रह्मानंद बोध) सुख निश्चित् एवं सुख का विशेषत्व है इसलिए इसको अति-सुख कहा गया है (गीता ६ ष्ठ अ: २८ श्लोक देखो), वे परम सुखदाता हैं इसलिए उसको परम-सुखद् कहते है। 'केवल' अवस्था ही उसका रूप है (यथा - रेचकं -पूरकं त्यत्वा सुखं यद्वायुधारणं। प्राणायामोहयमित्युक्त स केवल इति स्मृत: – इति ग्रहयामल:)। वे ज्ञानमूर्ति हैं – अज्ञानरूपी जगत् का ज्ञान वहाँ नहीं है इसलिए वे ज्ञानमूर्ति हैं (ज्ञानमज्ञानमज्ञानं ज्ञानम्)। वे द्वंद्वातीत हैं – जगत्सत्ता के एवं ब्रह्मसत्ता के पार्थक्य बोध हेतु द्वंद्वभाव होता है, परन्तु उनके निकट उपनीत होने पर जगत्सत्ता ब्रह्मांग में लुप्त हो जाती है एवं ब्रह्मभाव ही अवशिष्ट रहता है, इस कारण वे द्वंद्वातीत हैं। वे शून्यमय गगन सदृश हैं, उनका ही स्वरूप कूटस्थब्रह्म के जीवमध्य प्राणरूप में प्रतिष्ठित हैं इसलिए कूटस्थब्रह्म को शून्य धातु कहा जाता है (शुन्य धातुर्भवेत् प्राण:), इस गगन सदृश सृष्टि के आदिकारण स्वरूप आप ही जीवों के उद्धार के लिए लक्ष्योपयोगी वस्तु हुए हो। नित्य रूप में एकमात्र आप ही हैं (दूसरा जो कुछ भी है वह तुम्हारे मध्य जा कर लयप्राप्त हो जाता है इसलिए वह सब भौतिक दृश्य मात्र है)। आप मलशून्य है इसलिए विमल एवं सूक्ष्मत्व हेतु अचल (जड़ वस्तु चंचल स्वभाव युक्त होता है इसलिए स्थानभ्रष्ट हो जाता है एवं दूसरे के साथ सम्बंध-बंधन से बंध होते है इसलिए परस्पर आकर्षण के अधीन होकर चंचल हो जाता है, परन्तु सूक्ष्म वस्तुओं की निर्लिप्त भाव में स्थिति है इसलिए वह किसी भी प्रकारेण आकर्षणी शक्ति के अधीन नहीं है, अतएव अचल है)। जगत् के निधानस्वरूप में रहते हुए भी जगत् के सम्पर्क में आप लिप्त नहीं हैं इसलिए साक्षीरूप में अवस्थान कर रहे हो। गुण का आधार व भावमय पुरुष कूटस्थ ब्रह्म से भाव एवं गुण की उत्पत्ति होती है, परन्तु आप भावातीत एवं गुणातीत हैं। असत्जगत् के साथ सम्बंध नहीं रखते हो, इसलिए आप ही सत्स्वरूप गुरु हैं। ऐसे गुरु को नमस्कार।। ५८ *...क्रमश:*

(*कलकत्ता आदिनाथ-आश्रम के सौजन्य से प्राप्त*)

हिन्दी अनुवाद – श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा

प्रसंग (४४) : बेतड़ मालिकपाड़ा से एक लगभग ग्यारह-बारह वर्ष का लड़का अपने माता-पिता के साथ हमारे

गुरुमहाराज के पास आता था। उस बालक के एक आँख में तिर्यक रूप में एक श्वेत दाग आँख की पुतली के ऊपर था। जिससे उसे देखने में असुविधा होती थी। कई चिकित्सकों के ईलाज के बावजूद भी उसका निराकरण नहीं हो पाया; तब किसी से बाबा के संबंध में सुनकर उस के माता-पिता अपने लड़के को गुरुजी के पास लाकर उनके सम्मुख उसे बैठाते जिससे गुरुकृपा से उसकी दृष्टि ठीक हो जाए। बातें करते-करते गुरुजी बीच-बीच में बालक की आँखों की तरफ दृष्टिपात करते। कुछेक दिनों के पश्चात् सचमुच उस लड़के की आँख का वह श्वेत दाग मिट गया एवं उसे उसकी स्वाभाविक दृष्टि वापस मिल गयी।

प्रसंग (४५) : साधना के अति उच्च स्तर पर अवस्थान करने पर कितनी ही घटनाएँ स्वत: घट जाती हैं। गुरुजी के पास एक संदेश आया, अरूप दा (अरूप चक्रवर्ती) की मा का देहांत हो गया है। गुरुजी एवं मैं (बापी) एक गाड़ी लेकर अरूप दा के घर की तरफ चले। शीत की रात, समय लगभग १२ बजे मध्यरात्रि, ठंड से चारों तरफ वातावरण में कुहासा फैला हुआ था; जब हमलोग कोलकाता के बेगबागान अंचल के पास से गुजर रहे थे, तब किसी कारणवश हमारी गाड़ी रूक गयी या तो रोड-पार संकेत के कारण या सामने किसी गाड़ी खड़ी होने के कारण, चारों तरफ सूनसान, निर्जन, इसी समय हठात् एक व्यक्ति फूलोंका मात्र दो गुच्छा लेकर हमारी गाड़ी के सामने आया। गुरुबाबा को मानों इसकी पूर्वसूचना थी, उन्होंने थोड़े पैसे देकर उनदोनों गुच्छों को ले लिया, एक मेरे लिए एवं दूसरा स्वयं हेतु। बाबा की हार्दिक इच्छा थी कि अरूप दा के माँ को पुष्प अर्पित कर अंतिम श्रद्धा ज्ञापन करेंगे। इस घटना से हम समझ पाये कि महादेव की इच्छाशक्ति बल से मुहूर्त में ही सारे कार्य स्वत: ही संघटित हो जाते हैं।

प्रसंग (४६) : यद्यपि इस सब घटनाओं का वर्णन आवश्यक नहीं है तथापि एक दो अनुच्छेद लिखना पड़ रहा है। रानी दी की बहन की शादी में हम सभी गुरुभ्राता एवं गुरुभगिनीगण निमंत्रित थे। गुरुबाबा के परिवार के सभी सदस्य गये थे; मैं (बापी) जल्दी-जल्दी विवाह स्थल पर जाकर पुन: लौटकर गुरुजी के पास बैठा था। गुरुजी बातें करते-करते जैसे खेल के मैदान में कामेंट्री होती है ठीक उसी प्रकार उस विवाह गृह में उस समय क्या हो रहा है उसकी तस्वीर मेरे सामने प्रस्तुत करने लगे। मानों वह ठीक उनकें आँखों के समक्ष माइक्रोफिल्म के सदृश दृश्य मानसपटल पर उद्भासित हो उठा हो। परवर्ती काल में गुरुभ्राताओं से सुनने पर, गुरुजी के मानसपटल पर प्रतिफलित समस्त दृश्यों की प्रतिच्छवि हुबहू मिल गयी।

सिद्ध महात्माओं में दूरदर्शन, दूरश्रवण शक्ति प्रखर होती है। उपर्युक्त घटना एक साधारण जीवन की घटना होने के बावजूद भी ऐसा देखा एवं समझा गया कि किसी भी अवस्था में सिद्ध योगीगण अपनी योगसिद्धि को इच्छामात्र से अनायास ही क्रियान्वित करने में सक्षम होते है। योगसिद्ध महात्मा के लिए ये सब सामान्य बातें है।

प्रसंग (४७) : बाबा योगी महेश्वर होने पर भी खुद को छुपा कर रखते थे। बाकसरा के बहुत लोग एवं बाबा के पास जो नियमित आते वे जानते थे कि बाबा द्वारा दिया गया ताबीज सटीक कार्य करता था। इसीलिए गुरुबाबा मुझे (बापी), असीम दा को, गोपाल को एवं मिठुन को इस कार्य में नियुक्त करते। बाबा के पास जो भी समस्या के समाधान हेतु आता, बाबा उसे ताबीज देते। हमलोगों का कार्य था कि बाबा के निर्देशानुसार बागान में जाकर माटी, छोटे छोटे इंट के टूकड़े या सूखे पत्ते उस ताबीज में भरकर छोटे लकड़ी के टूकड़े द्वारा उस के मुख को बंद कर उनलोगों को दे देते थे। वे यह जान भी नहीं पाते कि उस ताबीज में क्या डाला गया है। बाबा के आशीर्वाद से उस ताबीज को देने के बाद मंत्र के सदृश कार्य संपन्न होता। इन्हीं लोगों की तरह गुरुस्वामी नामक एक सरल सीधा-सादा शराबी तमिल व्यक्ति भी आता था। वह गण्डी में बहुत विश्वास करता था। एकबार रोगग्रस्त होने पर उस गुरुस्वामी को बाबा ने हमलोगों द्वारा

निर्मित एक ताबीज प्रदान किया। हठात् कुछ दिन पश्चात् उसके मन में यह बात आयी कि सब ढकोसला है, इससे कुछ भी कार्य सफल नहीं हो रहा है। वह मद्यसेवक था, वह गुस्सा कर ताबीज को हाथ से खोलकर फेंक दिया एवं लाठी द्वारा उसपर आधात करने लगा। अकस्मात् उसने देखा कि उस गण्डी से पिचकारी की तरह लाल खून निकलकर (जैसे बकरे की बलि के समय रक्त पिचकारी के सदृश बहता है) गुरुस्वामी के पूरे शरीर पर फैल गया। यह देखकर गुरुस्वामी भय से, अपराध बोध से रोने लगा। उसी दिन रात के दस बजे बाबा के घर पर जाकर दरवाजा खोलने हेतु खटखटाने लगा। दरवाजा नहीं खुलने पर गुरुस्वामी अपने घर लौट गया। दूसरे दिन सुबह ही गुरुबाबा के पास आकर रोने लगा एवं उसने अपना अपराध स्वीकार किया। सदाशिव गुरुबाबा ने मानों कुछ भी नहीं हुआ हो ऐसे भाव से उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे सांत्वना प्रदान किया।

सद्गुरु जिसके ऊपर कर्मों का भार अर्पित करते है उसके कर्म में सद्गुरुका शक्ति ही पूर्णरूप में रहता है। सिद्ध महात्मागण के दृष्टि सान्निध्य में रहने पर अनेक प्रकार के दूर्योगों से त्राण पाया जा सकता है। वे हैं अनंत करुणाधार, महात्मागण जीव जगत् पर अहेतुकी कृपा करते है। जो महात्मा है वे इस स्थूल वाह्यिक जगत् के किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखते वे सबों से अलक्ष्य होकर जगत् पर कृपा करते हैं। हमारे परमपूज्य पाद श्रीश्रीबाबा भी एक जगत्-कल्याणकारी गुप्त महात्मा थे। *...क्रमशः*

–पितृचरणाश्रित श्रीप्रदीप चट्टोपाध्याय, शिवपुर, हावड़ा

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रित श्रीचंद्र पारेख

पुराण कथा

ब्रह्मज्ञ ऋषि जैगीषव्य

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

महाभारत के शल्यपर्व में है - आदित्यतीर्थ में तपस्वी असितदेवल हमेशा ब्रह्मचर्य एवं धर्मकार्य में नियुक्त होकर जीवन यापन करते थे। उसी समय एकदिन जैगीषव्य नामक एक महर्षि देवल के आश्रम में आकर योगयुक्त होकर निवास करने लगे एवं वहीं पर कुछ समय उपरान्त उन्होंने सिद्धि लाभ किया। वे केवल देवल के भोजन के समय ही उसके समीप जाते। एकदिन देवल ने जैगीषव्य को नहीं देखा; तब महर्षि को खोजते हुए समुद्र में जाकर देखा कि महर्षि वहाँ पर पहले से ही उपस्थित थे। स्नान समापन के पश्चात् आश्रम लौटकर देवल ने देखा कि उनसे पहले ही जैगीषव्य वहाँ पर भी बैठे हैं। तब जैगीषव्य की शक्ति परीक्षा हेतु मंत्रज्ञ देवल ने व्योम-मार्ग में उत्थित होकर देखा कि अंतरीक्षचारी सिद्धगण जैगीषव्यकी पूजा में बैठे हैं। तत्पश्चात् उन्होंने और भी देखा कि जैगीषव्य स्वर्गलोक, पितृलोक, यमलोक एवं चंद्रलोक इत्यादि बहुत सारे ऊर्ध्व लोकों में विचरण कर पुनः अंतर्हित हो गये। सिद्धों ने देवल से यह बताया कि जैगीषव्य शाश्वत ब्रह्मलोक जा चुके हैं, वहाँ पर देवल की जाने की क्षमता नहीं है। तब देवल अपने आश्रम प्रत्यावर्तन कर महर्षि जैगीषव्य को देखकर उनसे मोक्षधर्म की शिक्षा प्रदान करने की अभिलाषा प्रकट की। देवल ने सोचा कि मोक्षधर्म एवं गार्हस्थ धर्म में मोक्षधर्म ही श्रेष्ठ है। तब उन्होंने जैगीषव्य के पास मोक्षधर्म की शिक्षा को ग्रहण कर सिद्धिलाभ किया।

हरिवंश में लिखित है प्रजापति हिमालय की स्त्री मेनका गर्भजात् कन्या उमा को महादेव, पर्णा को महर्षि असित देवल एवं एकपाटला को महर्षि जैगीषव्य ने भार्या के रूप में स्वीकार किया। लिंगपुराण के अनुसार वराहकल्प के सप्तम द्वापर में जैगीषव्य एक शिवावतार योगाचार्य थे। इस समय शतक्रतु (इन्द्र) व्यास नाम से विख्यात थे। जैगीषव्य के सारस्वत, मेघवाहन (सुमेधा), मेघ (वसुबाहु) और सुवाहन नामक योगमार्ग अवलम्बनकारी चार ब्रह्मचारी पुत्र थे। इसके भिन्न महर्षि जैगीषव्य के अन्यतमा प्रधान छः (शंख, मनोहर, कृष्ण, कौशिक, सुमना और वेदवाद) ब्रह्मज्ञ शिष्य थे। भागवत में उद्धृत है कि महर्षि जैगीषव्य के उपदेश से ययाति वंश के नृपति विष्वक्सेन ने योगशास्त्र की रचना की। कूर्मपुराण मतानुसार वैवस्वत-मन्वंतर के सप्तम कलियुग में जैगीषव्य महादेव के अवतार के रूप में अवतीर्ण हुए थे। महर्षि कपिल ने जैगीषव्य एवं पंचशीख मुनि को योग संबंधी परमज्ञान प्रदान किया था।

(*सहायक ग्रन्थ - महाभारत व अन्यान्य पुराण*)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली

श्री अमरेन्द्र चन्द्र श्याम की कृति 'अखण्ड महापीठ' द्वारा प्रकाशित भगवान श्रीश्री किशोरी मोहन का जीवन ग्रंथ 'वृहत् किशोरी भागवत्'। इसके अंतर्गत भगवान किशोरी मोहन के अमूल्य आध्यात्मिक उपदेश समृद्ध पत्रावली से निम्नलिखित पत्रों को उद्धृत किया गया है।

पत्र संख्या (८)

ॐ

काशीधाम

१ फाल्गुन, १३४२ बं

श्रीमती नगेन्द्रबाला - परम् कल्याणेषु,

अभी मैं तुम्हें मुक्ति के पथ के संबंध में बता रहा हूँ जिसके द्वारा भी ज्ञानोदय होने से मुक्तिलाभ संभव हैं। पातंजल दर्शन में सर्वप्रथम योग विषय के चर्चा के पश्चात् उन्होंने कहा – 'ईश्वरप्रणिधानाद्धा'। इसका अर्थ – ईश्वर की विशिष्ट भक्तियोग की आराधना द्वारा ज्ञानोदय होने से मुक्तिलाभ संभव है एवं योगीगण योग के द्वारा जो समस्त विभूति या ऐश्वर्य प्राप्त करते है, वे सारी भक्तियोग में ईश्वर आराधना द्वारा उपलब्ध हो जाती है। उस विषय में पातंजल दर्शन में उद्धृत है – 'समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्'। अर्थात् समाधि द्वारा योगी जिन समस्त सिद्धियों को प्राप्त करते है, ईश्वर-प्रणिधान द्वारा वे सारी प्राप्त की जाती है।

अष्टांगयोग पथ को पुरुषकार-पथ कहा जाता है। अभ्यास व वैराग्य का आश्रय लेकर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इस अष्टांगयोग की साधना करनी पड़ती है। उसमें भी चित्त विक्षिप्त रहने पर योग के वहिरंग पाँच साधन करने पड़ते है। चित्त एकाग्र होने पर योग के अंतरंग अंतिम तीन साधन करने पड़ते हैं। सर्वप्रथम जड़तत्त्व में ध्यान समाधि द्वारा आत्मतत्त्व दर्शन करना पड़ता है। योग-पथावलंबियों में भी ईश्वर आराधना है पर वह योग के वहिरंग उपर्युक्त नियम के अंतर्गत है। भक्ति-पथावलंबियों में भक्तियोग में ईश्वर आराधना ही अंतरंग साधना है। जिनकी ईश्वर में भक्ति एवं विश्वास प्रबल है, उनके लिए भक्ति द्वारा ही ईश्वर आराधना श्रेयस्कर है। भक्त-उपासक ईश्वर आराधना द्वारा उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। ईश्वर कृपा से उनका ध्यान, समाधि इत्यादि साधन संबंधी समस्त कार्यों में सिद्धिलाभ होती है। अंत में ज्ञानोदय से मुक्तिलाभ होती है। अष्टांग योगियों में योगसाधन काल में अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं। पातंजल योग-दर्शन में नौ प्रकार के योग-विघ्नों का उल्लेख है। यथा – व्याधि, स्थान, प्रमाद, संशय, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्धभूमि-तत्त्व, अनवस्थि-तत्त्व। इन सभी विघ्नों में से कोई एक विघ्न उपस्थित होने पर योगी आगे की योग-साधना नहीं कर पाते। भक्तिमार्ग के उपासकों में ये सारे विघ्न उपस्थित नहीं होते। यदि कभी वे उपस्थित भी होते हैं तो ईश्वर की कृपा से अविलंब नष्ट हो जाते है।

योगियों के पक्ष में योग-साधन में स्तर के परे स्तर पर सोपान के सदृश उत्थित होना पड़ता है। किसी भी स्तर की साधना नहीं करने पर उसके उच्च स्तर की साधना करना संभव नहीं हैं। परन्तु भक्ति-मार्ग के उपासकों के लिए वह नियम नहीं है। ईश्वर की इच्छा होने पर वे अपने भक्त को अनेक स्तरों को पार कर ऊर्ध्व ले जा सकते हैं। उनकी इच्छा होने पर अपने भक्त को निर्वाण या कैवल्य-मुक्ति प्रदान करने में उन्हें कितनी देर लगती है?

उनके संकल्पबल से समस्त कार्य सिद्ध होते है। उनके भक्तगण उनके ऊपर आत्म-समर्पण करते हैं एवं चाहे ऐहिक हो या परमार्थिक समस्त कार्यों के लिए वे ईश्वर पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए भक्तगण उनके विशेष कृपा के भागीदार होते हैं। वे निर्भय होकर सर्वत्र विचरण करते हैं। उन पर ईश्वर की सदा ही विशेष दृष्टि रहती है। श्रीमद्भगवतगीता में उन्होंने कहा है – ''अनन्यश्चिंतयंतो मां ये जना पर्यूपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं।'' – 'भक्त के प्रयोजनीय वस्तुओं का आहरण एवं संरक्षण वही करते हैं।'

जो कामना हेतु उनकी आराधना करते हैं वे भी धन्य, क्योंकि आराधना करते-करते शीघ्र ही उनकी कामना छुट जाती है एवं तब वे निर्मल चित्त से अहैतुकी भक्तियुक्त

ईश्वर की उपासना करते हैं। तब भक्त कुछ भी नहीं चाहते। वे जानते हैं ईश्वर की जो इच्छा होगी वही वे करेंगे। मुझे उसकी चिंता का क्या प्रयोजन? भक्त किस रूप में उनकी उपासना करेंगे श्रीमद्भगवतगीता में एवं श्री मद्भागवत पाठ द्वारा वह समझ पायेगा। श्री मद्भगवतगीता में कथित है –

'पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया।
तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत् परायणाः।
गच्छंत्यपुनरावृतिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः।।
मन्मनाभव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु।
सर्वधर्माण् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
अहंत्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
मच्चित्त सर्व दुर्गानि मत् प्रसादात् तरिष्यसि।'

इन समस्त श्लोकों के अर्थ समझ लेना। 'सर्वधर्माण्' इत्यादि श्लोकों के अनुसार वे अपने शरणागत भक्त का उद्धार करेंगे। अर्जुन को माध्यम बनाकर उन्होंने सबों के समक्ष प्रतिज्ञाबद्ध होकर इस आश्वासन का प्रचार किया है। उसी प्रतिज्ञा के अनुसार निःसहाय कलियुग के जीवों के ऊपर वे अजस्रकृपा वृष्टि कर रहे हैं एवं भक्तगणों के समीप उनकी अपूर्व लीला प्रकटित हुई है। वे आविर्भूत होकर स्वयं शिक्षा उपदेश देते हैं एवं भक्तगणों को साधना का मार्ग दिखाते हैं। उस लीला-कथा के श्रवण से चित्त की मलिनता नष्ट होती है एवं अभक्त भी शीघ्र ही भक्त के रूप उनकी आराधना में तत्पर होते हैं। कलियुग के जीवों हेतु भक्तियोग द्वारा आराधना का पथ ही श्रेय है इस में कतिपय संदेह नहीं है।

परब्रह्म एक ही साथ सगुण भी है और निर्गुण भी। परन्तु निर्गुण-ब्रह्म की धारणा करना अत्यंत कठिन है। इसीलिए सगुण-ब्रह्म की आराधना करते-करते चित्त निर्मल हो जाता है एवं निर्गुण- ब्रह्म की उपासना की योग्यता प्राप्त होती है। बाद में उनकी कृपा से निर्गुण उपासना द्वारा ज्ञानोदय द्वारा मुक्तिलाभ होती है। श्रीमद्भगवतगीता में जहाँ 'तत्त्वतः' शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ परब्रह्म के स्वरूप-तत्त्व निर्गुण सच्चिदानंदरूप तत्त्व ही लक्षित हुआ है। यथा –

'ज्ञातुं द्रष्टुंच तत्त्वेन प्रवेष्टुंच परंतप।
ततो मां तत्त्वाता ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्।'

स्वरूपतत्त्व से अवगत होकर कैवल्यमुक्ति या निर्वाणमुक्ति लाभ करना ये सभी ही भक्त ईश्वर की कृपा द्वारा उपलब्ध करता है।

अब ब्रह्म का सगुणत्व कैसा होता है उसके संबंध में वर्णन करता हूँ। वे सर्वशक्तिमान, सर्वान्तर्यामी, विश्वनियंता, सर्वज्ञ, जीव के कर्मफलदाता, श्रुति के वक्ता, जगत् के शासन कर्ता एवं एकछत्र अधिपति। सर्वत्र परिव्याप्त रहकर प्रत्येक जीव के हृद्पद्म में एवं अन्यान्य पद्म में अवस्थित एवं जीव के समस्त शरीर में परिव्याप्त एवं जड़-जगत् में भी परिव्याप्त, सर्व प्राणियों के अंतरात्मा, सत्य संकल्पवान, जगत् की सृष्टि, स्थिति, प्रलय कर्ता जगत् के उपादान कारण, पूर्ण एक अद्वितीय जीवजगत् के रक्षक एवं उद्धारक, सशक्ति सच्चिदानंद रूप । वे पूर्णकाम होकर भी लीलावश सृष्टि करते हैं। यह जीव-जगत् एवं जड़-जगत् उनकी लीलाभूमि है।

उनका रूप नहीं, आकार नहीं, इन्द्रिय नहीं। उनके नेत्र नहीं हैं फिर भी वे देखते हैं, उनके कर्ण नहीं फिर भी वे श्रवण करते हैं। श्रुति कहती है – 'पश्यत्यचक्षुः श्रृणोत्यकर्णः।' वे सदा सर्वत्र अवस्थान कर सबकुछ जानते हैं। वे नित्य-सिद्ध, नित्य-मुक्त, कभी भी उनका बंधन नहीं था, न ही वे बंधन में रह सकते हैं। उनका स्वरूप अनादि, उनकी शक्ति भी अनादि है। वे अनंत हैं तथा उनकी महिमा भी अनंत है। कोइ भी उनकी महिमा का संपूर्णरूपेण वर्णन नहीं कर सकता। मैंने संक्षेप में ही कुछ कहा है। उनमें निर्दयता या पक्षपाती होने के कोई दोष नहीं है। वे कर्मफल दाता हैं इसीलिए जीव के भोगादि की विषमता दृष्ट होती है।

तुम इन सब बातों की धारणा करो। कभी भी कल्पना मत करना कि तुम जो उनका भजन करते हो यह वे नहीं जानते हैं। वे निर्दय है या पक्षपाती हैं ऐसी कल्पना भी मत करना। वे सर्वदा निर्दोष है, इसीलिए उनके ऊपर कभी दोषारोपण मत करना। श्रीमद्भगवतगीता में उन्होंने कहा है – 'निर्दोषं हि समं ब्रह्म'। वे भूत, भविष्य, वर्तमान त्रिकालवेत्ता। अतएव वैसे दोष युक्त कल्पना को कभी भी चित्त में स्थान मत देना। उनकी उपर्युक्त भाव में सदा चिंतन करो। उनकी भक्ति और विश्वास के साथ आराधना करने से सभी उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तुम भी कृपापात्र बन सकते हो। तुमने कुछ-कुछ कृपाप्राप्त किया है। बाद में और भी कृपा प्राप्त होगी। *...क्रमशः*

–हिन्दी अनुवादः मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

ज्ञानगंज के योग प्रसंग पर

योग व्याख्या - श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

श्रीविजन कुमार सेनगुप्त के विशेष अनुरोध से ड: गोपीनाथ कविराजजी के १८ पत्र के साधन मार्ग के निगूढ़ तत्त्व एवं साधन प्रणाली के ऊपर श्रीश्रीमाँ की योगव्याख्या–

ड: गोपीनाथ कविराजजी के पत्रावली प्रसंग पर :–

मर्मी साधक ड: गोपीनाथ कविराजजी के गुरुभ्राता श्रीअक्षय कुमार दत्तगुप्त महाशय को ज्ञानगंज के साधनमार्ग के क्रियायोग के जो समस्त निगूढ़ तत्त्व, तथ्य एवं साधन प्रणाली के विषय पत्रों में उल्लेख किये गये हैं उनसे ही संबंधित कुछ प्रश्न :–

७। **पत्र (९) - (प्रथम भाग)** आपको १०९ के संबंध में पूर्व में कहा था। यह १०९ और उसकी व्याख्या क्या है? – (इस विषय पर श्रीश्रीमाँ यदि आलोकपात करें।)

उत्तर - (पत्र ९ का प्रथम भाग) – १०९ क्या है और उसकी व्याख्या – ड: गोपीनाथजी ने पत्र नौ में कहा है, ''१०० पर्यन्त कर्म, उसके बाद, बोध, ज्ञान, भाव, गुण, महाभाव, महाज्ञान, महागुण या चित्शक्ति महामाया और चिद्, चित् नहीं – ये सभी क्रमश: १०१ से १०९ रूपों में परिचित है। शुद्धमाया के अतिक्रान्त होने के साथ-साथ महाज्ञान का उदय होता है, जिसके फलस्वरूप 'चरण' दर्शन होते है। चरण प्राप्ति ही वस्तुत: महामाया रूप में स्वरूप की स्थिति है; यह है १०७। इसके पश्चात् 'चिद्' जिसे पुरुषोत्तम कहा जाता है।'' जो हुआ 'एकमेवाद्वितीयम्' पद। महायोगीश्वरगण कृपाहीन या कृपायुक्त योगसाधन बल से १०९ में स्थितिलाभ करने पर पुरुषोत्तम योग से अनन्त को प्राप्त होते है। इसी अनन्त अनन्त कोष के मध्य अनन्त भाव से अनन्त-धारा में व्यक्त-अव्यक्तभाव प्रकटित होता है योगी के हृद्पद्म में। यहाँ काल की गति नहीं होती, काल नित्य है। इस अनन्तकोष से अवगत होना ही है अनन्त को भेद करना। अर्थात्, गोपीनाथजी की भाषा में, ''उसे भेद ना कर पाने से अनन्त का अन्त होकर १०९ में प्रवेश अर्थात्, एक के मध्य अनन्त को समाविष्ट करना सम्भव नहीं होता।'' अर्थात्, एकमेवाद्वितीयम् महाभाव समन्वित सम्बोधि के मध्य अनन्त दिव्य-चेतना को समाविष्ट कर स्वरूप में स्वबोध में दिव्य को सत्ता में धारण करना। यह अवस्था ही हुई १०९। खण्ड चैतन्य को अखण्ड चैतन्य में अनुभव करना ही पुरुषोत्तम् का अनन्तयोग है।

आत्मा का कूटस्थ अपरिणाम भाव है अक्षर पुरुष एवं आत्मा का बहुरूप में प्रकाश या परिणामशील भाव है क्षर परुष। इस अक्षर पुरुष का आश्रय कर ही क्षर पुरुष का अस्तित्व वर्तमान रहता है। अक्षर पुरुष ही आत्मा का सत्यबिम्ब है। पुरुषोत्तम के साथ इस अक्षर पुरुष का बहुत सादृश्य है। इस अक्षर पुरुष को देखने के लिए दिव्य-चक्षु का प्रयोजन होता है इसकी स्थिति त्रिकुटी के मध्य होती है। वे नित्य, सत्य, अविनाशी कूटस्थरूपी अक्षर पुरुष है। ये ही जीवदेह में आत्मा-नारायण है। इन कूटस्थ अक्षर पुरुष के अतिरिक्त और एक उत्तम पुरुष है। कूटस्थ का दर्शन करते-करते योगीगण बाद में उत्तम पुरुष का दर्शन प्राप्त करते हैं जिन्हें शास्त्र में 'परमात्मा' कहा जाता है। ये स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, त्रिभूवन में व्याप्त होकर एवं त्रिगुणातीत होकर भी नित्य वर्तमान है। ये अखण्ड चैतन्य स्वरूप पुरुषोत्तम परमब्रह्म। पुरुषोत्तम योग से जीवात्मा के साथ परमात्मा का सम्मिलन साधित होता है। तब सिद्ध-योगी की सत्ता में साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण इस तरह अनेक प्रकार से सत्य-प्रकाश प्रकटित होता रहता है। योगीश्वरगण जिन्होंने उसे पुरुषोत्तम रूप में अनुभव करने का सामर्थ्यलाभ किया है, उन्हें ज्ञान हुआ है कि मायातीत तुरीय ब्रह्म ही अवस्थाभेद से सगुण और निर्गुण भाव में अनन्त-प्रकाश से प्रकाशमान होते है। योगीश्वरों के हृदयपद्म में पुरुषोत्तम का वह अनन्त महाभाव सिन्धु की दिव्य प्रवाह धारा प्रतिबिम्बित होती है अनन्तचेतना में अपनी सत्ता के गहन गभीर में। इसे ही अनन्त प्रवेश कहा जाता है।

योगीगण परमात्मा की उपासना करते है। बाद में यही योगी भक्त होकर परमात्मा को भगवान रूप में उपासना करते है। भगवान के अनेक रूप है। उनमें 'श्रीकृष्ण' रूपी सच्चिदानन्द सनातन सगुण विग्रह ही श्रेष्ठतम एवं ये ही पुरुषोत्तम कहकर चिह्नित होते है। श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम के चार कायव्यूह है – वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इन

चार कायव्यूह के सहयोग से श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम अनन्तभाव से लीला करते रहते है। इन नित्य श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम में ही अनन्त समाविष्ट हुआ है। जो परमयोगीश्वर इन नित्यकृष्ण पुरुषोत्तम में समाविष्ट होते है वे अपने मध्य अनन्त को समाविष्ट करने में सक्षम होते है। इस प्रकार परमयोगीश्वर को 'भगवत्वेत्ता' कहा जाता है। *...क्रमशः*

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

प्रश्न ४१ : 'बुद्धि' किसे कहते है? बुद्धि के विभिन्न पर्याय क्या-क्या है?

उत्तर : अन्तःकरण के जिस शक्तिबल से जिस किसी विषय को संशयहीनभाव से उपलब्धि किया जाए वही 'बुद्धि' नाम से परिचित है। साधारणतः मन की शक्ति ही होती है संकल्प करना। लेकिन सिर्फ संकल्प के द्वारा ही कोई कर्म संभव नहीं होता, या किसी इच्छा को सफल नहीं किया जा सकता, कारण अन्तःकरण की (मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त) संकल्पात्मिका वृत्ति बहुमुखी है, जो अधिक समय तक एक भाव में अवस्थान नहीं कर पाती किन्तु एक अवस्था में अवस्थान ना करने पर हमलोग यथार्थ में चिन्तन की सहायता से कोई गठनमूलक कार्य नहीं कर पाते। अन्तःकरण की जिस शक्ति द्वारा मन के संकल्प को कार्य में परिणत किया जाए उस स्थिर संकल्प का नाम ही 'बुद्धि' है। बुद्धि अन्तःकरण या मन की एकाग्र अवस्था है। जगत् में बाह्य विषयों में बुद्धि की जो गति होती है वह स्वभावतः अस्थिर है कारण बाह्यिक जगत् के जो कुछ विषय है वे स्थिर नहीं है। कालगति में वस्तुएं अनित्य, परिणामशील और चंचल है। एकमात्र आत्मा ही चिरस्थिर नित्य अपरिणामी वस्तु है। इसी कारण से मन की (चित्त की) जो गति ब्रह्ममुखी होती है अर्थात् आत्ममुखी होती है एवं उसी में ही स्थिर रहती है (या अटक जाती है), वह ब्रह्म के साथ तल्लीन हो जाती है, उसे ही स्थिर बुद्धि कहते है। यही बुद्धि प्रज्ञारूपी होती है। इसीलिए स्थिर बुद्धि में सत्ता में ज्ञान का उन्मेष होता है। बुद्धि समाधि ज्ञान से परिपक्व होने पर बोधि में रूपान्तरित हो जाती है।

प्रश्न ४२ : किस अवस्था में भगवान के प्रति 'आत्मसमर्पण' होता है?

उत्तर : 'तुम अपने में ही रहो मन किसी के घर मत जाओ।' – अर्थात् साधना करते-करते जब तक ना मन-बुद्धि को आत्मज्योति के मध्य प्रविष्ट करा दिया जाते, तब तक साधक की साधनमार्ग में आशाप्रद उन्नति हुई है कहा नहीं जा सकता। जो प्रकृत में ज्योतिष्मती में स्थिर हुए है उन्होंने ही योगमार्ग पर उन्नति लाभ की है। प्रत्याहार में सिद्ध होकर धारणा और ध्यान परिपक्व अवस्थालाभ करते है। तब सिर्फ आत्मतत्त्व या भगवत्-विषय की ओर ही मन धावित होता है। इस अवस्था में आत्म-समर्पण प्रधान लक्षण के रूप में व्यक्तित्व में प्रस्फुटित हो उठता है। क्रिया की परावस्था व्यतीत किसी के भी मन-बुद्धि भगवान के प्रति अर्पित नहीं हो पाते। भगवान में अर्पित चित्त साधक के मानसिक कल्पना जनित मन में किसी प्रकार की मलिनता नहीं रहती। क्रिया की परावस्था में स्वभावतः मन और बुद्धि स्थिर हो जाते है। ऐसी अवस्था में संसार से अनासक्त हृदय से साधक सांसारिक समस्त कर्म साधित कर सकता है। क्रिया की परावस्था में स्थिर बुद्धि सम्पन्न उन्नत योगी का एक प्रकार सूक्ष्म आभ्यंतरिक-संस्कारहीन चित्त होता है, एवं उनसे जिन समस्त वृत्तियों का उदय होता है, उस वृत्ति के प्रभाव से वे जिन समस्त कर्मों में प्रवृत्त होते है, उसमें धर्म, अधर्म अथवा उभयात्मक कोई संस्कार ही नहीं रहता। यही है योगी का निर्मल चित्त। यह समाधि में स्थिति अवस्था से उत्पन्न होता है। सर्वसाधारण चित्त कर्माशय जनित कारण से उत्पन्न होता है किन्तु योगी का चित्त कर्माशय रहित होता है। इस अवस्था में तीव्र वैराग्यभाव होता है एवं उस वैराग्य के तेज से ही योगी का हृदय भगवत् चरणों में समर्पित हो जाता है। संयम को लेकर दृढ़भाव से साधन क्रिया करते-करते एकसमय कूटस्थ के आत्मज्योति से उद्भासित होकर योगी का हृदय भगवान के अस्तित्व के प्रकाश की महिमा से आप्लूत होकर भगवान के प्रति 'आत्मसमर्पण' अवस्था लाभ करता है।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

उन्मेष

(२१)

बुद्धपूर्णिमा - (दिनांक - ९/०५/०९)

क्रियायोग साधना के सम्बन्ध में श्रीश्रीमाँ के वचनामृत–

गतांक से आगे...

आश्रम के शिवयज्ञ के समय आंकिक चित्रग्राहक (Digital Camera) में फोटो में आयी हुई तस्वीरें इसका प्रमाण है कि लिंग शरीर में महात्मागण इसी हॉल में उपस्थित रहते हैं। शिवयज्ञ के समापन दिवस पर जिस समय आहुति दान हो रहा था उस समय की तस्वीरों में इस हॉल की एक खुली खिड़की दिखाई पड़ रही है एवं उससे गहन अंधकारव्याप्त आकाश दिखाई दे रहा है और प्रदीप की शिखा के समान बड़े से छोटे ज्योतिर्मय वलय सम्पन्न ring के मध्य आलोक बिन्दु स्वरूप कई झुंड के प्रकाश के गोले जो वहाँ आए थे, वे बिन्दु-देहधारी लिंगशरीर सम्पन्न महात्मागण आकाश-मार्ग में चले जा रहे हैं। फिर इससे पहले की तस्वीरों में यज्ञस्थल की ओर खिड़की से आते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। कुछेक ज्योति:वलय हॉल में अवस्थित हैं ऐसी तस्वीरें भी हमारे पास है। लिंग-शरीर एक प्रकाश का वलय है एवं उसके मध्य शिवलिंग की तरह एक शिखा जलती है, ऐसा दर्शन में देखा जाता है। महात्मागणों की इच्छा से आंकिक चित्रग्राहक में यह देखा जा सका है। काफी गवेषणा करने के पश्चात् हमने पाया कि यह चित्रग्राहक (Camera) का कोई दोष नहीं है। आँखों से देखे बिना मैं स्वयं भी किसी भी अलौकिकत्व पर विश्वास नहीं करती; किन्तु इस विषय में देखा कि ऐसा ही हुआ है।

आकाश पथ में आवागमन करना महात्माओं के क्षेत्र में कुछ अलौकिक नहीं है। सिद्ध-महात्माओं के क्षेत्र में खेचरी अवस्था उनके जीवन की एकप्रकार की स्वाभाविक अवस्था है। महात्मा पक्षी के समान आकाश में उड़ते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर अल्प समय में गमन कर सकते हैं। जो योगी शिवावस्था प्राप्त कर महात्मा में रूपान्तरित हो जाते है – मनुष्य चेतना से जब योगीसाधक महामानव में परिणत हो जाते हैं, तब उनके मध्य ऐसा योगैश्वर्य स्वरूप स्वभाव अपने-आप सत्ता मध्य प्रकाशित होता है। यह उनके लिए कुछ अलौकिक नहीं है। हिमालय के समस्त महात्माओं का यह योगैश्वर्य है। उनके समाज में यह सब प्रचलित है। जब हम बातें करते हैं, गाने गाते हैं, नृत्य करते हैं इत्यादि; हमारे घर के पालतू कुत्ते-बिल्लियों को हमारा आचरण जैसे अजीब लगता है ठीक वैसे ही हमारी दृष्टिभंगि का अलौकिकत्व महात्माओं के लिए लौकिक आचार हैं। जैसे - क्षणमात्र में किसी को बुलाकर बातें करना। उन्हें फोन की कोई आवश्यकता नहीं होती, कूटस्थ के माध्यम से इच्छामात्र से वे बात करते हैं।

श्रीश्रीमाँ – क्रियायोग के विषय में क्या किसी को और जिज्ञासा है?

अदिति दी – माँ अपने एकबार कहा था कि हमलोग जो प्राणायाम करते हैं, वह आत्मयज्ञ की साधना है। इस विषय पर आप कृपा कर विस्तार से प्रकाश डाले।

श्रीश्रीमाँ - क्रियायोग के कौशलादि अवलम्बन कर अन्त:स्थित इड़ा-पिंगला एवं सुषुम्ना में प्राणायाम करते समय प्राण एवं अपान के अविरत संघर्ष के फलस्वरूप अपने-आप ही मूलाधार चक्र के चतुवर्ग क्षेत्र के मध्य अग्नि प्रज्ज्वलित होती है, जिसके फलस्वरूप अग्निरूपा चिन्मयी महाशक्ति कुण्डलिनी देवी जाग्रत हो उठती है। यही है आत्मयज्ञ या प्राणयज्ञ। इस आत्मयज्ञ या प्राणयज्ञ का रूप योगीगण कूटस्थ के गगनमंडल में प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं।

विज्ञान कहता है, दो अणुओं का धर्षण यदि होता है तो उससे अग्नि की सृष्टि होती है। वैसे ही देह के मध्य भी पंचप्राण रूप में जो पंचवायु है, हमारी सुषुम्नागामी वायु, निम्नांग में अपान वायु, नाभि में समान वायु एवं ऊपर के अंशों की प्राणवायु, अत: जब प्राणायाम लेते हो (पूरक) और जब प्राणायाम छोड़ते हो (रेचक) तो प्राण की अपान में और अपान की प्राण में आहुति दी जाती है।

नीचे भी धक्का लग रहा है, ऊपर भी कूटस्थ की त्रिकुटी पर धक्का लग रहा है - प्राण अपान की आहुति अविरत होते-होते वायवीय अणु के संधर्ष से वह अन्त:स्थित चिदग्नि प्रज्ज्वलित हो जाती है अथवा कुल-कुण्डलिनी जाग जाती है। वह पवित्र अग्नि हृदय में अग्निवर्णा संवित रूप में नाड़ी के माध्यम से स्वयंभूलिंग को वेष्टन कर, कुल-कुण्डलिनी के आकार में, ज्योतिस्वरूप वायवीय आकार में, मूलाधार चक्र में, संचालित होती है। उसी मूलाधार क्षेत्र के मध्य से वे जाग्रत हो उठती है। इसे ही आत्मयज्ञ कहा जाता

है। कुलकुण्डलिनी शक्ति देहाभ्यन्तरस्थ आत्मा के संग युक्त रहती है। वह सत्ता की आत्मशक्ति है, जो घटरूपी इस मानव देह की परिचालना करती है। क्रियायोगी, कूटस्थ के आकाश के मध्य तमसाच्छन्न आकाश की गुहा देखता है एवं इस अन्धेरी गुहा के मध्य दूर से प्रतीत होता है मानों यज्ञकुंड में जैसी अग्नि जलती है वैसी ही यज्ञक्षेत्र में अग्नि जल रही है ऐसा दर्शन होता है। तुम्हारे गुरुभ्राता पार्थ टि (तारकेश्वर) ने एक दिन अपनी डायरी में दर्शन अंकित कर मुझे दिखाया था। ऐसा दर्शन उसने प्रत्यक्ष किया था। मैंने उसे बताया – तुम्हारे भीतर आत्मयज्ञ या अंतर्जागृति आरम्भ हुई है। अन्तर्योग के मध्य से वह पवित्र अग्निशिखा हृदय केन्द्र पर योगसाधना के प्रभाव से फिर उत्तोलित होकर उस असीम संवित् के साथ मिलकर योगी की देह चेतना में चारों ओर बिखर जाती है। कूटस्थ की अग्नि का रूप खूब ही स्पष्ट देखा जाता है; अग्नि की लपलपाती शिखा भी देखी जाती है। कूटस्थ के गगनमंडल में दूर निम्नभूमि पर ही अग्नि का आकार रूप देखा जाता है जिसका कारण है कि नाभि पर्यन्त अग्निरूपी ज्योति का प्रकाश है। हमारे मस्तक के ऊपरी भाग में महाव्योम का जो चिन्मय आदित्य है – भर्गदेव, वह भर्गज्योतिरूपा है। उस भर्गज्योति की ज्योतिरश्मि स्थूल जगत् में भूः, भूवः, स्वर्लोक पर्यन्त अग्निरूप में परिव्याप्त है। उसके ऊपर महर्लोक, जनलोक, तपोलोक भूमि पर वह हृदय से तेजदीप्त आदित्य ज्योति रूप में प्रकटित होती है। सूर्य के समानज्योति। 'तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः' – यानि हृदय का सूर्य! और भी ऊर्ध्व चेतना की भूमि पर धीरे-धीरे वही तेजदीप्त सूर्य की ज्योति शान्त स्निग्ध रूप धारण करते-करते जब मस्तकस्थ सहस्रार में पहुँचती है तब वह शिवरूप सोम में परिणत होती है। वह इतनी स्निग्धता अर्जन कर लेती है कि उसकी वही चिन्मय स्निग्ध निर्मल ज्योति तब चन्द्र की ज्योति का आकार प्राप्त करती है। वह एक ही ज्योति, प्रज्ञानादित्य भर्गदेव की वही रश्मि, त्रिभुवन में (स्थूल, सूक्ष्म, कारण जगत्), त्रिलोक में, त्रिरूप में प्रकाशित होती है। सप्तलोक ही त्रिलोक है। त्रिलोक के मध्य इस प्रकार परमब्रह्म स्वरूप चिन्मय ज्योति का प्रकाश इस ब्रह्माण्ड में सृष्टि मध्य परिव्याप्त है एक ही सर्वव्यापी ज्योति जो चिन्मय सूर्यरूपी है, जो सत्ता के हृदय में रहती है, जो मस्तक के ऊपरी भाग में परमव्योम में है, जिन्हें हृदयस्थल पर कहा जाता है –'सवित्रिमंडल-मध्यवर्त्ती-नारायण,' जो योगीगणों के ध्यानगम्य जो हृदय में दर्शन देते है; उनका वह स्निग्ध कनकोज्ज्वल तेजदीप्त आलोक स्निग्ध से स्निग्धतम रूप में अमृतमाधुर्य से मस्तक के ऊपरिभाग महाव्योममंडल में परिव्याप्त है। मस्तकस्थ सहस्रार के चन्द्रालोक के ऊपर जो भर्गज्योति की भूमि है जो कि कोटि सूर्य कोटि चन्द्र के आलोकोज्ज्वल ज्योतिसम्पन्न है वही है परमब्रह्म की चिन्मय ज्योति, जो कि श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम की भूमि है जो गोलोक के अन्तर्गत महाकारण जगत् है। अतिमानव चेतना के विशिष्ट प्राणायाम तथा क्रियाकौशलादि की सहायता से योगीश्वरगण महाकारण भूमि का सन्धान पाते हैं। मस्तक के त्रयी केन्द्र – वामा, ज्येष्ठा एवं रौद्री है। ज्येष्ठा केन्द्र के पीछे 'मूला' केन्द्र है। यह मस्तकोस्थित 'मूला' केन्द्र उन्मोचित होने पर अतिमानव भूमिपर महाकारण चेतना का आभास पाया जा सकता है। मस्तक में मूला केन्द्र पर पहुँचने पर योगी की देह-सत्ता में परासम्वित् का अवतरण होता है तब योगी 'परमशिव' हो जाता है किन्तु इस मूला केन्द्र पर परासम्वित् का अवतरण मस्तक के 'वामा' केन्द्र का गंगावतरण अवस्था नहीं है। गंगावतरण या चिन्मय शक्ति रूपी शुद्धसत्त्व के प्रबल वैद्युतिक प्रवाह की धारा सहस्रार के 'वामा' केन्द्र पर अवतरित होने पर योगी निर्विकल्प समाधि में प्रविष्ट होता है। कई योगियों का इस अवस्था में देहत्याग भी हो जाता है। परन्तु नित्य-सिद्ध योगी इस निर्विकल्प अवस्था से उत्थित होकर आद्यामूला केन्द्र पर उन्नत साधन बल से परासंवित् को निज आधार पर धारण कर नित्यसिद्ध महाकारण देह प्राप्त करते हैं।

एक व्यक्ति – कुण्डलिनी देवी का उत्तोलन और अवतरण होने पर साधक के मध्य किन भावों का प्रकाश लक्ष्य किया जाता है?

श्रीश्रीमाँ – कुण्डलिनी देवी? कुण्डलिनी शक्ति है वायवीय शक्ति, हमारी सत्ता का 'पिण्ड' स्वरूप; कुण्डलिनी शक्ति का सिर्फ उत्तोलन होता है। कुण्डलिनी शक्ति कुण्डली के रूप में ऊपर में अवस्थान नहीं करती; ऊपर से नीचे उतरती भी नहीं है। कुल-कुण्डलिनी, शक्ति के उत्तोलन से जीव चेतना क्रमशः शिवचेतना में रूपान्तरित होती है, जैसे- मनुष्य से देवता, देवता से ऋषि, ऋषि से शिव। ऊपर की शक्ति का जो कुछ अवतरण, सब ही सरल गति। वर्षाकाल में पृथ्वी के उपरिस्थित आकाशमंडल से जैसे वज्रपात होता

है वह बिजली क्या कुण्डली रूप में गिरती है? आकाश से वज्रपात होते क्या कभी देखा है? वज्रपात कैसे होता है? मेघ से मेघ का घर्षण होकर अणु-परमाणु का घर्षण होता है तब वहाँ विद्युत उत्पन्न होकर विस्फोट करती है तभी तो वज्रपात होता है। ठीक वैसे ही सहस्रार के ऊपर व्योम-मंडल में भी सम्वित् के प्रवाह से अणु-परमाणु का घर्षण होकर पराशक्तिरूपी सम्वित् का बल सृष्ट होता है। तब उस शक्ति की प्रबल धारा वज्रपात के समान साधक के मस्तक पर पड़ती है - इसे ही योगमार्ग में शिव-मस्तक पर गंगा अवतरण एवं शिव-जटा पर गंगा-धारण कहते है। वहाँ कुण्डली के रूप की अवस्था में कुछ नहीं है। साड़े तीन पेंच की गाँठ या ग्रन्थि भी कुछ नहीं है। वह प्रबल शक्ति, की सरल धारा है। उस शक्ति को आधार में धारण हेतु योगसाधन बल से अपने देहाभ्यन्तरस्थ ग्रन्थियों को उन्मोचित कर आधार को मजबुत करना पड़ता है। फिर गुरुकृपा तो है ही। नीचे की कुण्डलिनी शक्ति जो स्वयम्भूलिंग को साड़े तीन पेंच से वेष्टन कर अवस्थित है उस सत्ता के स्वभावज अहंकार बोध या अहंबोध से हमारे मध्य प्रकृतिज जो मलिनता रहती है, उसके फलस्वरूप देह की ग्रन्थियाँ उन्मुक्त नहीं होती। इसका कारण यह है कि जो समस्त ग्रन्थियाँ है वे सभी अहंग्रन्थि से संयुक्त हैं। सत्त्व-रज-तम इन तीन गुणों से युक्त है। निम्नांश चेतना में सत्ता मध्य रज और तमोगुण का प्रभाव ज्यादा रहता है; इसीलिए मन की गति इड़ा-पिंगला के पथ पर रहती है। देखो, मेरुदण्ड में जितने Lumber हैं उतनी संधियाँ रहती है। वे ही उस इड़ा-पिंगला या सुषुम्ना को बंगभाषा की संख्या चार (৪) के आकार में वेष्टन कर अवस्थित है। वे सब एक-एक गांठ या ग्रन्थि हैं। वे समस्त अहं ग्रन्थि के साथ संयुक्त हैं। जबतक योगी की समाधि नहीं होती तबतक ग्रन्थियों को सरलता प्राप्त नहीं होती। समाधि में निज अस्तित्व बोध एवं अहंकार का उस ध्येय ज्योति में लय होता है। जिस क्षण साधक का अहंकार विगलित होकर लयप्राप्त करता तब प्रत्येक स्तर पर ही ये ग्रन्थियाँ उन्मोचित होती हैं। फिर समाधि भंग होने पर अहं बोध लौट आने पर तब वह ग्रन्थि ग्रथित हो जाती है। एकमात्र सुषुम्ना मार्ग है आकाशमार्ग - सरलगति का पथ। उसमें कोई ग्रन्थि नहीं।

मूलाधार की कुण्डलिनी का साड़े तीन पेंच खोलना कोई सहजसाध्य कार्य नहीं है। कठोर तपस्या के माध्यम से साधक कठोरता अवलम्बन कर बहु प्रचेष्टा से भी वह साड़े तीन पेंच खोलने में सक्षम नहीं होता। उसके बाद तो और भी अनेक ग्रन्थियाँ है। इसीलिए मनुष्य जब अदम्य चेष्टा द्वारा या अपने पुरुषाकार द्वारा बहुत दिनों तक प्रयास करने के पश्चात् जब सक्षम नहीं होता तब सद्गुरु के चरणों में समर्पित चित्त से उनके निकट जाकर कहता है - ''बाबा, मैं तो साधन करता ही जा रहा हूँ, पर अब आप जो उचित समझते वही करे।'' जब साधक सद्गुरु के चरणों में समर्पण कर देता है तभी गुरु के प्रति उसका विश्वास एवं निर्भरता आ जाती है, तथा गुरु के संग हृदय का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है, प्रेम प्रगाढ़ होता है; तब वे सद्गुरु जो अपनी इच्छाशक्ति को उस परमब्रह्म की महाइच्छा के संग नित्ययुक्त करके रखने में सक्षम होते हैं, उनकी इच्छा ही तब भगवत् इच्छा रूप में शिष्य के आधार में व्यक्त होकर शिष्य को कृपापूर्वक ऊर्ध्व में चेतना के विवर्तन की धारा में उत्तोलन कर मानव से अतिमानव में रूपान्तरित कर देती है। इसीलिए महात्मन कहते हैं योगी साधक का सत्यानुसंधान के पथ पर शुरु से ही दास्यभाव अवलम्बन करना उचित है। दास्यभाव में ही अहंकार विगलित होता है। सत्ता की समस्त ग्रन्थियाँ उन्मोचित होती है। अपनी इच्छा से कोई देहाभ्यन्तरस्थ ग्रन्थि को भेद कर नहीं सकता। कोई भी कभी भी नहीं कर सकता। इसीलिए ऋषि अरविन्द ने समर्पण को बहुत बड़ा स्थान दिया है। उनकी सब पुस्तकों में हमें 'शरणागति' मिलती है। 'अहंकार' को छोड़ दो, 'मेरा अपना' कहकर कुछ मत सोचो, हरदम सोचो 'तवास्मि' - 'मैं तेरा हूँ' - अर्थात् भगवान का हूँ। भगवान की सृष्टि में तुम्हें कर्म प्रदत्त है, कर्मभूमि पर सबों को कर्म करना ही पड़ेगा। स्वयं भगवान को भी कर्मभूमि पर अवतीर्ण होने पर कर्म करना पड़ता है। कोई भी काम करो अर्थात् जागतिक सांसारिक कर्म जो भी करो, उस कर्म में यदि उनका चिन्तन करो, उनका चिन्तन मन में मनन के जैसे चलाते जाओ, तो वे अवश्य ही तुम्हारे भीतर जाग्रत होकर, अन्दर से ही तुम्हें उत्तोलित कर देंगे। तुम यदि उनकी शरणागति चाहते हो तो तुमसे वे स्वयं ही समर्पण करवा लेंगे। तब वे ही तुम्हारे भीतर सद्बुद्धि देंगे। तब तुम्हारी सत्ता की शुद्ध बुद्धि ही जाग्रत होगी। उस बुद्धि के द्वारा उन्हीं की कृपा से तब बोधि में पहुँच जाओगे। 'बोधि' है और भी विशुद्ध बुद्धि की अवस्था या बुद्धि की चिन्मय अवस्था। बुद्धि जब शक्ति में परिणत होती है तब

उसे बोधि कहा जाता है। उस बोधि के द्वारा वे तुम्हारे अन्तर में यह ज्ञान करा देते हैं कि मनुष्य या जीव की क्षमता कुछ नहीं है, सभी शिव या भगवान की क्षमता, भगवान की शक्ति से साधित होता है। अत: ''तुम जो करवाना चाहते हो। मैं वही कर रहा हूँ। तुम्हारे निकट पहुँचने के लिए जिस प्रकार जो कर्म करना होता है, गुरुप्रदत्त वही कर्म कर रहा हूँ।'' – यह भाव लेकर सद्गुरुगत-प्राण होकर समर्पित चित्त साधना, तपस्या करते जाना पड़ता है। *...क्रमश:*

(श्रीश्रीमाँ सर्वाणी द्वारा रचित बंगला ग्रंथ 'उन्मेष' से उद्धृत)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

कृष्ण कथा

महर्षि उतंक की भक्तिकथा

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

महाभारत के आदिपर्व में है, वेदज्ञ महर्षि आयोधधौम्य के वेद, आरुणि और उपमन्यु नाम के तीन शिष्य थे। उनमें से वेद के शिष्य थे उतंक। वेद ने गुरुकुल में वास करते हुए कष्ट पाया था इसीलिए अपने शिष्यों को किसी कर्म में नियोग या आत्मशुश्रूषा करने का आदेश नहीं देते। एकबार उन्होंने याजन कार्य के निमित्त प्रस्थान करने के समय शिष्य उतंक को अपनी अनुपस्थिति के समय गृह के समस्त कार्य सम्पादन करने का भार अर्पण किया। इसीक्रम में गुरुपत्नी ने उतंक के समक्ष एक असंगत प्रस्ताव रखा किन्तु उतंक ने उस अनुपयुक्त प्रस्ताव पर अपनी असम्मति प्रकट की। जब महर्षि गुरु वेद लौटकर आए तो उतंक से समस्त घटना का विवरण जानकर उससे अति सन्तुष्ट हुए एवं, ''तुम्हारे सभी मनोरथ सफल हो'' ऐसा कहकर अपने गृह से प्रत्यावर्तन करने का आदेश प्रदान किया। उतंक द्वारा गुरुदक्षिणा देने के लिए प्रार्थना करने पर गुरु वेद ने उसे गुरुपत्नी के निकट जाने का आदेश दिया। गुरुपत्नी ने तब पौष्य नरपति की स्त्री के कर्णाभरण चारदिन के मध्य आनयन का आदेश दिया। तदनुसार उतंक ने पौष्य नरपति की स्त्री से कर्णभूषण के लिए प्रार्थना की तथा समस्त कारण से अवगत होकर उन्होंने उतंक को अपने कर्णकुण्डल प्रदान कर दिए, किन्तु वहाँ से प्रत्यावर्तन के समय स्नानार्थ जलाशय में प्रवेश करने के पश्चात् वहाँ पर दिगम्बर साधुवेसी नागराज तक्षक ने कुण्डल का अपहरण कर लिया। इस पर उतंक ने देवराज इन्द्र एवं अग्निदेव की सहायता से कर्णकुण्डल को नागलोक से उद्धार कर गुरुपत्नी को प्रदान कर गुरुदक्षिणा स्वरूप ऋण से मुक्त हुए।

फिर, महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में वर्णित है कि महर्षि उतंक अतिशय गुरुभक्त थे। उनके गुरु महर्षि गौतम उनके अनेक सद्गुणों को देखकर उनसे इतने खुश थे कि अन्यान्य शिष्यों को अपने-अपने गृह में गमन करने की अनुमति प्रदान करने पर भी उतंक को सर्वदा अपने समीप रखते थे। सुदीर्घकाल तक गुरुगृह में वास करने के पश्चात् भी उतंक अपनी उम्र के विषय में अनुभव नहीं कर पाये। अवशेष में हठात् एकदिन यह समझते हुए वे अतिशय दुखी हुए अतएव गुरु के निकट अनुयोग कर कहा, ''आपने मुझसे वयोकनिष्ठ कितने शत शिष्यों को गृह में जाने की अनुमति प्रदान की है किन्तु मुझे अभी भी अनुमति क्यों नहीं प्रदान कर रहे है?'' गौतम ने कहा, ''मैं तुम्हारी सेवा से अतिशय खुश हूँ। इसीलिए तुम्हें गृह में जाने की अनुमति नहीं दी। जो भी हुआ, इस क्षण तुम यदि अपने गृह में जाने की इच्छा रखते हो तो वहाँ जा सकते हो।'' यह कहकर गौतम मौन हो गये तब उतंक ने कहा, ''भगवन, आपको गुरुदक्षिणा क्या दूँ?'' गौतम ने कहा, ''वत्स, तुमने मुझे परितुष्ट किया है, वही तुम्हारी गुरुदक्षिणा है। तुम यदि षोड़शवर्षीय युवा हो पाओगे तब मैं तुम्हें अपनी कन्या दान करूंगा, उसके अतिरिक्त और कोई तुम्हारे तेज को धारण नहीं कर पाएगा।'' उतंक उसी समय योगबल से युवा हो गये एवं गुरुकन्या का पाणिग्रहण किया व गौतम का आदेश लेकर गुरुपत्नी से कहा, ''आपको क्या दक्षिणा दूँ बोलिए।'' बारम्बार अनुरोध करने पर अहल्या ने कहा, ''सौदास राजा की महिषी जो दिव्य मणिमय कुण्डल धारण करती है वे लाकर दो।'' उतंक कुण्डल लेने गये है यह सुनकर गौतम दु:खित हो गये उन्होंने अहल्या से कहा, ''सौदास वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गये है उनके समीप उतंक को प्रेरण करना उचित नहीं हुआ।'' सुनकर अहल्या ने कहा, ''मैं वह नहीं जानती थी। तुम्हारे आशीर्वाद से उतंक का कोई अमंगल नहीं होगा।''

गुरुपत्नी अहल्या की प्रार्थना से उतंक ने सौदास राजा की

पत्नी मदयन्ती के कुण्डल ग्रहण कर प्रत्यावर्तन किया। मृगचर्म के उत्तरीय में कुण्डल बाँधकर उतंक द्रुतवेग से गौतम के आश्रम की ओर अग्रसर हो रहे थे। पथ में क्षुधा से विह्वल होकर एक बिल्ववृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने लगे, उसी समय कुण्डल सह उनका उत्तरीय भूमिपर पतित होने पर ऐरावत वंशजात एक सर्प कुण्डलद्वय अपहरण कर नागलोक में प्रवेश कर गया। अनेक चेष्टा के उपरांत भी उतंक कुण्डल उद्धार ना कर पाए तब विषन्न होकर लौटने का उपक्रम करने लगे। उसी समय देव हुतासन अश्वरूप धारण कर वहाँ उपस्थित हुए एवं उतंक को कुण्डल प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर वहाँ से प्रस्थान किया। तत्पश्चात् उतंक अग्नि की प्रदक्षिणा कर गुरु गृह में लौट आये एवं अहल्या को कुण्डल प्रदान किया। सौदास महिषी मदयन्ती के वे कुण्डल 'दिव्य कुण्डल' थे। वे कुण्डल सर्वदा सुवर्ण क्षरण करते थे, रात्रिकाल में नक्षत्र व तारामण्डल की प्रभा आकर्षण करते और धारण करने पर क्षुधा-पिपासा एवं अग्नि, विष इत्यादि भय दूर हो जाते।

महर्षि उतंक अतिशय गुरुभक्त और तपोनिष्ठ थे। त्रिलोक भ्रमण कर वे दिव्य कुण्डल लाए थे; तपस्या के फल से उनका असाधारण प्रभाव था। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद श्रीकृष्ण वासुदेव ने निज पितृदेव का दर्शन करने के लिए हस्तिनापुर से द्वारका की ओर गमन किया। मार्ग में महर्षि उतंक के साथ उनका साक्षात्कार हुआ। उतंक ने जब वासुदेव से सुना कि कौरवगण युद्ध में पाण्डवों के हाथों से निहत हुए है, इस पर वे अत्यंत क्रुद्ध हुए एवं वासुदेव की अवहेलना से ही कौरवकुल विनष्ट हुआ है ऐसा जान कर उन्हें शाप प्रदान करने के लिए उद्यत हुए। तब वासुदेव द्वारा अध्यात्मतत्त्व वर्णन करने पर महर्षि उतंक शाप प्रदान करने से निवृत हुए। तत्पश्चात् उतंक के प्रार्थना करने पर वासुदेव ने उन्हें विश्वरूप प्रदर्शन कराया एवं उतंक को वर प्रार्थना करने के लिए कहा, उतंक ने कहा कि मरुभूमि में अत्यंत जलाभाव है। अतएव वे जैसे सहज में ही मरुभूमि में जल प्राप्त कर सके। उतंक की भक्ति आप्लूत प्रार्थना से तुष्ट होकर भगवान वासुदेव ने प्रार्थित वर प्रदान किया। कुछ समय पश्चात् एकदा पिपासार्त होकर जल अनुसंधान करते-करते महर्षि उतंक ने एक भीषण आकार वाले चण्डाल को देखा। वह चण्डाल अविरत मूत्र परित्याग कर रहा था। उतंक को पिपासार्त देखकर चण्डाल ने उन्हें निज मूत्र पान करने के लिए कहा। उतंक के बारम्बार यह घृणित कर्म करने में असम्मति प्रकट करने पर चण्डाल सहसा अन्तर्हित हो गया। तब उतंक, यह वासुदेव की ही माया है, यह समझने पर दु:खित हुए। कुछ समय बाद वासुदेव उनके निकट आविर्भूत हुए तब उतंक ने कहा, ''ब्राह्मण को चण्डाल का मूत्र पान करने के लिए कहना अन्यायपूर्ण हुआ है।'' इसके उत्तर में वासुदेव ने कहा कि ये चण्डाल प्रकृतपक्ष में छद्मवेशी इन्द्र थे। वासुदेव के अनुरोध पर ही इस प्रकार से वे उतंक को अमृत पान कराने के लिए आए थे। लेकिन उतंक चित्त की संदिग्धता के दोष और बुद्धि की चंचलता के कारण अमृतपान के सौभाग्य से वंचित रहे। अत:पर वासुदेव ने उतंक से कहा कि भविष्य में तृष्णार्त होने पर जल के लिए प्रार्थना करते ही मरुभूमि में जलधर समुदय आविर्भूत होकर उन्हें जल प्रदान करेंगे। भूमण्डल में यह मेघ 'उतंक मेघ' कहकर ख्यात होगा। महर्षि उतंक ने प्रभासतीर्थ में 'उतंकेश्वर' नाम से एक शिवलिंग की स्थापना कर अर्चना की। महर्षि उतंक के अनुरोध पर मनुवंशीय वृहदेश्वर-पुत्र कुवलयाश्व ने धुन्धुराक्षस का वध किया था।

पुराण में एक ही ऋषि का नाम सत्य-युग से द्वापर-युग पर्यन्त मिलता है। इस विषय पर मेरे परमाराध्यदेव श्रीश्रीबाबा से प्रश्न करने पर उन्होंने कहा -''पुराण युग में अधिकांश ही आत्मज्ञानी ऋषि थे। उन समस्त प्राज्ञ ऋषियों की सन्तान होकर जब जो ऋषि जन्मग्रहण करते तब उनका पूर्वजन्म का नाम ही पुन: दिया जाता था।'' इस परंपरानुसार ही उतंक ऋषि की कथा यहाँ प्रस्तुत की गई है।

(*सहायक ग्रंथ : महाभारत*)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

आगामी अनुष्ठान सुची

होली - २ मार्च, शुक्रवार
अध्यात्मिक सभा – १८ मार्च, रविवार
अन्नपूर्णा पूजा – २५ मार्च, रविवार
राम नवमी – २५ मार्च, रविवार
प्रथम बैशाख – १५ अप्रेल, रविवार

श्रीश्रीमाँ की प्रथम बद्रीनाथधाम यात्रा

(७)

हमलोग समस्त पथ का अतिक्रम कर बदरीक्षेत्र में विचरण कर रहे थे। उस पथ में हनुमानचट्टी के अतिरिक्त और कोई प्रसिद्ध धर्मस्थल नहीं है, ऐसा हमारे गाड़ी चालक ने हमें अवगत करवाया। आकाश अपना रूप प्रतिक्षण बदल रहा था कभी सम्पूर्ण मेघमुक्त तो कभी मेघाच्छादित। कहीं आलोक से झिलमिलाते आकाशस्पर्शी तुषार-शिखर, तो कहीं पातालमुखी घोर अंधकारमय उपत्यका। कहीं पर्वत को केन्द्र करते हुए निर्जन गहन अरण्य और उनके मध्य नृत्यरत झरने जो पहाड़ों के ऊपर से

कल-कल निनाद करते अनायास ही सब का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे। ये सभी दृश्य मानों हमें अपने समीप आने का आमंत्रण दे रहे थे। यही कारण था हमारी गाड़ी नीलकण्ठ पहाड़ को लक्ष्य करते हुए पहाड़ी मार्ग का अनुकरण करती हुई आगे बढ़ रही थी नर-नारायण पर्वत के अंचल में जाने के लिए। मार्ग में अग्रसर होते हुए हनुमानचट्टी के पवनपुत्र वीर हनुमानजी के मन्दिर को अतिक्रम करते हुए बदरीनाथधाम के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे थे। संध्या आगत थी बदरीक्षेत्र में वैद्युतिक आलोक की व्यवस्था एक पहाड़ से अन्य पहाड़ में सुशृंखल रूप से लेकर आने से, उस समय चतुर्दिक वह क्षेत्र प्रकाश से जगमगा उठा; रास्ता-घाट, दुकान-पाट से आरम्भ कर परमेश्वर श्रीश्रीबद्रीनाथजी का मन्दिर और तत्संलग्न इलाका समूह। उस समय हमलोग भी श्रीश्रीमाँ के साथ उस महातीर्थस्थान में उपस्थित थे। वह विष्णु-तीर्थस्थान, धर्मपिपासु मनुष्यों, साधु-सन्तों, तपस्या से आकृष्ट धार्मिक और गुणियों के लिए अति आकर्षणीय और पुण्यफल आहरण की विशेष भूमि है, जो कि प्राचीन काल में बहु ऋषियों, मुनियों और महात्माओं की श्रेष्ठ 'तपोभूमि' थी एवं 'भू-बैकुण्ठ' कहकर प्रचलित थी। वहाँ की तपोभूमि का स्थान-माहात्म्य बहुत विराट् है। संस्कृत में एक श्लोक है :-

''बहुनि सन्ति तीर्थानि दिवि भूमौ रसातले।
बदरी सदृशं तीर्थ न भूतं न भविष्यति।।''

–इसका तात्पर्य है, स्वर्ग-मर्त्य-पाताल में अनेक तीर्थ है किन्तु बदरीतुल्य तीर्थ न हुआ है, न होगा।

यह भी कथित है कि 'बदरीं भगवान् विष्णुर्ण मुंचति कदाचन' अर्थात्, श्रीहरि बदरी तीर्थ का कभी भी परित्याग नहीं करते।

उपर्युक्त उल्लेखित श्लोक के माध्यम से हमलोग समझ पाते हैं कि, सत्य ही सुदूर हिमालय के श्रेष्ठ तीर्थ बदरीनाथ धाम के श्रीश्रीनारायणजी की अपार कृपा मिश्रित देवभूमि और मोक्षभूमि का महत्व अत्यंत गभीर उपलब्धि का विषय है। कोई भी धार्मिक और भक्तप्राण मनुष्य उनके श्रीचरणों से उपस्थित हो जाए तो उनके कष्टों का निवारण अवश्य होगा। हमारे पूर्व निश्चित किए गए स्थान पर (होटल में) चालक ने गाड़ी खड़ी कर दी। तत्क्षण हमलोगों ने अपना समान उतार कर होटल के दोतल्ले के एक कक्ष में रखा। देवभूमि का स्पर्श करने के रोमांच ने ही हमें आनन्द से परितृप्त कर दिया। गुरुभाई पार्थदा ने होटल में आगन्तुक मन्दिर के पुरोहित महाशय को नम्र निवेदन कर मन्दिर में पूजा करने और दर्शन की व्यवस्था की। अत्याधिक शीत के कारण हमलोगों ने गर्म कपड़े पहने। होटल के कक्ष और उनमें लगे बिस्तर अत्यधिक ठंड के कारण ऐसे लग रहे थे मानों हल्की वृष्टि में भीगे हो। श्रीश्रीमाँ के कक्ष के खिड़की से अलकानन्दा के उस पार श्रीश्रीबदरीनाथजी का मन्दिर दिखाई दे रहा था। मन्दिर बड़े सुन्दर ढंग से छोटी-छोटी रोशनियों से सुसज्जित था एवं मन्दिर के शीर्ष के ऊपर रखी हुई थी एक उज्ज्वल बत्ती, जिससे चहुँ ओर आलोक छिटक कर फैल रहा था। वही से खड़े-खड़े करजोड़ श्रीविष्णु के उद्देश्य में प्रणाम निवेदन किया। उसी समय पार्थदा ने आकर कहा, कि हमें अभी मन्दिर जाना होगा। मन्दिर के पुरोहित महाशय (वहाँ रावलजी नाम से प्रसिद्ध हैं) ने संध्या-आरती से पूर्व वहाँ जाने के लिए कहा था। वे वहाँ मन्दिर के भीतर ही रहेंगे। उनका निर्देश मानते हुए हमलोगों ने शीघ्र ही श्रीश्रीमाँ के साथ होटल से मन्दिर प्रांगण की ओर प्रस्थान किया। पथ नीचे की ओर उतरते हुए स्वर्ग-गंगा अलकानन्दा पुल की तरफ जा रहा था। अलकानन्दा जल की आवाज जैसे तीर्थ यात्रियों के लिए आतंक का विषय हो गयी थी। उसके चहरे ने भी जैसे भयंकरता का मुखौटा पहन लिया हो, पहाड़ की असमतल भूमि का निरंतर कठोर आधात लगते-लगते जैसे मृदुता का

स्थान उग्रता ने ले लिया। हमलोगों ने पुल पार कर मन्दिर प्रांगण में प्रवेश किया। शुरु से ही प्राय: एक फुट ऊँची सीढ़ी पर चढ़ने में अत्यधिक कष्ट हुआ। श्रीश्रीमाँ के लिए तो यह बड़ी कष्टदायक पदयात्रा थी। कुछ ही दूरी पर था ऋषिगंगा का मिलनस्थल, पास ही तप्त कुंड एवं गरुड़देव की (श्रीनारायण जी का वाहन) गुहा है। रावलजी ने मन्दिर में प्रवेश और बदरीनाथजी की संध्या आरती देखने के लिए कुछ पैसों की दक्षिणा देकर टिकिट की व्यवस्था की थी। हमलोगों ने मन्दिर में श्रीश्रीमाँ के साथ प्रवेश करने पर देखा कि भक्तों के समागम से मन्दिर खचाखच भरा था। भीतर स्थापित श्रीबद्रीनाथजी के अनुरूप ही एक और विग्रह था जिसे मन्दिर के प्रांगण में सिंहासन पर रखकर पूजार्चना की जाती है, उस विग्रह का भी हमें दर्शन प्राप्त हुआ। हम सभी विचार कर रहे थे कि इतने जनसमूह के बीच में से निकलकर हमलोग किस प्रकार श्रीश्रीबद्रीनाथजी के निकट पहुँच कर पूजा करेंगे। हठात् हमलोगों ने देखा श्रीश्रीमाँ की कृपा से गर्भ-गृह में प्रवेश करने की जगह मिल गयी, इस प्रकार हम सभी ने रावलजी के साथ गर्भगृह में प्रवेश किया। श्रीश्रीमाँ के निर्देशानुसार श्रीश्रीमाँ के साथ लायी गयी दोनों नारायण शिलाद्वय को मन्दिर के प्रधान रावलजी ने अपने हाथ में लेकर, विष्णुतीर्थ के आदि देवता श्रीश्रीनारायण का स्पर्श करवाकर तथा उनके श्रीचरणों में पूजा दिलवाकर शिलाद्वय को श्रीश्रीमाँ को सौंप दिया। गुरु माँ गर्भगृह के मूल दरवाजे के समीप खड़ी थी, और हमलोग उस दरवाजे के चौकाठ के नज़दीक श्रीश्रीमाँ के चरणों के पास ही बैठे थे, जो श्रीश्रीबद्रीनाथजी के आसन के निकटस्थ था। श्रीचरणों तले बैठकर उनका दर्शन करने एवं आश्रम से लायी नारायण शिलाद्वय की पूजा देखने का ऐसा सौभाग्य श्रीश्रीमाँ के आशीर्वाद एवं विष्णुतीर्थ के देवता की कृपा के कारण ही सम्भव हो सका था। श्रीबद्रीनाथजी के परिहित तुलसीपत्रों की माला के कुछ अंश एवं चरणामृत पाकर हमलोग धन्य हुए तथा आनन्द से परितृप्त हुए। वहाँ सिंहासन पर उपवेशित राज-देवता श्रीबद्रीनाथजी रत्नखचित अलंकारों तथा अद्वितीय परिधान परिहित राजमुकुट धारण कर अति अपूर्व सज्जा से सुसज्जित थे। हमारे नयन स्थिर होकर अपलक दृष्टि से श्रीबद्रीनाथजी को निहार रहे थे एवं उनके सौन्दर्य का रसपान करने लगे। चन्दन और कस्तुरी के सौरभ से सम्पूर्ण मन्दिर मानों महक रहा हो, घी के प्रदीप से प्रज्ज्वलित आलोक से मन्दिर की शोभा द्विगुणित हो रही थी एवं ध्यानगम्भीर परिवेश अति सुन्दर था। पूजा के क्रम में श्रीश्रीमाँ की दृष्टि, विग्रह के आरती पर स्थिर हो गई थी। मानों देवभूमि के देवता के साथ देवी की आत्मज्योति का आदान-प्रदान हो रहा है। वहाँ मूलविग्रह के दाँयी ओर था धनाधिपति कुबेर और उद्धब। बायीं तरफ नर-नारायण ऋषि और देवर्षि नारद, और श्रीश्रीमाता महालक्ष्मी। ठीक विग्रह के समक्ष थी श्रीनारायणजी के वाहन गरुड़देव की चाँदी की मूर्ति। मैंने श्रीश्रीबद्रीनाथजी के समक्ष आकुलभाव से याचना की कि वे हमारी श्रीश्रीमाँ द्वारा निर्मित शिवरामपुर में स्थित लक्ष्मी-जनार्द्दनजीऊ के मन्दिर में युगों-युगों तक सर्वदा जाग्रत रहे तथा प्रतिष्ठा दिवस के दिन उनके करुणामय रूप के आवाहन के लिए नम्र निवेदन किया। एकाग्रचित्त होकर प्रार्थना करते समय अन्तर में क्षणिक स्पन्दन के माध्यम से एक अतीन्द्रिय अनुभूति की, जो उनके श्रीचरणों में मेरी प्रार्थना पहुँचने का एक संकेत था शायद, तत्क्षणात् मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा। संध्या-आरती का समय था, इसीलिए मन्दिर के पुजारी ब्राह्मण रावलजी के कथनानुसार हमलोग श्रीश्रीबद्रीनाथजी के श्रीचरणों में प्रणाम निवेदन कर बाहर आ गये मन्दिर के प्रदक्षिण प्रांगण में। उस प्रांगण में थी मन्दिर के प्रतिष्ठाता शिवावतार आदि शंकराचार्य की एक मूर्ति जो नित्य पूजित होती थी। हिमालय की देवभूमि श्रीविष्णु तीर्थ का वह मन्दिर प्रांगण सर्वदा मन्त्रपाठ और बदरीविशालजी की जयध्वनि से गुंजायमान रहता था। अत्यधिक समय और लम्बी तीर्थयात्रा के फलस्वरूप श्रीश्रीमाँ का थक जाना स्वाभाविक था; इसके अतिरिक्त अपार जनसमूह के मध्य खड़े होकर श्रीविष्णुकी आरती देखने का आग्रह ना रहा अत: श्रीश्रीमाँ ने हमारे द्वारा खरीदे हुए टिकिटें को उन्हें देने के लिए कहा जो पैसों के अभाव में श्रीविष्णु की आरती देखने का अवसर नहीं पाते। यही है हमारी करुणामयी, मंगलमयी श्रीश्रीमाँ जो हमेशा सभी के मंगलार्थ ही चिन्तित रहती है। इसके पश्चात् मन्दिर के छोटे-बड़े स्थानों को निहारते हुए लौटते समय नारायण पर्वत के ऊपर साधु-सन्यासियों के आश्रमों का अवलोकन किया जो आलोक से आलोकित हो रहे थे। रात्रि की बेला में आश्रम के घरों में बत्तियों का प्रकाश, जुगनू के सदृश टिम्टिम् करके जल रहा है दिखाई दिया। मन्दिर से आने के समय हमलोगों ने श्रीश्रीबद्रीनाथजी की कुछ छवियाँ खरीदी तथा खाना पीना शेष करके होटल में पुन: लौट आए। *...क्रमश:*

–मातृचरणाश्रित स्वामी संवेदानंदजी

हिन्दी अनुवाद–मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

आश्रम समाचार

२१सितम्बर - ३० सितम्बर – इसबार आश्रम की २६ वीं नवरात्रि व्यापी दुर्गापूजा अनुष्ठित हुई। नित्य पूजा, यज्ञ और भोग-प्रसाद वितरण का आयोजन प्रति वर्ष की तरह इस बार भी सुचारु रूप से सम्पन्न हुआ। पंचमी के दिन सुबह से श्रीश्रीमाँ के कर-कमलों से पाँच सौ से अधिक ग्रामवासियों को वस्त्र वितरण किए गए। वस्त्र के साथ मिठाई एवं बिस्कुट के पैकेट भी प्रदान किए गये। इस दिन संध्या में पण्डित श्रीगिरिधारी नायक के 'उड़िसी आश्रम' के शिक्षार्थियों द्वारा एक मनोरम नृत्यानुष्ठान प्रस्तुत किया गया। हिरण्यगर्भ की पूववर्ती संख्या का भी विमोचन हुआ। सप्तमी के पावन संध्या पर श्रीश्रीमाँ के साथ गुरुभ्राता और भगिनियों ने श्रुतिमधुर संगीत का परिवेशन किया। इसी दिन नृत्य भी प्रदर्शित किए शिशु कलाकारों ने। महाष्टमी तिथि के अवसर पर श्रीश्रीश्यामाचरण लाहिड़ीबाबा के तिरोधान तिथि के उपलक्ष्य पर भण्डारा का आयोजन किया गया। नवमी के दिन समागत अनेक भक्तों के मध्य श्रीश्रीदुर्गादेवी का महाप्रसाद वितरण किया गया।

१ - ५ अक्टूबर – हरिद्वार के रोड़ी बेलवाला में रहनेवाले महात्मा टाटबाबा ने इस अखण्ड महापीठ आश्रम में कुछ दिन अतिवाहित किए। आश्रमवासियों को सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके पावन सान्निध्य में सत्संग करने का।

५ अक्टूबर – श्रीश्रीकोजागरी पूर्णिमा की अर्द्धरात्रि में श्रीयज्ञनारायणदा के पौरोहित्य में श्रीश्रीलक्ष्मी-जनार्दनजीऊ की आराधना और यज्ञ बहुत ही सुन्दर ढंग से सम्पन्न हुए।

१८ अक्टूबर – इस दिन सुबह श्रीश्रीमाँ ने अगणित दरिद्र ग्रामवासियों के मध्य वस्त्रादि वितरित किए। वस्त्र के साथ प्रत्येक को मिठाई का पैकेट और बिस्कुट प्रदान किये गये।

१९ अक्टूबर – हमेशा की तरह दीपावली के पर्व पर आश्रम में मनोहर रंगोलियों और मोम-बत्तियों की आभा एक अलग सा सौन्दर्य प्रदान कर रही थी। अमानिशा की मध्यरात्रि में श्रीश्रीमाँ ने अपने ही आश्रम में प्रतिष्ठित देवी ताराकालिका की पूजा की।

२९ अक्टूबर – इस दिन जगद्धात्री पूजा के उपलक्ष्य पर श्रीश्रीअन्नपूर्णा मंदिर में भोग निवेदित हुआ।

४ नवम्बर – रासपूर्णिमा के दिन श्रीश्रीराधामाधव को दोपहर में भोग निवेदन और प्रसाद वितरण हुआ। इस पुनीत संध्या पर श्रीश्रीमाँ ने कई अपूर्व भजन प्रस्तुत किए।

१९ नवम्बर – इस दिन अखण्ड महापीठ माता सर्वाणी ट्रस्ट की वार्षिक आम सभा अनुष्ठित हुई।

२१-२४ नवम्बर – श्रीश्रीमाँ कुछेक भक्तसह राजस्थान के उदयपुर से श्रीनाथजी के मन्दिर दर्शन करने गए थे।

२७-२८ नवम्बर – २७ नवम्बर अखण्ड महापीठ के भक्तनिवास और अन्नपूर्णाक्षेत्र में मन्दिर प्रतिष्ठा दिवस पर

प्रात:काल की मंगल बेला में पूजा और प्रसाद वितरण किया गया। कुमारी भोजन में श्रीश्रीमाँ ने बच्चों को निज-करों से प्रसाद वितरण किया। संध्या में भजन-संध्या का आयोजन भी अन्नपूर्णाक्षेत्र में ही किया गया। २८ नवम्बर में प्रात:काल 'श्रीश्रीलक्ष्मी-जनार्दनजीऊ' की पूजार्च्चना और भोगप्रसाद वितरण संपन्न हुआ।

३ दिसम्बर – इस दिन प्रात:काल श्रीश्रीमाँ ने ग्रामवासियों को कम्बल तथा शीतवस्त्र साथ में मिठाई का पैकेट और बिस्कुट प्रदान किए।

९ दिसम्बर – अखण्ड महापीठ के प्रांगण में श्रीश्रीमाँ सारदादेवी के जन्मतिथि के उपलक्ष्य पर होटोर की महिला और शिशु आश्रम की छात्राओं ने श्रीश्रीमाँ को श्रद्धा निवेदन किया। पहले आश्रम के गुरुभ्राता और भगिनीगणों ने एक मनोरम संगीतानुष्ठान परिवेशित किया। तत्सह होटर आश्रम की साध्वी प्रभानंदमयी ने सुंदर कुछ भक्तिगीत परिवेशन किए। होटर के शिशुशिल्पियों ने 'गोपाल भॉड' नामक नाटक परिवेशन करके दर्शकों का मनोरंजन किया।

११ - १६ दिसम्बर – इस अन्तराल में श्रीश्रीमाँ वाराणसी आश्रम परिदर्शन हेतु गई।

२५ दिसम्बर – इस दिन संध्या में आध्यात्मिक सभा के २५ वें पर्व पर कठोपनिषद् पर गुरुभ्राता डा. वरुण दत्त ने एक अपूर्व व्याख्यान प्रस्तुत किया।

३१ दिसम्बर - इस दिन सुबह संत्संग में श्रीश्रीमाँ ने क्रियायोग विषय पर प्रवचन दिया।

Kapil Muni Imparts Supreme Knowledge to Mata Devahuti

The legendary Kapil Muni was born to Prajapati Brahmarshi Kardama and Mata Devahuti as an avatar of Lord Narayana to enlighten the world with the pinnacle of spiritual wisdom. His great discourse to his mother Devahuti remains a classic in Sankhya, Yoga and Bhakti. Much of the fundamental underpinnings of Indian philosophy can be traced back to him. His works are the pride of our civilizational heritage and due credit must be given to the people of this land who have been able to carefully preserve some of his epoch-making revelations made thousands of years ago. In this article, we shall try to present some aspects of this great Muni, considered one of the greatest the world has seen, especially his teachings which came through from his spiritual interactions with his mother, Devahuti Mata.

Bhagwan Kapil imparting divine Knowledge to Mata Devahuti

The Prajapatis were given the mandate to populate the earth with their progeny. For this, Prajapati Kardama needed an eligible consort. He went to Bindu Sarovar on the shores of the then mighty river Saraswati to seek the grace of Lord Sri Hari and performed severe penance for years together. Pleased with his austerities and bhakti, the Lord directed Prajapati Swayambhu Manu, the then ruler, to hand over his eligible daughter Devahuti in marriage to Sage Kardama. The Lord also assured that after nine daughters are born to them, He will Himself descend as his son and instruct transcendental knowledge to the world through his teachings to Devahuti and others. Soon after, Prajapati Swayambhu Manu and his wife Devi Satarupa came to meet Kardama Rishi and handed over their daughter Devahuti in marriage. Kardama took Devahuti as his consort and imparted divine knowledge to her.

After many years of blissful marriage and birth of nine wonderful daughters, Kardama Muni sought to complete his worldly duty of having the Supreme as his son, as prophesized by the Lord. For this he planned to migrate to the forests and undertake prayers and sadhana. Fearing that she will now have to take responsibility of the marriage of nine daughters, Devahuti requested Kardama for a solution. Her husband reiterated to her the Lord's assurance and indicated that very soon, Bhagwan Vishnu will enter her womb as their son. For this, she has to prepare herself by controlling her senses, follow the code of conduct and observe special austerities of tapasya, perform daana or philanthropy and reverentially seek the blessing of God. If she is successful, the Lord will himself come into their family and by this, their family name will become illustrious. The marriage of their daughters will take place to the most qualified personalities. The avatar will himself teach his mother and impart her supreme knowledge of Brahman, through which she would be liberated and attain God-hood.

In due course, a divine son was born to Devahuti and Kardama. This avatar of Lord Narayana was christened 'Kapil'. Mother Nature heartily announced his birth with auspicious signals. The great sages came to the abode of Kardama and Devahuti to greet the newly born. Lord Brahma himself appeared before them and also blessed the

assembled dignitaries. Seeing the child, he announced that Parabrahman had himself descended to disseminate the knowledge of Sankhya. He told Devahuti, "Your son Kapil, being an avatar, through his innate knowledge of scriptures, will impart both the knowledge and the science of Yoga that will enable uprooting of desires and breaking the chains of karma, leading to liberation. He will be revered as the overlord of the siddhas and be worshipped by all seekers as the epitome of perfection." On the directions of Lord Brahma, Karadama and Devahuti's nine divine daughters, elder sisters of Kapil Muni, were handed over in marriage to great sages. Kardama Muni handed over his daughter Kala to Marichi, and another daughter, Anasuya, to Atri. He delivered Sraddha to Angira and Havirbhu to Pulastya. He delivered Gati to Pulaha, the chaste Kriya to Kratu, Khyati to Bhrigu, and the unequalled Arundhati to Vasishtha. On completion of his duties, Kardama retired to the forests to seek divine permanence and eventually through his great sadhana and the grace of the Supreme, became a nitya-siddha. Later Kapil, when eligible was married to Devi Dhriti.

In terms of fundamental principles, Kapil is depicted as 'fire-complexioned', indicating him embodying the supreme divine fire that nourishes all other fires. He is, therefore, the principal teacher of the foundational philosophy that embodies Sankhya, Yoga and Bhakti. Like the pristine fire, he remains untainted, but on emergence of "anger" for a purpose, acts decisively to accomplish the mission. He combines both the fair (Shukla) and dark (Krishna) hues, manifesting Sri Jagannatha tattwa encompassing the Manifested-Unmanifested whole. In the evolutional process of the avatars, he is considered part of the Kurma Avatar period, when knowledge was secured to few and about to open up. He was the fountainhead of its opening to the world.

After Sage Kardama left, Kapil Muni remained with his mother in their ashram in Bindu Sarovar. Remembering the words of Lord Brahma, Mata Devahuti approached her son by saying, "You are the primordial Lord, Ishwar of all beings. You have appeared as the sun that removes the blinding delusions that silhouettes the eyes and creates imperfections of 'my' and 'mine'. Please be the axe that cuts the bonds of my tree of sansara. I want to know the truth. Please teach me. I seek your refuge."

Delighted at his Mother's inner urge for truth, Kapil Muni imparted Knowledge, some highlights of which are as follows:

Spiritual yoga or the yoga of the soul,
Is the means towards the supreme goal;
That cuts the cords of delusional disease,
To where worldly joy and sorrow cease.

The chitta is the root of bandhan and mukti,
That creates bondage through worldly asakti;
The chitta when soaked in divine devotion,
Reunites with the Lord and attains liberation.

As chitta imagines things as 'my' and 'mine',
Passions of anger, desire delude the mind;
A yoga-purified chitta devoted to the divine,
Spreads gyan-vairagya-bhakti's glorious sunshine.

The knowledge of Purusha emerges within,
Beyond Prakriti, the unalloyed Atma is seen;
Undivided, self-luminous, having no dual,
Subtle, dispassionate – witness without equal.

Mata Devahuti then asked her son to teach her in a simplified manner the steps of the path of this yoga that leads to this liberation through supreme devotion. Kapil Muni first explained the experience of true devotion.

When all flows of emotions of touch and sight,
Lead to remembrance of Supreme's loving light;
Being natural, spontaneous, causeless and pure,
You can feel Bhagawati Bhakti sprouting for sure.

He then expounded on the details of the philosophy that is now known as Sankhya.

Hear O Mother the knowledge when gained,
Helps make Purusha Prakriti-guna unchained;
Signs that indicate ego's merging with soul,
I will expound a few to indicate the goal.

The pristine light within a Jiva's innermost self,
That is the Purusha, it is the Atma – soul itself;
Self-expressed, unborn –separate from Prakriti,
Universe manifests when
conjoined to this Reality.

Through the Lord's inexplicable
divine will-play,
Prakriti with gunas embraces
Purusha's mainstay;
As Prakriti's creative spirit
unfolds in all splendour,
Purusha watches, engrossed in captured wonder.

As acts are performed by the gunas of Prakriti,
Its reflection on Purusha
creates the 'ego' entity;
While The Witness Purusha remains unaffected,
Ignorance-chained ego-sense
feels Karma-afflicted.

Kapil Muni then elaborated a bit on the description of Prakriti and Purusha.

Prakriti displays twenty-four qualities of its own,
The Learned however,
see Brahman in everyone;
Five elements, five senses, ten organs of sense,
Mind, intellect, ego, chitta
complete its presence.

These twenty-four form the Saguna Brahman,
To it is added Kaala, the inexplicable someone;
It instills fear in beings in Avidya's bondage,
The Seer sees it as the Supreme's camouflage.

Kapil Muni then expounded on creation and its manifestation and how the Jiva evolves.

The twenty-five elements
seed creation as Mahat-tattwa,
Their origins are seen
by a sadhaka within the kutastha;
The clear saguna experience
of the same in pristine form,
Is realized as Vasudeva
in the pure chitta's cave-dorm.

None of the elements can arouse
the Purusha on their own,
Without the soul-purified chitta,
the Lord remains unknown;
Yoga-yukta buddhi with
vairagya-gyan-bhakti filled dhyan,
Can take the Jivatman
to Parameshwar, through atma-gyan.

Kapil Muni brilliantly extolled both internal and external creation and the path of sadhana. He explained how this subtle 'I'-sense created through the interaction of Purusha and Prakriti is both the cause of bondage as well as the ladder to liberation. His explanation of how there are two sides of the same element, one aspect which causes further cycles of birth and death and another side which breaks these chains, remains one of his most insightful revelations. He reiterated how deep vairagya and unflinching devotion are the keys to this yoga. He then elaborated on the Ashtanga Yoga or the eightfold yogic path and outlined the detailed steps for the same to attain the state of self-realization in Samadhi. He also elucidated on the most mysterious element – kaala, its origins, permeation in all created existence and its true nature.

Listening to her son, Mata Devahuti attained knowledge of truth. She began to sing glories of her great Avatar son. Kapil Muni then asked her to follow this path through which she will be liberated. He then took permission of his mother and left Bindu Sarovar. Mata Devahuti pursued the path revealed by her son and finally became one with the Divine.

Based on an essay by Sree Sree Maa,
–Sri Partha Pratim Chakrabarti,
Her Blessed Child

Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo

(44)

A boy of 11-12 years used to visit our Guru Maharaj with his parents from Betor Malikpara. The boy had a transverse linear scar on the cornea of one of his eyes and so he had a problem in his vision. He was treated by many doctors without success; so his parents, hearing about Sir Sri Baba from someone, used to bring the boy to him and made him sit in front of Baba with the hope of visual recovery by the grace of Guru. Guruji used to talk with his disciples and gaze at the boy's eyes, occasionally. After a period of time, the corneal scar of the boy disappeared and he regained normal vision.

(45)

When one dwells in the higher planes of spiritual consciousness, few incidents happen spontaneously. Guruji received the news that Anupda's (Anup Chakraborty) mother has expired. Guruji and myself (Bapi) started towards Anupda's house in a vehicle. It was nearly 12 o'clock at midnight and the cold night was shrouded with a veil of fog. When we were going past the Beckbagan area, our car stopped, probably due to red signal or due to some lorry in the front. The surrounding was absolutely desolate when suddenly a man emerged in the darkness with two bunches of flowers in front of our car. Gurubaba seemed to be prepared; he purchased the flower bunches with some money – one for me and the other for himself. Baba had the intention to show respect and reverence to Anupda's mother with flowers. In this case we can see that all actions went on spontaneously at the will of Mahadev within moments.

(46)

Though incidents like these should not be revealed, yet sometimes a little needs to be expressed. All the gurubrothers were invited in the marriage ceremony of Ranidi's sister. The full family of Gurubaba also visited there; I (Bapi) met with the related persons of the marriage ceremony quickly and then came and sat beside Guruji. While talking Guruji started to narrate the entire picture that went on in the marriage hall like the commentary of a game. It seemed that the whole picture was exposed in his mind like a microfilm. Later on it was heard from the other gurubrothers that all the narrations of Guruji, that flashed serially in his mind came to be true.

The clairvoyance and clairaudience faculties of the realized mahatmas are highly developed. Though the above incidents are very ordinary, it is seen and understood that the siddha yogis can utilize their yogic powers easily, under any circumstances at their own sweet will. These are extremely natural for the mahatmas with yogic accomplishments.

(47)

Baba used to hide himself inspite of being a great accomplished yogi of the category of Maheswara. Once upon a time, many people of Baksara and of other places who visited him knew that the amulet given by Baba was unfailing and worked wonders. Gurubaba used to employ myself (Bapi), Asimda, Gopalda and Mithun for this purpose. Baba used to offer amulets to those who asked for some remedy. Our role was to go to the garden at Baba's order, insert mud, small piece of brick or dry leaves into the amulet, seal the opening of the amulet with small wood pieces and hand it over to them. They were totally ignorant of the content of the amulet. It worked miraculously by the blessing of Baba. A simple, Tamil drunkard named 'Guruswami' used to come to Baba. He had great belief on the amulet. Once Baba handed over an amulet to Guruswami for some disease which was made by us. Suddenly, after a few days, he felt that the amulet was a sheer nonsense and it did not yield

any fruit. He then angrily removed the amulet, threw it and hit it with a stick. Suddenly he saw his whole body smeared with jet of blood emanating from the amulet (like the jet of blood from a sacrificed beast). Seeing this, Guruswami broke into tears out of fear and guilt. He came to Baba's house on that day itself at 10 pm and knocked the door. As door was not opened, Guruswami went back home. Next morning he came to Gurubaba, fell at his feet, cried a lot and apologized. Gurubaba calm and tranquil like Sadashiva, put his hand on his head and consoled him as if nothing has happened.

Lot of turmoil can be prevented in the vicinity of the siddha mahatmas. They are an ocean of unlimited compassion; they benefit people without letting them know it. He has nothing to take from this gross world, rather he is a great and silent benefactor to the world. Our highly revered Sri Sri Baba was also a great benefactor of the world, an unrevealed mahatma.

...to be continued

-Sri Pradip Chattopadhyay, Shibpur

-*Translated into English by Her Blessed Child* **Dr Barun Dutta**

Biography of Manicklal Dutta

[A disciple of Mahavatar Sri Sri Babaji Maharaj]

(4)

The holy birth of Manicklal Dutta took place in the year 1890 (Bengali 1297 on the auspicious date of 19th Aasharr, on the first lunar day of the dark fortnight, a Wednesday, in Purbasha Star – twentieth of twenty seven stars of Hindu astronomy) at 1:50 AM night, in tune with the prophecies of Sri Sri Trailanga Swami and other great saints.

According to the horoscope, he belonged to Min lagna (the rising time of the Pisces zodiacal sign), Dhanu rashi (Sagittarius), Naragann and Kshatriya varna. His zodiacal name was Sri Bhabataran Dutta.

The copy of the birth horoscope of Manicklal Dutta is given below for the knowledge of the readers—

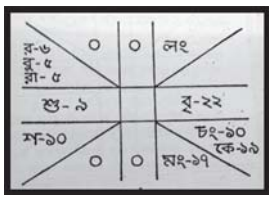

Manicklal Dutta was the eldest among his other brothers and sisters. The name of his other brothers and sisters has been mentioned in the genealogical lineage. The third brother of Manicklal was born on the auspicious lunar day of Raas Poornima and hence was named as Rashbehari Dutta. Rashbehari was born on an auspicious day, no doubt, but his father Shyamacharan, who was an expert in astrology, commented that his birth was unholy, after judging his lagna and other zodiacal signs. Such was the tryst of destiny that his grandfather Kalicharan Dutta (Kalimuktawala) took to full renounciation and disappeared on the same date.

Manicklal's mother left no stone unturned in looking after the education of her sons. As her husband Shyamacharan was of saintly nature and used to live mostly in the ashrams, she had to accept the brunt of responsibility in the form of her son's education and others. Manicklal studied in 'Some Training Academy' high school for eight years continuously and passed out entrance from the same. It is unknown whether he studied further in any college. Anyway he had an extraordinary proficiency in English language. His English knowledge and the highly proficient ornamental use of English words was comparable to a post graduate English scholar of a university. We never expressed any audacity of asking him

about his academic degrees, neither such queries haunted our mind!

Since childhood, Manicklal exhibited his extraordinary feats in two matters. He was highly efficient in drawing and in archery. His drawing expertise was so great that at that adolescent period he used to draw big scenes and sceneries, punctuated with exquisite colours for his known clubs and associations or for use in non-professional theatres. He used to place his self-drawn human pictures at a distance and proved his sincerity and proficiency in archery by hitting the eyes of picture with an arrow. Incidentally he said once that he used to talk with the divine mother from that age. Several such episodes speak volumes about the blossoming of his divine life.

The fifth brother of Manicklal was of a saintly in nature and was very submissive to his elder brother. He was a bachelor throughout his life and he was engaged through out in continuously serving and taking care of his elder brother. He was the constant companion of the temporal and the yogic life of Manicklal and his mental grace, softness of his behaviour and his pleasing interactive practices was a constant source of peace to everybody associated with Manicklal. He used to cook food himself and then when Manicklal finished his meal, he would have his and depart for his work place. It is relevant to mention here that he was attached to the department of the East India Company where his elder brother was also attached for his job. After the end of the day's work he would come back to his house at Chinsurah and arrange for his elder brothers tiffin and dinner. This was his daily routine. I mention only that much regarding this gentleman with a smiling countenance and wearing a coat of khaki jeans colour that I have heard from the eye witness. Manicklal used to sleep usually after 2 or 2:30 at night. This is because he used to receive commands and messages from his ever worshipful mysterious gurudev Sri Babaji Maharaj, during meditation at the desolate hours of the night when the whole world would immerse in deep sleep and the mundane humdrums would come to a total standstill. Apart from this he had his own yogic kriyas. During these hours, Brindavan used to wait wearilessly at the head-end of his beloved elder brother in the first floor bedroom with full dedication. He used to sleep beside his sleeping brother with closed doors. He would again wake up early in the morning and start cooking for his elder brother. In this way he used to pass his days in serving his elder brother chiefly, with lot of reverence. Sometimes he used to say, "I tell my brother often to make small staircase for me because I cannot ingest the knowledge, wisdom and the superscience of yoga that you have mastered." Sometimes he used to say others, "Don't try to come near my elder brother, otherwise you will burn yourself. I know you, this is not meant for you."

The main mission of Manicklal's life was to spread the divine message to everyone, an Indian or an English or anyone of whatsoever origin to satisfy them through service, to solve their queries regarding religious fundamentals. Hence his house was regularly graced by devotees and people practicing religious austerities. It was not a rare incident sometimes when devotees came to his house in numbers from 7 o'clock in the morning to night eleven o'clock and there used to be continuous spiritual discussions and the obedient brother Brindavan used to serve them with tea, tiffin and soda, according to demand. The incomparable obedience and the unique contribution of this brother in Manicklal's life would be ever remembered.

...to be continued

—Sri Ardhendu Sekhar Chattopadhyay

Translated into English
by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

Gems From the Garland of Letters

[Letters of Bhagwan Kishori Mohan]

(25)

Spiritual Advice Towards a Disciple

(...Continuing)

Ishwarah sarva-bhootaanaam
hriddeshe Arjuna tishthati
Bhraamayan sarva-bhootaani
yantraroodhaani maayayaa

Meaning: O Arjuna, God dwells within the heart of all living entities, just as He resides in your heart. Through the potency of His illusory force (*maya*), The Lord orchestrates the movements of all embodied beings in time, as if they were seated on a machine controlled by God.

The Vedanta Darshan says,

Parabhi-dhyanattu tirohitam
ato asya bandha viparyayou.

Meaning: Through the Supreme will of the *Paramatma*, the *jiva* is able to relieve himself from all forms of material knowledge and worldly wealth.

Paramatma is the essential rationale on the basis of which the *jiva* attains liberation. His illusory aspect (*maya*) imposing which the Lord has projected this splendid world through His creative dexterity, has been referred to as His primordial conjuring power, in the *Shruti* and *Yogvashistha Ramayana*. When even ordinary people can possess magical conjuring powers, what is queer in God having such miraculous powers? However, we need not worry about this as the *maya* is ever obedient and under the absolute control of the benevolent Lord. Verses in the *Chandi* say,

Esha prasanna varada
nrinam bhavati siddhaye,
Sa vidya parama mukte
hetubhuta sanatani.
Samsara bandha hetushcha
saiva sarveshwareshwari.

Meaning: When propitious, She (*the primordial Force*) becomes the essential cause of liberation. She is the supreme eternal knowledge and the fundamental genesis seeded on which liberation may be attained. She is the cause of the materialistic bondage of man and the absolute sovereign over all Gods.

Here, the phrase "*Sa Vidya*" has been used to refer to the core principles that characterize the ways of the Divine (*ishwar-tattwa*). God has been described in the scriptures variously as *Prakriti* (the nature), *Vidya* (the knowledge), *Mahavidya* (the supreme knowledge), *Maya* (the illusory aspect), *Mahamaya* (the ultimate and primordial cause of illusion), *Shakti* (the divine force) or *Mahashakti* (the absolute eternal divine force). All this variety in nomenclature has been used only to highlight the essential oneness between *Shakti*, the divine power and *Shaktiman*, the Lord of the divine power. Similarly, the Universal Consciousness (*Paramatma*) has been described as attribute-less and passive while His divine force of exposition (*Para-shakti*) has been depicted as the dynamic and active enlightening power of spiritual knowledge.

Na tasya karyang karanang-cha vidyate,
Na tat-sama abhyadhikas-cha driyshyate
Para-asya shaktir-vividhaiva shruyat,
Swabhaviki gyana-bala kriya-cha.

Meaning: The Lord is unparalleled in His supremacy and exists in absolute changelessness beyond all activities.

Everything is conducted naturally and systematically through His dynamic multifarious divine powers of knowledge.

The ultimate Oneness of the *Atma* has been explicitly emphasized everywhere within the *advaitic* literatures. This is why the *vedantic* philosophy has presented *swagun Brahma* (attributed consciousness; characterized by qualities) and *nirgun Brahma* (unattributed consciousness; beyond all qualifications) as two distinct states of existence of the One Universal Consciousness, instead of describing them as separate entities.

Parasyobhaya lingam sarvatra hi.

Meaning: The Universal Consciousness simultaneously exists everywhere in both His *swaguna* and *nirguna* states. If *Para-shakti* is not interpreted as the qualified manifestation (*swaguna*) of the Universal Consciousness (*Paramatma*), such consciousness-devoid power cannot be inferred to be the knowledge-lit power that drives spiritual exposition. *Vedanta-darshan* designates *swagun Brahma* as,

Sarvapeto-cha sa tad-darshanat.

Meaning: Swaguna Brahma comprises everything that is beheld in this visible manifested world.

—Her blessed child, **Sri Arnab Sarkar**

The Philosophy of Truth

The Proof of Unreality of the World

Chapter 10

Mahatma continues: There is no doubt that if this visible world had truly existed i.e. sat, then it would had definitely been permanent. Practically there is no existence of this dual world, it is the illusion of maya and false; the non-dual Brahman is the only Absolute truth. Though false, the worldly materials appear as true – this is called maya. To explain, the materials which neither existed in past or will exist in future, like the dream world, has no existence in the present too. Similarly, this entire visible world is illusory as it neither existed in past nor will exist in future. The temporal everything has no existence prior to birth or after death or destruction. All these appear to exist in the present i.e. in between its birth or creation to death or destruction. As the dream is visible, though it is actually false, similarly this dual world appears false and temporal to an intelligent scholar, a vedantin or a self-realized saint. The living beings in this world exhibit similar features like birth, death, behaviour etc. like the beings seen in the dreams. No living being actually takes birth or dies – this is the absolute truth.

Bhagwan Shankaracharya had said that the incidents of dream appear true during dream state and proves to be false on waking up i.e. their transient and imaginary state can be realized, similarly the state (waking state) in which the world appears to be true, turns out to be false and imaginary as soon as intuitive perception sets in.

The realised Dadu Dayal Saheb has commented on this temporal creation thus – "Nahi mei sab hua fir nahi hoye jaye, Nahi hoye rah Dadu Saheb se law jaye." Meaning – The entire creation has originated from nothing and again it will submerge in nothingness. Hence O Dadu Saheb! You also remain in the nothingness and keep your mind fixed on the Paramatma. In Yog-Vasishtha, sage Vasishtha has remarked - "Where does the world exist in the eyes of the wise? This world appears to exist to the ignorant." *...to be continued*

(Excerpts from Sri Kalikananda Abadhoot's "Satya-Darshan" in Bengali)

-Translated into English by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

Mata Sharbani Trust
Annual Report (2016-2017)

The vision of Mata Sharbani Trust is based on the ideals of its principal and patron, Sree Sree Maa Sharbani who, in the spirit of highest universal values, has charted a path that combines realization of supreme truth with service to humanity. The goals of the Trust cover humanitarian, spiritual and cultural aspects in an attempt to serve people, irrespective of gender, caste, creed, religion or race and spread the message of unity and eternal Truth. Preserving our prized heritage and reviving them in the modern age, providing relief to the needy and poor, assisting people with educational and medical support, helping destitute homes and educational institutions, etc., form some of the core activities of the Trust. Spreading the message of unity of spiritual paths, practice of Brahmavidya as a means to attain self-realization, publication of books / CDs/ cassettes on Indological themes, study of Sanskrit and practice of music through regular sessions, teaching of yoga as a means for good health, dissemination of knowledge through maintenance of a library of rare books, holding of cultural events on Indological themes, regular spiritual discourses on auspicious occasions, detailed studies on our scriptures to appreciate its true meaning for self-realization and service, satsang with saints and sadhus, distribution of relief materials including clothes, blankets, food and medicine to the poor, educational support for the needy, providing drinking water facilities and other infrastructural support for development of adjoining rural areas, rendering support to similar organizations working especially for the well-being of forsaken women and orphaned children, are some of the regular activities of our Trust. The Trust carries out its activities through its main centre at Akhanda Mahapeeth, Plaza Housing Shibrampur and auxiliary centres in Varanasi, Puri, Nabadwip and its associated organization, Sarada-Ramakrishna (Shishu O Mahila) Sevashram, an orphanage cum residential school in the village of Marjada (Hotar), located on the outskirts of the city of Kolkata. The main centre at Akhanda Mahapeeth also has a Self-Realization Centre-cum-Cultural Complex inside the main Trust premises and the Bhakta Nivas and Annapurna Kshetra inside Plaza Housing locality of Shibrampur. We highlight below some of the important activities that were carried out during the period April 2016 to March 2017.

Several charitable activities were carried out from the main Ashram premises of the Trust at Akhanda Mahapeeth, Shibrampur. Like every year, more than 1000 poor people were donated new clothes and food packets during two sessions, one prior to Durga Puja and one before Kali Puja. These included sarees for women and dhotis / lungis for men and dresses for children. Later in December, more than 300 woolen blankets were donated to the needy people of the region. Education aid and Medical aid was given to several people during the year. During the Navratri festival, 'bhandara' was organized on several days and food was distributed for people of the locality. During the Annapurna festival, children of the locality were especially provided food, served by Sree Sree Maa herself. During the anniversary of enthronement of the Guru Maharajas, 'bhandara' was held for all and a special food arrangement was made for the children of Aikyatan School of the vicinity. Several ongoing social services in the locality were continued. In addition, regular road refurbishing has been carried out to enable people of the region to have better access from the main road to their homes. Infrastructure was improved in the main Ashram premises during this period. The marble fixing work of the outer walls have started. Bhakta Niwas was repaired. Several charitable and spiritual activities are carried out from the premises of Bhakta Niwas / Annapurna Kshetra.

The following activities were carried out for the Hotar Sevashram – Classes were smoothly continued for the Sarada Shiksha Mandir, the Pre-primary and Primary school run by the Sevashram. For this, all infrastructure setup including renovation of rooms, school rooms and Sevashram building outside walls were implemented. Copy books, pens and pencils were provided for the school children and facilitated through the Trust. In addition, regular ration supplies of nutritious food, clothes, regular usage items and educational material, including books, were provided for the resident children. Several devotees of the Trust have regularly visited the Sevashram on a weekly basis to provide services, especially to teach the children studying in the Sevashram School to help improve their academic performance. The special drive to 'Support a Child' for food and education purposes initiated in the previous year was continued and it received a positive response.

Renovation works were continued out in the Nabadwip Ashram of the Trust.. Regular maintenance of the Ashram was carried out and maintained even after the passing away of Shri Dayananda Giri Maharaj. Sree Sree Maa and other devotees visited the Varanasi Ashram and carried out charitable activities like sadhu seva. Minor repairs were carried out in Puri Ashram. The Varanasi Ashram was well looked after by Sri Gurudas Ashram Maharaj, who stays there for extended periods during the year.

Many other activities that form part of the core objectives of the trust were carried out with full fervor. Several publications were made from the Trust during the year. These include Bengali translation of the book Mahavatar Babaji Maharaj and Mahatmaner Sanniddhey Part II. Four issues of the quarterly journal Hiranyagarbha were published. Yoga classes and teaching of Sanskrit texts were held regularly. The invaluable spiritual library, containing more than 2000 books, was functional throughout the year. Several new books have been added to the library in the last year. The bi-weekly discourse on the Bhagwat Gita by Dr Barun Dutta was a unique feature that has been one of the key attractions of every alternate Sunday morning. More than fifty sessions are already completed. The other extremely valuable feature is the monthly class on Patanjali Yogasutras conducted by Sree Sree Maa herself, especially for women sadhikas. Sree Sree Maa continued with her Saturday evening music classes on a regular basis. Several new songs were composed by her and some devotees during this period. The Ashram holds four Spiritual Discourses every year on topics of interest. Four sessions were delivered by Dr Barun Dutta, focusing on the Upanishads in general and Kena Upanishad in particular. These will be continued to cover the major Upanishads. A special new set of lectures on spirituality with special emphasis on Kriya Yoga was initiated and delivered by Sree Sree Maa herself where she not only spoke on key principles and methods but also answered questions from various people on the topic.

A number of events were held highlighting Indian culture. These included regular programmes by devotees during various special occasions. Several eminent people performed in the Ashram premises to highlight various aspects of Indian culture. These included Rabindra-sangeet recitals by Smt Anita Paul and Shri Subrata Sengupta, dance programmes by the members and pupils of Guru Giridhari Nayak of Odishi Ashram, Priyadarshini Banerjee, and several music and dance programmes by Ashram devotees, etc. Sree Sree Maa scripted some unique storyline-based songs interspersed with small pieces of speech that highlighted deep spiritual thoughts accompanied by blissful music during many of these events. A special programme was held in honour of Shri Ramdev Pir, highlighting the bonding of all faiths. Several meetings with saints and savants were held during this period. Mahatma Sri Sri Taat Baba of Pushkar visited our Ashram. Dandiswami Sri Nityabodh Ashram Maharaj of Chinsura, Shri Ramkripalu Maharaj of Bharat Milap Ashram Rishikesh, Swami Shuddhananda Giri, Head of Yogoda Satsanga Mission, Kolkata, Shri Imtiaz Ali Jonab, Sannyasini Ratna Giri of Mahananda Mission also visited the Ashram.

Shri P K Datta has been included as a New Trustee of the Trust during this period. The Trust also accepted the resignation of Professor Sujoy Ghose, who wished to be relieved from the Trusteeship and Vice-Chairman position of the Trust. Prof Partha P Chakrabarti was unanimously appointed Vice-Chairman of the Trust in place of Prof Sujoy Ghose. The sad passing away of Swami Dayananda Giri Maharaj was deeply condoled and a Bhandara held in his memory. Shri Raj Kumar Daga, Chartered Accountant, has been retained as Auditor. The Trust accounts for financial year were audited by Shri Raj Kumar Daga and duly approved by the Trustees. Donors who desire to have a look at the accounts statements may kindly contact the Joint Secretaries or Treasurer of the Trust.

With the grace and guidance of the Supreme Divine, Sree Sree Maa, all patrons and well-wishers, we hope to continue serving mankind with dedication and devotion. We express our sincere thanks and gratitude to all donors, devotees and volunteers for their help, dedication and selfless efforts in helping our mission to succeed. We feel blessed to have received this unique opportunity to serve. We pray for the well-being of all.

Shri Siddhartha Nandi & Swami Sadasivananda,
Trustees and Joint Secretaries, Mata Sharbani Trust
Akhanda Mahapeeth, Plaza Housing (Jagannathpur) Shibrampur,
24 Parganas (S), West Bengal 700141, India. *November 19, 2017*

News in Brief

21st - 30th September - The 26th Navaratri Durga Puja was organized at the Ashram premises. The different functions including puja, yajna, distribution of prasad etc. were performed flawlessly. On Panchami in the morning, Sree Sree Maa distributed clothes, sweets and biscuit packets to around 500 villagers. An absorbing cultural programme was conducted in the evening where a dance recital was presented by the pupils of Sri Giridhari Nayak. The earlier issue of Hiranyagarbha was released on this evening. On the day of Saptami, the evening program started with a dance performance by three child artists. The Ashramites also presented a beautiful musical programme. On Mahastami, a bhandara was organized on the holy occasion of the death anniversary of Sri Lahiri Mahasaya. On Navami, mahaprasad of Sri Sri Durga Devi was distributed.

1st - 5th October - Mahatma Tatbaba of Rodi Belwala, Haridwar, spend these days at Akhanda Mahapeeth Ashram. The Ashramites got the opportunity to spend the days in Satsang.

5th October - On the occasion of Sree Sree Kojagari Purnima, Sri Yajnanarayan-da performed the puja of Sri Sri Lakshmi Janardanjiu at Sree Annapurna Kshetra. After puja, yajna was held at the Ashram.

18th October - In the morning, Sree Sree Maa distributed clothes to more than 500 villagers. Along with this they were also offered sweets and biscuits.

19th October - On the occasion of Deepavali, the Ashram was glowing with lights and diyas along with a beautiful Rangoli. At midnight, Sree Sree Maa performed the puja of Maa Devi Tarakalika at the Ashram.

29th October - On the occasion of Sri Sri Jagaddhatri Puja, prasad was offered at the Annapurna Kshetra.

4th November - On the occasion of Raas Purnima, offerings were made to Sri Sri Radha Madhav followed by distribution of prasad. In the evening, Sree Sree Maa herself presented some beautiful bhajans.

19th November - The Annual General Meeting of Mata Sharbani Trust was held at the Shibrampur Ashram.

21st - 24th November - Sree Sree Maa alongwith some disciples visited the temple of Srinathji from Udaypur, Rajasthan.

Annual General Meeting

27th - 28th November - Worship of Sree Annapurna Mata and Sri Vishweshwar Shiva was conducted on 27th November. Sree Sree Maa herself distributed prasad among the children. A program of bhajans was conducted in the evening at Annapurna Kshetra. On 28th morning, worship of Sree Lakshmi Janardanjiu was held and prasad was distributed.

3rd December - On this day, warm blankets and winter wear were distributed among many poor villagers in the locality.

9th December - On the occasion of Sree Maa Sarada Devi's birth anniversary, some pupils of Hotor Ashram visited Akhanda Mahapeeth and paid their homage to Sree Sree Maa. In the evening, an absorbing cultural programme of song, dance and drama was conducted by the Brahmacharinis and pupils of the Hotor Ashram.

11th-16th December - Sree Sree Maa along with a few disciples visited the Varanasi Ashram.

25th December - On the 25th session of the 'Adhyamtmik Sabha', our brother disciple Dr. Barun Dutta continued his profound analytical discourse on the Kathopanishads.

31st December - On this morning, Sree Sree Maa herself delivered an enlightening discourse on the on Kriyayoga.

Forthcoming Events

Dol Purnima: 2nd March, Friday
Spiritual Congregation: 18th March, Sunday
Annapurna Puja: 25th March, Sunday
Ram Navami: 25th March, Sunday
Bengali New Year: 15th April, Sunday